182. Jd. 890. 2.

চৈতন্য।
বা
সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয় সার।

শ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ কথিত
উপদেশাবলী।

কলিকাতা।
৩ নং বীডন স্কোয়ার। নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৭।

সূচীপত্র ।

প্রথম অংশ ।

	পৃষ্ঠা হইতে	
[illegible]	১	৩
[illegible]	৩	৭
[illegible]	৮	৮
[illegible]	৯	১৩
সাধুসঙ্গ	১৩	১৭
ভক্তি	১৭	২২
দয়া	২২	২৪
প্রেম ভাব ও মহাভাব	২৪	৩২

দ্বিতীয় অংশ ।

জীবতত্ত্ব	৩৩	৩৫
অহঙ্কার	৩৬	৩৯
মনস্তত্ত্ব	৩৯	৪১
বর্ণ ও বর্ণ বিকৃতি	৪১	৪৪
মৃত্যু	৪৪	৪৫

তৃতীয় অংশ ।

তপস্যা	৪৬	৪৭
যোগ	৪৭	৫৬
লয় ও নির্ব্বাণ	৫৬	৬১
বেদ ও ভাগবত	৬১	৬৩
সম্প্রদায়	৬৩	৬৫

চতুর্থ অংশ।

ব্রহ্মতত্ত্ব ... ... ৬৬ ... ৭১
শক্তিতত্ত্ব ... ... ৭১ ... ৭৪
ঈশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য ... ৭৪ ... ৮২
সাকারবাদ ... .. ৮৩ ... ৮৬
অবতারবাদ ... ৮৭ ... ৯০
সমন্বয় তত্ত্ব ... .. ৯০ ... ৯৬

পঞ্চম অংশ।

অজ্ঞান .. .. ৯৭ ... ৯৯
বিবেক বৈরাগ্য .. ... ১০০ ...
মুক্তি ... .. ১০৫ ..
সন্ন্যাস ১১০
জ্ঞান ১১৪
অদ্বৈত জ্ঞান ... .. ১২৬ ... ১২৯
মহাপুরুষ ... ... ১৩০ ... ১৩৬
সিদ্ধি ও জীবন্মুক্তি ... ১৩৬ ... ১৩৯

ষষ্ঠ অংশ।

বিবিধতত্ত্ব ... ... ১৪০ .. ২০৪

প্রকাশকের নিবেদন।

এই ভাবময় ধর্ম্মপ্রাণ সাধু প্রদত্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল, গ্রন্থখানিতে সোজা কথায় অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন।

সাধু কথিত উপদেশাবলীর ভাব যথাযথ বজায় রাখাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, সে জন্য কেহ যেন ভাষাগত বা ব্যাকরণের দোষ না ধরেন, ইহাই বিনীত নিবেদন।

প্রকাশক।

চৈতন্য
বা
সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয় সার।

প্রথম অংশ।

মায়া।

সুখ দুঃখ দুই তোমার ভিতরে আছে। তোমার ভিতর থেকে কখন সুখের প্রকাশ হয় আর কখন বা দুঃখের প্রকাশ হয়। একই মায়ার বিদ্যা এবং অবিদ্যাশক্তি আছে। একই মায়ার জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় করিবারই ক্ষমতা আছে। একই মায়ার বদ্ধ ও মুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। একই মায়ার দুই শ্রেণীর কার্য্যের জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম। ১।

তেঁতুলে পিতল ও কাঁসার পাত্র মাজিলে পরিষ্কার না হয়ে বরঞ্চ পাত্র কলঙ্কিত হয়। তেঁতুলে কেবল স্বর্ণ ও তাম্র পরিষ্কৃত হয়। একই মায়া কাহাকে কলঙ্কিত করে আর কাহাকে বা অকলঙ্কিত করে। ২।

সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে তাহাই মায়িক। নির্ব্বাণও একটা ঘটনা, সুতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না। ৩।

তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে কাহারও প্রতি স্নেহ করিতে কিম্বা না করিতে পার না। তাহা যদ্যপি পারিতে তাহা হইলে নিজ স্নেহাস্পদের বিরহে তোমাকে অবিরত কাঁদিতে হইত না। তাহা হইলে তোমাকে আর বদ্ধ জীব বলিতাম না। মায়া বশতঃই একের অপরের প্রতি স্নেহ হয় এবং সেটা স্নেহ বশতঃই অপরের বিরহে কত মনোকষ্ট পাইতে হয়। স্নেহ না থাকিলে মমতা থাকে না। স্নেহ মায়ার একটী ঐশ্বর্য্য। ৪।

যাহা নই তাহা আমি বোধও মহাভ্রম, তাহাও মোহিনী মায়ার এক অপূর্ব্ব কৌশল। মোহবশতঃ অসত্যকেও সত্য বোধ হয়। ৫।

মায়া সম্ভূত প্রতেক জীব হইলেও সকলেই অসৎ নয়। ৬।

আমাদের যে প্রকার শরীর সে প্রকার ভগবান্ কেন করিয়াছেন যেমন আমরা বলিতে পারি না তদ্রূপ সেই শরীরের আভ্যন্তরিক ষট্চক্র যে প্রকার, সে প্রকার তিনি কেন করিয়াছেন তাহাও আমরা বলিতে পারি না। ৭।

একগামলা জলে একটা বড় ঘটী ডুবায়ে রাখিলে সেটা ছোট দেখা যায়। পৃথিবী রূপ গামলায় মায়ারূপ জলে ভগবান্‌কেও ছোট দেখা যায়। ৮।

মায়া ত্যাগ করিতে বলিতেছ। অথচ মায়া তোমায় ত্যাগ করে নাই। মায়া তোমায় কৃতদাসের ন্যায় খাটাইতেছে। মায়া

তোমায় ষড়রিপুর দাস করিয়া রাখিয়াছে, ক্ষুধা তৃষ্ণার দাস করিয়া রাখিয়াছে, আত্মীয় স্বজনবর্গের দাস করিয়া রাখিয়াছে। নিদ্রার দাস করিয়া রাখিয়াছে। সকল গুণ, সকল কার্য্যই মায়ার ঐশ্বর্য্য। মন যত দিন আছে ততদিন মায়ার হাত ছাড়াইতে পারিতেছ না। ৯।

তোমার উপর মায়ার প্রভুত্ব আছে। তবে মায়ার প্রভুত্ব কি প্রকারে অস্বীকার কর? মায়া অস্বীকার করিলেও মায়া তোমায় ছাড়িবেন না। ১০।

গাঢ় অন্ধকারে কোন বৃহৎস্থূল বস্তুই দেখিতে পাও না। তবে তন্মধ্যে সূক্ষ্ম কি প্রকারে দেখিবে? গাঢ় মায়া অন্ধকারে বৃহৎ স্থূলবস্তুতত্ত্বই জ্ঞাত হইতে পার না তবে তন্মধ্যস্থিত সূক্ষ্মাৎ-সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব কি প্রকারে জানিবে? সেই সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম ব্রহ্মকেই বা কি প্রকারে দেখিবে? ১১।

গুরু ও দীক্ষা।

গুরু চৈতন্য পুরুষ। গুরুকে ইষ্টদেব বলে। ইষ্ট যিনি তিনি কখন অনিষ্ট করেন না। চৈতন্য পুরুষ গুরুর প্রত্যেক উপদেশ চৈতন্যময়। তিনি যাহাকে সচৈতন্য করিবেন ইচ্ছা করেন, সে তাঁর উপদেশে সচৈতন্য হয়। ঐ প্রকার গুরু চৈতন্যের কোন উপদেশই শিষ্যের অনিষ্টজনক হয় না। ঐ প্রকার গুরুর শিষ্যের প্রতি সকল উপদেশই শিষ্যের উপকার করে; অনুপকার করে না। ১।

মেষপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালক থাকে। কোন মেষ বিপথ-

গামী হইলে তিনি তাহাকে ধরিয়া প্রকৃত পথে চালান। গুরু শিষ্যপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালকের ন্যায় থাকেন। তাহাদের কেহ বিপথগামী হইলে তিনি টেনে এনে প্রকৃত গন্তব্য পথে চালান্। ২।

সমুদ্রে রত্ন আছে তুমি জানিলেও তুলিতে পার না, তুমি রত্ন তুলিতে জান না, নিজে তুলিতে গেলে সেই রত্নাকরে ডুবে মরিবে, কিম্বা কোন হিংস্র জলজন্তু তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে। মরিবে অথচ রত্ন পাবে না। তাহার বড় বড় তরঙ্গ দেখে তোমার তাহাতে ডুবিতেই সাহস হবে না। ভবসাগরে জ্ঞান রত্ন আছে, তোমার দয়াময় গুরুদেব যদি তোমাকে তুলে এনে দেন তাহা হইলেই তুমি তাহা পাবে। গুরুর শরণাপন্ন হও, আর তোমাকে জ্ঞান রত্নের জন্য ভাবিতে হইবে না। ৩।

অচৈতন্য পুরুষ গুরু হবার যোগ্য নন। তাঁহার উপদেশ কথায় জ্ঞান চৈতন্য ও হয় না। ৪।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৃহস্থ ছিলেন তখন তিনি গৃহস্থ কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার গুরু সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরী ছিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থেরই উপযুক্ত সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ৫।

নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষার শক্তি প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই আছে; কিন্তু নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষকের কাছে শিক্ষা ব্যতীত হয় না। শিক্ষার দ্বারা একের বিদ্যা অপরে লাভ করিতে পারেন। শিক্ষা দ্বারা এক জন নিজের বিদ্যা অপরকে দিতে পারেন অথচ দিলে নিজের বিদ্যা কমে না। ৬।

যাঁহার ভিতরে বিদ্যা শক্তি আছে, যিনি বিদ্বান্ তিনিই

অবিদ্যাবান্‌কে বিদ্যা দিতে পারেন। তোমার বিদ্যা নাই অপর এক জনেরও বিদ্যা নাই তবে তুমি কি প্রকারে তাহাকে বিদ্যা দিবে? যাঁহার ভিতরে পরমজ্ঞানদায়িনী পাপক্ষয়কারিণী দীক্ষাশক্তি আছে তিনিই অদীক্ষিতকে তাহা দান করিতে পারেন। ৭।

লোহা তোমার শরীর পোড়াতে পারে না; কিন্তু তাহা আগুনে খুব পোড়াইলে তাহা আগুণ হয়। তখন তাহা তোমার শরীর পোড়াতে পারে। আমার যদ্যপি সাংসারিক প্রলোভন থেকে তোমার মনকে ত্রাণ করিবার শক্তি না থাকে অথচ আমি যদি তোমাকে কেবল "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" জপিতে বলি তাহাতে তোমার ত্রাণ হইবে না। আমি যদি "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মন্ত্র শক্তিময় কোরে দিতে পারি তাহা হইলেই তোমার মনের ত্রাণ হইবে।৮।

গুরু কি সামান্য লোক যে তাঁহাকে টাকা পয়সা দিয়ে দর্শন করিবে? তাঁহাকে ভক্তি দিয়ে দর্শন কর। গুরু যে স্বয়ং শিব; তাঁহার টাকা পয়সায় প্রয়াস নাই। ৯।

গুরুগীতা অনুসারে গুরুর কোন প্রকার জাতি নির্দ্দেশ নাই। প্রত্যেক দিব্যজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিই গুরু হইবার যোগ্য। কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বিশেষে বা বর্ণ বিশেষে জ্ঞান সীমাবদ্ধ দেখি না। ১০।

শুকদেব ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় জনককে গুরু করিয়াছিলেন। ক্ষত্র উপযুক্ত হইলে অনুপযুক্ত ব্রাহ্মণেরও গুরু হইতে পারেন।১১।

অতি নীচ জাতি হইলেও তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত হইলে তাঁহাকে গুরু করা যায়। ১২।

প্রত্যেক রোগেরই নানা প্রকার ঔষধ আছে। অতি উৎকট

রোগ হইলেও চিকিৎসক অগ্রে সর্ব্বোত্তম ঔষধি প্রয়োগ করেন না। কোন রোগে একেবারে সেই রোগের সমস্ত ঔষধি প্রয়োগ করিলে বিষের কার্য্য করে। আচার্য্য কোন নব শিষ্যকে একেবারে সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল প্রদান না করেন। করিলে উপদিষ্টের মহা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ১৩।

প্রকৃত আচার্য্যের আচার্য্য অহঙ্কার থাকে না। ১৪।

মুক্তিদায়িনী শক্তির নাম মন্ত্র। প্রকৃত গুরু ব্যতীত অপরের মন্ত্র দিবার ক্ষমতা নাই। প্রকৃত গুরু স্বয়ং শিব। ১৫।

শিষ্যকে গুরু যে কৃপা করেন সেই কৃপারই অপর নাম মন্ত্র দেওয়া যাইতে পারে। ১৬।

গুরু প্রদত্ত মন্ত্র প্রভাবে জ্ঞান হয়। জ্ঞান প্রভাবে ইষ্টদেবে ভক্তি হয়। ১৭।

মন্ত্র প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধি হয়। মন্ত্র প্রভাবে ভূতশুদ্ধি হয়, মন্ত্র প্রভাবে শরীর শুদ্ধ হয়, মন্ত্র প্রভাবে অপবিত্র পবিত্র হয়। এমন মন্ত্র ও মন্ত্রদাতার আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।১৮।

যদ্যপি জগদ্‌গুরুর শক্তিময় হইয়া কোন মহাকাব্য কাহারও কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারই প্রকৃত মন্ত্র লাভ হয়। ১৯।

কেবল মাত্র মন্ত্র-শক্তি-সম্পন্ন ভগবানের কোন নাম জপ করিলে যোগাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। রত্নাকর কেবল মাত্র মন্ত্র-মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন 'মরা' শব্দ জপ কোরে যোগী হইয়াছিলেন। তিনি সচৈতন্য 'মরা' শব্দ প্রভাবে বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য রত্নাকরের গাত্রে বল্মীক হইলেও তিনি জানিতে পারেন নাই তন্নিবন্ধন কোন কষ্ট বোধ করেন নাই। ২০।

মন্ত্র হইয়াছে তাঁর সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়াছে যাঁর। ২১।

মুক্তির কারণ মন্ত্র। ২২।

মন্ত্র যেন কাষ্ঠ, সেই মন্ত্রের মধ্যস্থিত চৈতন্য যেন অগ্নি, কাষ্ঠ আর অগ্নি সংযুক্ত হইলে তবেত রন্ধন হয়। সাধারণ কুলগুরু মন্ত্র রূপ কাষ্ঠ দেন, কিন্তু তার সঙ্গে চৈতন্যরূপ অগ্নি দিতে সক্ষম হন না। ২৩।

সুধু সন্দেশ খেলে মানুষ মরে না। বিষ মাখান সন্দেশ খেলে মরে। মন্ত্রশক্তি বিহীন "ওঁ সচ্চিদেকং" পদ জপ করিলে মনের ত্রাণ হয় না। মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন কেবল মরা শব্দ জপে বাল্মীকি মুক্ত হইয়াছিলেন। ২৪।

তুমি নিজে অজ্ঞান। কাহাকেও মন্ত্র দিবার তোমার সামর্থ নাই। যে মহাবাক্য দ্বারা মায়াময় সংসার হইতে মনের ত্রাণ হয় তাহাকেই মন্ত্র বলি। ২৫।

অজ্ঞানেরই মন্ত্রে অশ্রদ্ধা আছে। দিব্যজ্ঞান মন্ত্র প্রভাবে যাঁহার মনের ত্রাণ হইয়াছে তাঁহার আর মন্ত্রে অশ্রদ্ধা নাই। ২৬।

যিনি কত লোকের মন্ত্র প্রভাবে মনের ত্রাণ হইতে দেখিয়াছেন তিনি অজ্ঞান হইলেও তাঁর মন্ত্রে অবিশ্বাস নাই। ২৭।

মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত বন্ধন ত্যাগ হয়। মন্ত্র কি ত্যাগ করা যায়? মন্ত্র যে ব্রহ্মবিদ্যা, মন্ত্র যে দিব্যজ্ঞান। মন্ত্র যে মঙ্গলময় গুরুদেবের কৃপা শক্তির এক অদ্ভুত বিকাশ। আমি কি সেই সর্ব্বমঙ্গলা দীক্ষাশক্তিময়ী দিব্য মন্ত্র শক্তির সস্নেহ আলিঙ্গন হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারি? আমি কি সেই কৃপারূপা মন্ত্রশক্তিকে ত্যাগ করিতে পারি? ২৮।

বিশ্বাস ও নির্ভর।

যাহার দ্বারা ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় তাহা গোবর্দ্ধন, তাহা অচল অটল; গো অর্থে ধর্ম্ম। গোবর্দ্ধন অর্থে বিশ্বাস। যাঁহার যত বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় তাঁহার তত ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ বিশ্বাস। এই জন্য বিশ্বাসকে গোবর্দ্ধন বলা যায়। ১।

বিশ্বাস ব্যতীত নির্ভর হয় না। ২।

এক জনের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহার প্রতি নির্ভর হইতে পারে না। যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরও আছে। ৩।

মানুষ আশা ভরসা দিলে তোমার আশা ভরসা হয়। তাহার প্রদত্ত আশা ভরসায় তোমার বিশ্বাসও নির্ভর হয়; কিন্তু যে ভগবান্ তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, যিনি তোমাকে পালন করিয়াছেন, যিনি তোমাকে এখনও পালন করিতেছেন তিনিই তোমাকে পালন করিবেন এ বিশ্বাস, এ নির্ভর তোমার হয় না।৩।

প্রকৃত বিশ্বাস যাঁর আছে তিনি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারেন না। ভগবানে যাঁর প্রকৃত বিশ্বাস আছে তিনি জগতের কোন জীব জন্তুকেই অবিশ্বাস করেন না। ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস ঈশার ছিল, তাই তিনি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না। তিনি তাঁহার একজন শিষ্য কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবেন ও শত্রু হস্তে নিপতিত হইবেন পূর্ব্বে জানিলেও সাবধান হন নাই। ৪।

সাধনা।

ভগবান্‌কে ভজিলে পরমার্থ অর্থ উভয়ই লাভ হয়। কিন্তু ভগবৎ ভজনানন্দ প্রাপ্তে অর্থে অনুরক্ত হন না। ১।

বিদ্যালাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ বর্ণমালা এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে নানাগ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। মহাবিদ্যা মহাকালীকে লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ নানা প্রকার সাধনার আবশ্যক হয়। ২।

অভ্যাসেরই এক নাম সাধনা দেওয়া যায়। ৩।

অভ্যাস বলে মানব দেবতা হইতে পারে না। অভ্যাস বলে জীব শিব হইতে পারে না। অভ্যাস বলে অসম্ভব কেহ সম্ভব করিতে পারে না। অভ্যাস বলে মূর্খ পণ্ডিত হইতে পারে। অভ্যাস বলে অসাধু সাধু হইতে পারে। ৪।

সাধনা পথ। গুরু সেই পথ-প্রদর্শক। গন্তব্যস্থান আনন্দ-কানন। দ্রষ্টব্য বিশ্বনাথ। ৫।

গুরু কৃপায় বিশ্বনাথকে জানা যায়। যত অধিক তাঁহাকে জানা যায় তত অধিক তাঁহার প্রতি প্রেম ভক্তি হয়। ৬।

ভগবান সম্বন্ধীয় সাধনায় শারীরিক ও মানসিক অনেক প্রকার বিঘ্ন আছে। নানা প্রকার শারীরিক পীড়াই শারীরিক বিঘ্ন। নানা কুপ্রবৃত্তিগণের উত্তেজনা ও উদ্রেকই মানসিক বিঘ্ন। ৭।

শাকের বীজ বপন করিয়া কদলী পত্রাবৃত রাখিলে শীঘ্র গাছ হয়। দীক্ষাগুরু কর্তৃক বীজ মন্ত্র মানস ক্ষেত্রে বপিত হইলে আবৃত রাখিতে হয়। প্রথম অবস্থায় সাধন ভজন গোপনে রাখিলে নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। ৮।

যে যুগে যে গুণ অধিক প্রবল থাকে সেই যুগে সেই-গুণাত্মক

ক্রিয়াকলাপই ঈশ্বর প্রাপ্তির অতি সহজ উপায়। সেই গুণাত্মক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ঈশ্বর সাধনা করিলে তাঁহাকে শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯।

কেবল একদিন মাত্র দন্ত মার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে দন্ত সমূহে অতি দুর্গন্ধ হয়; ক্রমে উহাদের মূল শ্লথ হয়। এই জন্য প্রত্যহ ঐ সকল মার্জ্জিত করা আবশ্যক। মন সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ, মহাত্মাগণ প্রদত্ত সৎধর্ম্মোপদেশ সকল শ্রবণ প্রভৃতিতে পরিমার্জ্জিত রাখা কর্ত্তব্য। ১০।

যে গার্হস্থে বহু পরিবার সে গার্হস্থের কর্ত্রীর বৃথা কথায় কিম্বা অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার অল্পই অবসর থাকে। যে ছাত্রের অধিক উন্নতি করিবার ইচ্ছা আছে সে প্রায় সর্ব্বদাই পাঠাভ্যাসে লিপ্ত থাকে। তবে কখন কখন গল্প কিম্বা অন্য কিছু করে। কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কার্য্যেই অধিকাংশ সময়ে ব্যস্ত থাকেন। ক্বচিৎ অপর কথাবার্ত্তা কন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি অধিক উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন বৃথা কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট না করেন। তাঁহার সর্ব্বদাই সাধন ভজনে রত থাকা কর্ত্তব্য; তাঁহার সর্ব্বদাই ধর্ম্ম কর্ম্মে রতি থাকা উচিত। ১১।

একবার নৃত্য গীত বাদ্য শুনিলে চিরকাল মন মোহিত এবং কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। একদিন পানাহার করিলে চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। একদিন সাধন ভজন করিলে চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ১২।

ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার পক্ষে ভক্তি অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট উপায় নাই। শুদ্ধ ভক্তি হইলে অতি সত্বরই ঈশ্বরে মনোনিবেশ হয়। ঈশ্বরে মনোনিবেশের নামই ঈশ্বর প্রণিধান। ১৩।

কত মক্‌সো করিলে তবে হাতের লেখা পাকে। একদিন ধ্যান করিলেই মহাধ্যানী হওয়া যায় না। ১৪।

দূরস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা যাইতে পারে। অতি নিকটস্থকে সম্বোধনের প্রয়োজন হয় না। ইষ্ট অদৃষ্ট এবং দূরস্থ জানিয়াই জপদ্বারা তাঁহাকে বারম্বার সম্বোধন করা হয়। ১৫।

কবচ অর্থে ধর্ম্ম। কালী নিজে কবচস্বরূপ। কালীর কবচে বর্ণিত আছে তিনি নানারূপে নিজ ভক্তের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মন ও মানসিক সুবৃত্তি সমুদায় রক্ষা করেন। ১৬।

কালী ভক্ত শাস্ত্রোক্ত কালী কবচ পাঠ করিয়া কালীর এক একটী নাম ও রূপের উল্লেখ করিয়া তাঁহার এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করিতে প্রার্থনা করেন। যাঁহার যে দেবতা ইষ্ট তাঁহাকে তাঁহার নিকটই তাঁহার কবচ পাঠ করিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিতে হয়। ঐ প্রকার কবচ পাঠে প্রার্থনার পর সাধকের পূজা, জপ, স্তবস্তুতি ও ধ্যানের অনুষ্ঠান করা উচিত। ১৭।

ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে হয়। তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয়। ১৮।

অসংখ্য জপ কর। যাঁহার জপ কর তিনি তোমার জপের সাক্ষী। আবার জপের সাক্ষী কে ?। ১৯।

পয়স্বিনী গাভীকে নানা প্রকার ডালের ভুষি, কাঁটানটের সঙ্গে তণ্ডুলের ক্ষুদসিদ্ধজাউ খাওয়াইলে অধিক দুগ্ধ হয়। ঐ সমস্ত সামগ্রী অতি সামান্য হইলেও পয়োবৃদ্ধি করে। মৃদঙ্গের বাদ্য, হরিসংকীর্ত্তন ও হরি বিষয়ক কথা সকল হরির সঙ্গে তুলনায় অতি সামান্য হইলেও সে সকল ভক্তের প্রেমভক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়।২০।

প্রলোভনের সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে মনোনিবিষ্ট কেবল তাহা-

তেই থাকে। ঈশ্বর সাধকের সম্মুখে ঐ প্রকার সামগ্রী থাকা অবিধি। যাহা আকর্ষণ করে; যাহা প্রলোভিত করে ঈশ্বর সাধনার সময় তাহা মনে না থাকে। ২১।

সর্প প্রভৃতি বিষধর কীট সকল এবং হিংস্র পশুগণ মনুষ্যের অপকারক এবং ভয়ের কারণ। নিরীহ মনুষ্যগণের দস্যু, চৌর এবং নরহত্যাকারী প্রভৃতি অপকারক এবং ভয়ের কারণ। সাধুগণের অপকারক এবং ভয়ের কারণ অভক্ত অসাধু, ভ্রষ্টানারী এবং ধন। ২২।

সম্পূর্ণ অসংযমিত চিত্ত যুবকের নিকট পরমাসুন্দরী যুবতী থাকিলে তাঁহার কোন আলোচনারই সুশৃঙ্খলা থাকে না। তাঁহার সম্পূর্ণ মনোসংযোগ ঐ বরবর্ণিনীর প্রতিই থাকে। সুতরাং তাঁহার ঐ অবস্থায় ধর্ম্মালোচনা কত দুরূহ ব্যাপার হয়। ঐ প্রকার অজিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরসাধক ধন এবং নারীর নিকট অতিসতর্ক হইবেন। ২৩।

সর্ব্বদা মৃত্যুকে যিনি সম্মুখস্থ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিষধর কিম্বা দস্যুর ন্যায় বোধ করেন তাঁহার ভোগবিলাস ভাল লাগে না। নিজের নিষ্কৃতির জন্য তিনি ভগবানের নিকট নিয়তই প্রার্থনা করেন।২৪।

রাগ, হিংসা, অভিমান,অহঙ্কারে বড় অসুখ,অশান্তি ও নিরানন্দ হয়। ঐ চার সর্ব্বতোভাবে সাধকের পরিহার্য্য। ঐ চার উদ্রেকের কারণ হইলেও সদাশান্ত থাকিবার চেষ্টা করিবে। ২৫।

আস্তিক সাধক নাস্তিক সংসর্গ একেবারে করিবে না। করিলেই উন্নতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইবে। প্রকৃত সিদ্ধ আস্তিকের নাস্তিক সংসর্গে কোন ক্ষতি হয় না। ২৬।

তোমার যদি উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তোমার যদি সাধু-

ভাবে চিত্ত রঞ্জিত করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে অতি যত্ন পূর্ব্বক সরল হৃদয়ে অলৌকিক সাধু চরিত্র সকল পর্য্যালোচনা কর। অদ্ভুত সাধুজীবন যাহাতে তোমার জীবনের আদর্শ হয় তাহারই চেষ্টায় কালাতিপাত কর। ২৭।

অনেক পাপ করিয়াছ। আর কেন পাপে লিপ্ত হও? এখন কেবল আর না পাপ করিতে হয়, এখন কেবল আর না কুসঙ্গ করিতে হয় এরূপ প্রার্থনা ভগবানের কাছে নিয়ত কর। দয়াময় ভগবান্ তোমায় সুবুদ্ধি দিবেন,দয়াময় ভগবান তোমায় নিষ্পাপ করিবেন। ২৮।

পাপের জন্য অনুতাপ করিলে পাপের শান্তি হয়। অনুতাপ অগ্নিতে পাপ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। ২৯।

ঈশ্বরের নিকটে যাইবার কুটিলতা ও প্রবঞ্চনা পথ নহে। তাঁহার নিকট যাইবার সুপ্রশস্ত পথ সরলতা। ৩০।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব শক্তিমান। ব্যাকুল ভাবে ডাক্‌লে দেখা দিবেনই। সে ব্যাকুল ভাব বাতুলতা নয়। তোমার কোন ভালবাসার লোক মরিলে তুমি পাগলের মত ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ। কাঁদিলে ভালবাসার লোক ফেরে না। অথচ কাঁদ। সে কত তোমার পাগ্‌লাম বল দেখি?। ৩১।

সাধু ও সাধুসঙ্গ।

ষড়রিপু্ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি শূন্য যাঁহার মন হইয়াছে তিনিই প্রকৃত নির্ব্বিকার ও সাধু। মেথর গু হাঁটকায়, তাতে তাহার ঘৃণা হয় না,শূকর গু খায়,তবে কি মেথর ও শূকরকে নির্ব্বিকার বলিবে?

কুকুর ও বিড়াল সকল জাতীর বমন ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে, তাহারা উলঙ্গ থাকে এবং কোন প্রকার খাদ্য ও পানীয় সঞ্চয় করে না, তাহারা অন্যের আবাসেও ছাই গাদায় শয়ন করে, সে জন্য তাহারা কি নির্ব্বিকার "পরমহংস" হইয়াছে ? যে সকল ব্যক্তি বড় দরিদ্র তাহারা ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করে, কেবল মাত্র ভিক্ষা করিলেই কি চতুর্থাশ্রমী হওয়া যায় ? বনবাস করিলেই সাধু হয় না, কারণ পশুরাও বনবাস করে। কুটীর থাকিলেই সাধু হয় না, কারণ অনেক দরিদ্র কুটীরে বাস করে। পর্ব্বতের গুহায় বাস করিলেই সাধু হওয়া যায় না, কারণ অনেক পাহাড়ী জাতি গিরিগুহায় বাস করে এবং উলঙ্গ থাকে। ১।

বড় বড় গর্ত্তের মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তরা থাকে। গর্ত্তের ভিতরে থাকিতে পারিলেই সাধু হওয়া যায় না। পর্ব্বতের গুহায় সিংহ বাস করে। কেবল গুহায় বাস করিতে পারিলেই সাধু হয় না। জ্ঞান ব্যতীত সাধুতা দুর্ল্লভ। ২।

চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত 'বাইবেলীয়' ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও পালন করা যায় না। এক জন জেলের কয়েদির চিত্তশুদ্ধ হইলে সেও 'বাইবেল' বর্ণিত ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে তার আর আশ্চর্য্য কি ? সেও ধার্ম্মিক ও সাধু নামে খ্যাত হইবে তারই বা আশ্চর্য্য কি ? এক জন ধনী ভদ্র লোকের ছেলে অসাধু হইলে তাকে কখনও সাধু বলা যায় না। সাধুর লক্ষণ যে জাতীয় যে ব্যক্তির থাকিবে তিনিই প্রকৃত সাধু। ৩।

শীত নিবারণের জন্য কোন কোন সাধুগাত্রে ভস্ম লেপন করেন, সম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া রাখেন অথবা প্রাণায়াম করেন। শরীর রক্ষার জন্য তাঁহাদের বিশেষ আড়ম্বর নাই। ৪।

প্রকৃত সাধু ধৈর্য্য, সহ্য, মায়া, দয়া প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত। প্রকৃত সাধুর রাগ নাই, লোভ নাই, অপর কোন কুপ্রবৃত্তি নাই। প্রকৃত সাধু নিস্কাম ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কখন কাহারো প্রতি বিরক্ত হন না। তিনি কখনো কাহারো প্রতি অনুরক্ত ও হন্ না। ৫।

সকল জাতীয় সকল শ্রেণীর সাধুকেই মান্য করি। সাধু বিধাতার বিধি ব্যবস্থা প্রচারক, জীবের ন্যায় অন্যায়ের মিমাংসা কর্ত্তা। সাধুর অবমাননা করিলে ভাগবানের অবমাননা করা হয়। রাজার কোন কর্ম্মচারীর অবমাননা করায় রাজারই অবমাননা করা হয়। ৬।

অগ্নি সর্ব্বস্থলেই অব্যক্তরূপে আছেন। তবে চকমকির পাথর, সূর্য্যমুখী পাথর কোন কোন কাষ্ঠ ও অন্য কোন কোন পদার্থ হইতে শীঘ্র প্রকাশ হইতে পারেন। চৈতন্যরূপ অগ্নি সর্ব্বস্থানেই অব্যক্তরূপে আছেন, তবে সাধুর মধ্য হইতে শীঘ্র প্রকাশিত হন। ৭।

অতি নিন্দনীয় কার্য্য করিলেও প্রকৃত সাধুর নিকট তিরস্কৃত হইতে হয় না। তিনি ঘৃণিতকে ঘৃণা করেন না। নিন্দিতকে নিন্দা করেন না। ঘৃণিত কিম্বা নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ক্রোধের উদয়ও হয় না। বরঞ্চ তাহাদের প্রতি তাঁহার দয়ার উদয় হয়। যাহাতে তাহারা আর কোন ঘৃণিত কার্য্য না করে, যাহাতে তাহারা আর কোন নিন্দনীয় কার্য্য না করে বরঞ্চ আত্মীয় ভাবে বন্ধুতার সহিত তাহারই চেষ্টা করেন। এমন ভাবে চেষ্টা করেন না যাহাতে তাহারা অপমানিত হইবার সম্ভাবনা হয়। ৮।

নদীর জলে জীবের তৃষ্ণা নিবারণও হয়। তাতে কত জীব ডুবেও মরে। তমোগুণ বিশিষ্ট সাধুসঙ্গ অতি সাবধানে করিতে হয়। তাঁহার দ্বারা ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই ঘটিতে পারে। ৯।

অগ্নির দাহ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু কাহারো সাহায্য ব্যতীত নিজে দাহ করে না। জলের শীতলতার শক্তি আছে, জল নিজে যেয়ে কাহাকেও শীতল করে না। কিন্তু বায়ু নিজেই লোকের গায়ে এসে লাগে। অগ্নিতে যেয়ে পড়িলে গাত্র দাহ হয়। জলে পড়িলে শরীর শীতল হয়। কোন কোন সাধুর কাছে গেলে তাঁরা দয়া করেন। কোন কোন সাধু জীবের কাছে এসে বায়ুর ন্যায় সেধে দয়া করেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ সাধু অথচ পরোপকার করেন। ১০।

যে চুল পেকেছে তাকে আর কাঁচা করা যায় না। অসাধু সাধু হইলে আর অসাধু হয় না। ১১।

অতি দুর্গন্ধময় পরিত্যক্ত পদার্থ সকল অত্যল্প জল বিশিষ্ট পঙ্কিল পুষ্করণীতে প্রোথিত করিলে কিছুকাল সেই সকল আরো অধিক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়। ক্রমে তাহার মৃত্তিকার সংশ্রবে দুর্গন্ধতা বিহীন হইয়া মৃত্তিকা হয়। অত্যন্ত মন্দ লোকও সাধুসঙ্গে সাধু হইতে পারে। ১২।

কাশীর গঙ্গায় কাশী নগরীর সমস্ত মূত্র পুরিষ পড়ে। কত লোক সেই গঙ্গাজল পান করে। গঙ্গা স্রোতস্বিনী বলিয়া দুর্গন্ধ হয় না। কিন্তু ঐ সকল একটী ক্ষুদ্র স্বচ্ছ সরোবরে পড়িলে তাহা এক দিনে নরককুণ্ড বিশেষ হইত; দুর্গন্ধে লোক মরিত। সাধুসঙ্গে পাপীর পাপ থাকে না। ১৩।

চিনির মঠের কাছে চিনির মঠ থাকিলে উভয়েরই কাঠিন্য থাকে। জলে মঠ রাখিলে কঠিনতা বিহীন হইয়া জলময় হয়। পাপী সংসর্গে পাপীই থাকে। পাপী সাধু সংসর্গে সাধু হয়। ১৪।

ভক্তি।

ভক্তি রক্ষা হওয়াই দুষ্কর। "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে" গঙ্গাকে রাধাকৃষ্ণ দ্রবোদ্ভবা বলা হইয়াছে, অথচ সেই গঙ্গায় পা দিয়ে স্নান করা হইতেছে। গঙ্গাভক্তি যাঁর আছে তাঁর গঙ্গায় পা দেওয়া উচিত নয়। অথচ না দিলে গঙ্গাস্নান করা হয় না। ভক্তি বড় উঁচু জিনিষ। তা সহজে লাভ হয় না। ভক্তি দুর্লভ পদার্থ, ভক্তি অমূল্য ধন। ১।

ক্রোধের সহিত কোন ব্যক্তিকে কথা বলিলে যেমন তাহারও ক্রোধ হয়, তদ্রূপ ভক্তির সহিত কাহাকেও কথা বলিলে তাহারও ভক্তি হয়। ২।

প্রত্যহ যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, তদ্রূপ প্রত্যহ যদি ভক্তির উদয় হয় তাহা হইলে ভাবনা থাকে না। ৩।

আহার ও পান করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। ভগবানকে দর্শন করিলে ভক্তির নিবৃত্তি না হইয়া বরঞ্চ তাহা বাড়ে। ৪।

ভক্তির সহিত প্রেম বিমিশ্রিত হইলে সে ভক্তিকে অশুদ্ধ ভক্তি বলিতে পার না। কারণ প্রেম অশুদ্ধ সামগ্রী নয়। কিন্তু প্রেমের সহিত কাম মিশ্রিত হইলে, সে প্রেমকে অশুদ্ধ প্রেম বলা যাইতে পারে। সকাম ভক্তিকেও অশুদ্ধ ভক্তি বলিতে পার। ৫।

সকাম ভক্তি প্রবৃত্তিমূলক। কিন্তু অসৎ প্রবৃত্তিমূলক নয়। সৎ প্রবৃত্তিমূলক। ৬।

আকাশে যতক্ষণ জল থাকে ততক্ষণ তাহা পরিষ্কারই থাকে। পৃথিবীতে পড়িয়া তাহার অধিকাংশই অপরিষ্কার হয়। উপরের জিনিষ নীচে আসিলে তাহা ঐ প্রকার দশা প্রাপ্তই হয়। স্বর্গীয় নির্ম্মলা ভক্তি পৃথিবীতে আসিলেও তাহার অধিকাংশই সমল হয়। ৭।

প্রত্যহ ক্ষুধায় আহার ও তৃষ্ণায় জল পান করিলে শরীর সুস্থ থাকে ও পুষ্ট হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রনারও নিবৃত্তি হয়। অক্ষুধায় আহার করিলে উদর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার উৎকট পীড়া হইতে থাকে। শরীরও অত্যন্ত অসুস্থ হয়। ভক্তিপূর্ব্বক জপ, ধ্যান এবং পূজায় বিশেষ উপকার আছে। অভক্তিতে ঐ সকল করিলে বরঞ্চ অনুপকারই হইয়া থাকে। ৮।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি দুষ্ট কীটেরা ভক্তিলতা নষ্ট করিলে তাহাতে আর মোক্ষ ফল ফলে না। ৯।

অন্ধকারে ভ্রম বশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া যদি বোধ হয়, ভ্রম বশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া যদি বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে সে বোধ ও বিশ্বাস ভ্রান্ত ভিন্ন অভ্রান্ত না হইলেও সে বোধ ও বিশ্বাস জনিত যে ভয়ের উদ্রেক হয় সে ভয় সত্য। অনীশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহার সেই বিশ্বাস কথনই অভ্রান্ত নহে। কিন্তু সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রসূত ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও ফলদায়ক। সে সম্বন্ধে তিলার্দ্ধ সংশয় নাই। ১০।

লৌহবর্ত্ম যেন বিধিমার্গ। ভক্তি যেন বাষ্পীয় শকট।

গোলোক বহুদূর হইলেও সেই বৈধিভক্তিরূপ শকট আশ্রয় করিয়া কত লোক অল্পকালের মধ্যে গোলোকে পৌঁছিতেছেন। ঐ ভক্তিরূপ শকট বিধিমার্গরূপ লৌহবর্ত্ম হইতে অল্প বিচলিত হইলেই বিষম বিভ্রাট ও বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। ১১।

সাধনাত্মিকভক্তি স্বাভাবিক নয়। উহা কতকগুলি ভক্তির আচরণ অভ্যাস করা মাত্র। ঐ প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরীয় জ্ঞান থাকে না। ১২।

এসংসার যে মরুভূমি। হেথায় ভক্তি জল কোথা পাবে? ভক্তি যে গোলোকের সম্পত্তি। গোলোকনাথ দিলে তবে তাহা পাওয়া যায়। ১৩।

মনুষ্যের প্রতি তোমার যে ভক্তি আছে তাহা অবিদ্যাসম্ভূত, তাহা তোমার বন্ধনের কারণ। ভগবানের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহা বিদ্যাসম্ভূত ভক্তি। ইহ জগতে সে ভক্তির তুলনা নাই। ১৪।

এক জনের আত্মজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আত্মভক্তি হইতে পারে না। ভক্তি অপরের প্রতি হইতে পারে। ১৫।

লতা কোন আশ্রয় ব্যতীত উপরদিকে উঠিতে পারে না। কতকগুলি ভক্ত অপরকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের দিকে উঠেন। ১৬।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রীয় বংশ সম্ভূত হইয়া গোপান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভক্তিমতী শবরির উচ্ছিষ্ট ফল মূল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভক্ত অতি নীচকুলজাত হইলেও অতি-শ্রেষ্ঠ বর্ণের সম্ভ্রান্তলোকেরাও তাঁহার প্রসাদ খাইতে পারেন। ১৭।

ভগবানের কথা শোনেন যিনি, ভগবানকে স্পর্শ করেন

যিনি, তাঁহার ভাগ্যের কথা আর কি কব! তিনিত সামান্য লোক নন্। তিনি যে পরমভক্ত। ১৮।

ভক্ত দ্বৈতবাদী। তিনি অভক্ত সঙ্গ ত্যাগ করেন। ১৯।

ভক্ত অভক্ত সঙ্গ পরিহার করেন। কিন্তু অভক্তকেও তিনি ঘৃণা করেন না, অভক্তেরও তিনি নিন্দা করেন না। ২০।

শিশু নিজে হাতে করিয়া খাইতে পারে না, তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। পুরোহিত পূজা করাইবেন তাঁহাদের, যাঁহারা নিজেরা পূজা করিতে অক্ষম, এবং ভক্তিহীন। ভক্তের ভগবানের পূজার সময় পুরোহিতের আবশ্যক নাই। তিনি স্বয়ং পূজা করিবেন। ২১।

মানুষ যাঁহাকে বড় ভক্তি করে, মানুষ যাঁহাকে বড় ভালবাসে, সে তাঁহাকে অগ্রে না খাওয়াইয়া নিজে খাইতে পারে না। এই জন্য বলি, দেব সেবার অগ্রে খাইতে নাই। দেব সেবা ভক্তিভাবে করা হয়। ভক্তি যাঁহার প্রতি আছে তাঁহার অগ্রে খাওয়া যায় না। ২২।

শুদ্ধভক্ত মহাপুরুষদের সংসারে নিবৃত্তি ও ভগবানে প্রবৃত্তি। ২৩।

ক্ষুধায় আহার এবং তৃষ্ণায় জল পান না করিলে যেমন চলেনা; ক্ষুধায় আহার এবং তৃষ্ণায় জলপান না করিলে যেমন কষ্ট বোধ হয় তদ্রূপ পরম ভক্তের হরির অভাবে হয়। ২৪।

বন্যার ন্যায় ভগবানে ভক্তির গতি যাঁর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উভয়ই তাঁহার ভাসিয়া যায়। ২৫।

বাঁধ দিয়া বন্যা বন্ধ করা যায় না। কাহারো ভগবচ্চরণগামিনী ভক্তির ন্যায় গতিও রোধ করা যায় না। ২৬।

IMPERIAL LIBRARY.

ভক্তি থাকিলে যে সমস্ত গুণ ও লক্ষণ থাকে, গুণাতীত ভক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল গুণ ও লক্ষণ প্রকাশিত থাকে না। এই জন্য গুণাতীত ভক্ত চেনা বড় কঠিন। তাঁহাদের কেবল ভক্তির প্রকাশে চিনিতে হয়। ২৭।

এক্ ব্যক্তির যুক্তি খণ্ডন করা যায়। কিন্তু এক্ ব্যক্তির ভক্তি খণ্ডন করা যায় না। ২৮।

এই প্রকারে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি অভেদ। শুদ্ধজ্ঞান যেন তুষার। দ্রবীভূত তুষার যেন শুদ্ধভক্তি। জ্ঞানরূপ তুষার কঠিন হইলেও তাহার মধ্যে কোমলতা, শীতলতা ও স্নিগ্ধতা আছে। ২৯।

প্রেমভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই। লৌকিক সকল সম্বন্ধই ভক্তি প্রেমাত্মক। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধও ভক্তিপ্রেমে হয়। ৩০।

শুদ্ধ প্রেমভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। শুদ্ধ প্রেমভক্তি নিত্য। ৩১।

প্রেমভক্তি সাধনায় হয় না। প্রেমভক্তি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। তোমার পিতা মাতার প্রতি প্রেম ভক্তি কি সাধনা করিয়া হইয়াছে ? ।৩২।

প্রকৃত শুদ্ধভক্ত নিজ ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তি করিবার কারণ ও ফল নির্ণয় ও স্থির করিয়া ভক্তি করেন না। প্রকৃত শুদ্ধ প্রেমিক অনুরাগী ও প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ করিবার কারণ ও ফল নির্ণয়ও স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ করেন না। তাঁহাদের ভক্তিপ্রেম অহেতুকী, নিষ্কাম ও ফলান্বেষণরহিত। ৩৩।

অশুদ্ধ ভক্তি অনেকেরই আছে। শুদ্ধ ভগবৎভক্তি খুব্ কম লোকেরই আছে। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম অল্প লোকেরই হয়। অনেকেরই অশুদ্ধ প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৪।

দয়া।

ধর্ম্মের অন্তর্গত দয়া। সেই দয়া সম্ভূত দান ও পরোপকার। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার দয়া, দান ও পরোপকারও পরিত্যাগ হইয়াছে। ১।

দয়া সম্ভূত উপকার প্রত্যুপকার পাইবার আশা করিয়া করা যায় না। ২।

যাঁহাদের মধ্যে দয়া আছে, পর দুঃখ দেখিলে স্বভাবতঃ তাঁহাদের দয়ার উদ্রেক হয়। যাঁহার প্রতি দয়া করা হয় সে সেই দয়ার পরিবর্ত্তে কিছু দিবে কিম্বা দয়া করিবে এরূপ কোন প্রত্যাশা করিয়া করা হয় না। দয়া করিবার সময় সে ভাব মনে উদিতও হয় না। ৩।

অনাথ ও অসহায় পীড়িত ব্যক্তির স্বেচ্ছায় সেবা শুশ্রূষা কর। সে দাস্যবন্ধন নহে। ৪।

দয়াবশতঃ পরোপকার করিবার ইচ্ছা হয়। ৫।

যাঁহাকে অন্যের দয়ার পাত্র হইতে হয় তাঁহার দয়া প্রবৃত্তি যত প্রবল থাকে ততই ভাল। ৬।

উপকারের যাঁহার প্রয়োজন আছে, তিনি যেন উপকার করেন। ৭।

অধিকাংশ জীবেরই নির্দ্দয়া অপেক্ষা দয়া অধিক, কারণ তাহাদের অনেক সময়েই দয়ার পাত্র হইতে হইয়াছে। যাঁহাকে যত দয়ার পাত্র অধিক হইতে হইয়াছে, তাঁহার তত অধিক দয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। ৮।

জীবের দয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার এত আপদ বিপদ, এত শোক দুঃখ, এত রোগ পীড়া, এত অপমান লাঞ্ছনা হয়। যিনি যত বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহার তত দয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহার যত শোক দুঃখ হইয়াছে, তাঁহার তত দয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহার যত রোগ পীড়া হইয়াছে, তাঁহার তত দয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহাকে যত অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাঁহার তত দয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রধানতঃ দয়া বৃদ্ধি করিবার জন্যই দয়াময় বিশ্বেশ্বর জীবের জীবনে অত প্রকার দুর্দ্দৈব ঘটান্। ৯।

অসৎ সঙ্গে থাকিলে দুর্ব্বল মন চঞ্চল হইতে পারে। অসৎ সঙ্গের দোষে তোমার নিজের চরিত্র দূষিতও হইতে পারে। একজনকে তুলিতে গিয়ে নিজে ডোবা ভাল নয়। তাহাতে অনুপকার বৈ উপকার নাই। নিজে যদি না ডুবে তাহাকে তুলিতে পার এমন তোমার সামর্থ আছে বোঝ, তবে অগাধ সলিলে ঝাঁপ দাও এবং নিমগ্ন ব্যক্তিকে তুলে নিজের দয়া প্রবৃত্তি সফল কর। ১০।

তোমার নিজের যত দিন দুঃখ যন্ত্রণা বোধ হবে, ততদিন অন্যের যন্ত্রণাও বোধ করা উচিত। ১১।

যে সর্ব্বজীবে দয়া করে সে কোন জীবহত্যা করিয়াই খাইতে

পারে না। সে কোন জীবকেই উৎপীড়ন করিতে পারে না, সে কোন জীবেরই মনোকষ্টের কারণ হইতে পারে না। সর্ব্ব জীবে দয়া অপেক্ষা সর্ব্বজীবে প্রেম শ্রেষ্ঠ। তাহাতেও ঐ সমস্ত থাকে না। ১২।

একজন ধনী কোন কোন নির্দ্দিষ্ট তিথিতে প্রত্যেক ভিক্ষুককে অনেক দান করেন। তিনি অন্যান্য দিনে প্রত্যেককে অল্পই দান করেন। তিনি যে যে তিথিতে অধিক দান করেন সেই সেই তিথিতে যে সকল ভিক্ষুক তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে তাহারাই অধিক পায়। ঐ সকল তিথি ব্যতীত যাহারা সেই ধনীর নিকটে ভিক্ষা করে তাহারা অল্প দানই পায়। কোন কোন নির্দ্দিষ্ট তিথিতে গঙ্গা স্নান করিলে গঙ্গা অধিক পুণ্য দেন। সেই সকল তিথি ব্যতীত অন্যান্য তিথিতে গঙ্গা স্নান করিলে গঙ্গা তত পুণ্য দেন না। ১৩।

দয়া বশতঃ দান করি, প্রেমে দান করি, ভক্তিতে দান করি। কিন্তু তিন প্রকার দানের তিন ভাব। ১৪।

দয়া প্রসূত দান অতি অল্পই। প্রশংসার জন্য দান অনেকেই করেন। ১৫।

প্রেম ভাব ও মহাভাব।

প্রত্যেক মনোবৃত্তির স্ফুরণই ভাব। সুবৃত্তির স্ফুরণ সুভাব, কুবৃত্তির স্ফুরণ কুভাব। ভগবান সম্বন্ধে যে কোন ভাব স্ফুরিত হয় তাকে দিব্যভাব কহে। ১।

প্রেম না থাকিলে ভাব হয় না। ভাব ব্যতীত সম্বন্ধ হয় না। সম্বন্ধের কারণ ভাব। ভাবের কারণ প্রেম। ২।

কত জড়ে জড়ে সম্বন্ধ আছে, কত অজড়ে অজড়ে সম্বন্ধ আছে। অজড়ে অজড়ে ভাবাত্মক সম্বন্ধ। জড়ে জড়ে ভাবাত্মক সম্বন্ধ নয়। ৩।

দিব্যজ্ঞান থেকে দিব্য ভাবের উদয় হয়। দিব্য ভাব এক-প্রকার নয়। দিব্য শান্তভাব, দিব্য দাস্যভাব, দিব্য সখ্যভাব, দিব্য মধুর ভাব, দিব্য শত্রু ভাব। ভগবানের প্রতি দিব্য শত্রু ভাব, রাবণ, কংশ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ছিল। ৪।

ভাব ও একপ্রকার নয়। মহাভাব ও একপ্রকার নয়। ভাব মহাভাবের উৎপত্তির কারণ প্রেম। প্রেম ব্যতীত ভাব কিম্বা মহাভাব স্ফূরিত হয় না। প্রেমময়ী রাধা কৃষ্ণময়ী রাধা। কৃষ্ণ পুরুষ। রাধা প্রকৃতি। কৃষ্ণ শক্তিমান। রাধা শক্তি। রাধা সামান্য শক্তি নন্। তিনি আদ্যাশক্তি। তাঁহার অপার মহিমা। তিনি মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহিনী। তিনি মহাভাব স্বরূপিনী। তিনি মহাভাবিনী। ৫।

ঐশ্বর্য্য ভাবে স্তব স্তুতি বন্দনা। ৬।

বাৎসল্য প্রভৃতি নানা ভাবই নানা গুণ। ঐ সকল গুণ অন্তরে এবং বাহিরে স্ফূরিত হয়। ৭।

ভগবানের প্রতি যাঁহার কোন ভাব হয়, তাঁহার নিকট ভগবান্ আনুমাণিক নহেন। যাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি ভগবানকে দর্শন স্পর্শন করেন। তিনি তাঁহাকে সম্ভোগ করেন।৮।

যাঁহার প্রতি কোন ভাব হয়, তাঁহাকে সম্ভোগ ব্যতীত উহা হয় না। ৯।

ভগবানের প্রতি কোন ভাব হইলে, সে ভাবকে দিব্যভাব বলা যায়। ১০।

প্রত্যেক ভাবে ভগবানকে সম্ভোগ করা যায়। ১১।

প্রেমাস্পদ না থাকিলে, কাহার প্রতি প্রেম হইবে? প্রেমাস্পদ ব্যতীত প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে না। প্রেমাস্পদ না থাকিলে প্রেমাত্মক নানা ভাবেরও স্ফূরণ হয় না। ভগবান না থাকিলে ভগবানের প্রতি ভক্তদের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যও মধুর ভাব হয় কেন? ভগবান আছেন তাই তাঁহার প্রতি ভক্তদের নানা ভাব হয়। ১২।

অনেক রকম ভাব আছে। অনেকেরই সে সকল ভাব মনুষ্যের প্রতি হয়। যাঁহার সে সকল ভাব ভগবানের প্রতি হয়, তিনিই ধন্য। সে সকল ভাব ভগবানের প্রতি হইলে সে সকল ভাবকে দিব্যভাব বলা যায়। ভগবানকে সম্ভোগ করিয়া তাঁহার বিরহে তাঁহার জন্য যিনি উন্মাদ হন, তাঁহাকে দিব্যোন্মাদ বলা যায়। যে দর্শন শক্তির দ্বারা ভগবানকে দেখা যায়, সে দর্শন শক্তিকে দিব্য দৃষ্টি কহা যায়। ভগবানের বিরহ জনিত যে মূর্চ্ছা, তাহাকে দিব্য মূর্চ্ছা বলি। ১৩।

এক ব্যক্তির বিদ্যা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে। এক ব্যক্তির ভক্তিভাব অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে। একের প্রেমভাব অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে। ১৪।

কিছুক্ষণ শীতল জলে নিমগ্ন থাকিলে জলের শীতলতা শক্তি কিছুক্ষণের জন্য অঙ্গে সঞ্চারিত হয়। কিছুক্ষণ অগ্নির পার্শ্বে থাকিলে, অগ্নির উত্তাপ শক্তি কিছুক্ষণের জন্য অঙ্গে সঞ্চারিত হয়। রাধাভাব সর্ব্বদেবদেবী এমন কি ব্রহ্ম ভাব পর্য্যন্ত জীবে সঞ্চারিত হইতে

পারে। যে সকল জীবে ঐ সকল অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয়, সে সকল জীব অসাধারণ জীব। ১৫।

বাৎসল্য ভাবের যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ সকলের কোনটী আচরিত না হইলে, সে সকলের কোনটীর অভাব হইলে যেমন প্রকৃত পূর্ণ বাৎসল্য ভাব নয়, তদ্রূপ মধুর ভাবের কোন আচরণ পরিত্যক্ত হইলে প্রকৃত পূর্ণ মধুর ভাব নহে। ১৬।

অধিকাংশ কলির লোকই মধুর ভাব বিশিষ্ট। মধুর ভাব শূন্য লোক কলিতে প্রায় নাই। মধুর ভাবটা কলির লোকের শীঘ্র হয়। এই জন্য "চৈতন্য চরিতামৃতে" বলা হইয়াছে কলিতে কৃষ্ণ, সখ্য ও মধুর ভাবের গোচর। দাস্য ও বাৎসল্যের গোচর নহেন। ১৭।

মাতা পিতার বাৎসল্য ভাব শুদ্ধ প্রেমাত্মক। শিশুর ও ক্ষুদ্র বালক বালিকার তাহাদের মাতা পিতার প্রতি যে ভাব, তাহাও শুদ্ধ প্রেমাত্মক। সখ্যভাবও শুদ্ধ প্রেমাত্মক। মধুর ভাব কখন ভক্তি মিশ্রিত প্রেমাত্মক হয়, আর কখন বা শুদ্ধ প্রেমাত্মক হয়। দাস্য প্রায়ই ভক্তি ভাবাত্মক হয়। কিন্তু প্রগাঢ় দাস্যভাবে ভক্তি প্রেম উভয়েরই বিকাশ দেখা যায়। ১৮।

যাঁহারা দাস্য ভক্তি ভাব আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এক্ প্রকার দাস্য ভক্তি নহে। সকল দাস্য প্রেমাভক্তেরও এক প্রকার দাস্য প্রেমাভক্তি নহে। ১৯।

ভরত ও লক্ষ্মণের শুদ্ধ দাস্য প্রেমাভক্তি ছিল। ২০।

অর্জ্জুনের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্যভাব ছিল। পরে বিশ্বরূপ প্রভৃতি দর্শনে, ঐশ্বর্য্যভাব দেখায়ে ছিলেন। তখন অর্জ্জুন তাঁহার বন্দনা করিয়াছিলেন। গীতাতে অর্জ্জুন আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের

শিষ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ২১।

শত্রুভাবও নির্হেতু নহে। হিরণ্যকশিপুর, ভগবানের প্রতি নির্হেতু শত্রুভাব ছিলনা। ভগবান্ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে বধ ক'রেছিলেন, বলিয়া ভগবানের প্রতি তাঁহার শত্রুভাব হ'য়ে ছিল। ২২।

যাঁহাতে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্তি বলা যায় না। তাঁহাকে ভক্ত বলি। যাঁহাতে ব্রহ্মভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহাকেই বা কি প্রকারে ব্রহ্ম বলিবে? ২৩।

অহঙ্কার আর মমতা অভেদ নয়। আমি আমার শরীর, মন ও মানসীক বৃত্তিগণের সহিত অভেদ নই। রাধা ও রাধাভাব এক (অভেদ) নয়। রাধা ভাব যাহার হয় তিনিই রাধা নন্। ২৪।

রাধা এক। কিন্তু রাধা ভাবের অবতরণ অনেকের হ'তে পারে। রাধা ভাব পুরুষ প্রকৃতি উভয় জাতির মধ্যেই অবতীর্ণ হইতে পারে। ২৫।

আমার কবিত্ব আছে, তাই আমি কবি বলি। প্রকৃত রাধা ভাবে কোন কোন ভক্ত আমি রাধা বলেন। ২৬।

রাধা চরিত্র পাঠে, রাধা চরিত্র শ্রবণে, অথবা রাধা চরিত্র অভিনয়ে, সকলেরই রাধা ভাব হয় না। যাহা আমি নই, তাহা আমি বোধ হওয়া বড়ই কঠিন। যাঁহার রাধা চরিত্র পাঠে, রাধা চরিত্র শ্রবণে, অথবা রাধা চরিত্র অভিনয়ে, আপনাকে রাধা বলিয়া বোধ হয়, তিনিই প্রকৃত রাধাভাব সিদ্ধ। কোন কোন রাধা-ভাব-সিদ্ধ ভক্তের রাধা-চরিত্র পঠন, শ্রবণ ও অভিনয় ব্যতীতও আপনাকে রাধা বোধ হয়। ২৭।

ব্রহ্ম ভাবে নিজে ব্রহ্ম বোধ হয়। ব্রহ্ম ভাবে বৈদিক "সন্ন্যাসী"

"সোঽহং" ও "শিবোঽহং" বলেন। অদ্বৈতবাদী "বৈষ্ণব সন্ন্যাসী" "অচ্যুতোঽহং" ও "অহং বিষ্ণুঃ" বলেন। ২৮।

যাহার কোন ভাব নাই, তাহাত জড়। অজড় ভাবহীন নয়।২৯।

তোমার পিতা মানব। তুমি পরমেশ্বরকে পিতা বলিতে পারিলে, অপরই বা তাঁহাকে মাতা বলিতে পারিবেনা কেন? সকল ভক্তেরই তাঁহার প্রতি এক প্রকার ভাব নয়। তাঁহার প্রতি নানা ভক্তের নানা প্রকার ভাব। মহা ভাবুকদিগের মতে তিনি সকল ভাবেরই ভাব্য হইতে পারেন। মহাভাবুকদিগের মতে সকল ভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ৩০।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অনেক শিষ্য ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে ~~অতি~~ভাল বাসিতেন। ভালবাসার নামই প্রেম। ৩১।

প্রকৃত প্রেম শুদ্ধ ও নিষ্কাম। প্রকৃত প্রেমিক কোন কারণে নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি রাগ কিম্বা অভিমান করেন না। প্রেমাস্পদ অসদ্ব্যবহার করিলেও ক্ষুন্ন হন না। প্রেমাস্পদ অপরকে ভাল বাসিলেও তাঁহার দুঃখ হয় না। ৩২।

প্রেম দুইপ্রকার। শুদ্ধপ্রেম ও অশুদ্ধপ্রেম। শুদ্ধ প্রেম নিষ্কাম; অশুদ্ধ প্রেম সকাম। ৩৩।

সকাম প্রেম কামনা যুক্ত। এই জন্য তাহা অশুদ্ধ। নিষ্কাম প্রেম কামনা শূন্য, এই জন্য তাহা শুদ্ধ। ৩৪।

সকাম প্রেম অশুদ্ধ। তাহাই অনেকের হয় না। ভগবানের প্রতিও কাহারো কাহারো সকাম প্রেম আছে। ৩৫।

শুদ্ধ প্রেম অতি নির্ম্মল ও নিষ্কাম। তাহা অতি দুর্ল্লভ। সে প্রেম ভগবানের প্রতি ভগবানের কৃপায় হয়। তাহা কখনো এক জীবের অপর জীবের প্রতি হয় না। ৩৬।

পরম জ্ঞান লাভ হইলে পরাভক্তি হয়। পরাভক্তির পরে প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমাভক্তির পরে শুদ্ধ প্রেম হয়। ৩৭।

গোপিদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম ছিল। তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন কৃষ্ণের সুখের জন্য। ৩৮।

স্নেহময়ী মাতা নিজ পুত্রের প্রতি স্নেহ, পুত্রের কোন সৎগুণ থাকা প্রযুক্ত অথবা কোন ভবিষ্যৎ আশা এবং কামনায় করেন না। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ আশাশূন্য, নিষ্কাম এবং কোন প্রকার সদ্‌গুণের বশবর্ত্তী নয়। মাতার স্নেহ শুদ্ধপ্রেম, তাহার সঙ্গে ভক্তির লেশ মাত্র নাই। প্রেমাভক্তির পরে পরমেশ্বরের প্রতিও ঐ প্রকার শুদ্ধ প্রেম হয়। শিশু ও বালক বালিকারাও মাতা পিতার প্রতি শুদ্ধপ্রেম। যাঁহার শিশুও বালক বালিকার ন্যায় সুপবিত্র, নির্ম্মল ও সরল স্বভাব হইয়াছে, এবং ভগবান্‌কে পিতা ও *ভগবতীকে মাতা বোধ হইয়াছে, তাঁহারও তাঁহাদের প্রতি শুদ্ধপ্রেম* হইয়াছে। শৈশব এবং বাল্য অবস্থা যে সকল সন্তান উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মাতা পিতার প্রতি প্রেমাভক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরাভক্তির পরে ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি হয়।৩৯।

গুণের বিনিময়ে ভালবাসা হয় না। ভালবাসার বিনিময় নাই। ভালবাসা অমূল্য। যে ভালবাসে সে কেন ভাল বাসে তার কারণ জানে না। যাকে ভালবাসে সেও ভালবাসার কারণ জানেনা। ভালবাসা নির্হেতু। ৪০।

কাহারো প্রতি কেহ প্রেম স্বেচ্ছায় করিতে পারেনা। প্রেম ত স্বেচ্ছাচারের সামগ্রী নয়। যাহার প্রতি প্রেম হয়, স্বভাবতঃ হয়। ভালবাসা সাধনায় হয় না, ভালবাসা চেষ্টায় হয় না। ভালবাসা যে স্বাভাবিক; তাহা যে স্বতঃসিদ্ধ। ৪১।

কোন জীব জন্তুই প্রেম না করিয়া থাকিতে পারেনা। তুমি ক্ষুধায় আহার কর, শরীর রক্ষার জন্য। শরীরের প্রতি তোমার প্রেম (ভালবাসা) না থাকিলে তুমি আহার করিতে না। পিপাসায় জল পান কর শরীরের প্রতি প্রেমে। পীড়ায় ঔষধ সেবন কর শরীরের প্রতি প্রেমে। তুমি স্বাভাবিক সমস্ত কার্য্যই প্রেমে কর। ৪২।

বর্ষায় যত বারি বর্ষণ হয়, শুষ্কপুষ্করিণী শুষে লয়। পুষ্করিণীর ভিতরে ভিতরে জল প্রবেশ করিলে তবে উপরে জল দাঁড়ায়। ভিতরে প্রেম না হইলে উপরে প্রেমাশ্রু দেখা যায় না। ৪৩।

প্রেমের প্রধান অঙ্গ অনুরাগ। প্রকৃত প্রেমিকের নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি বিরাগ হয় না। প্রেমাস্পদের বিরহে প্রেমিকের আরো অধিক অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। ৪৪।

প্রেমে মন প্রশস্ত হয়; প্রেমে দিল্ দরিয়া হয়। প্রেমে কুটিলতা, জটিলতা, গাম্ভীর্য্য, দুষ্টতা, কপটতা, চাতুর্য্য, কঠোরতা নাই। প্রেমে সরলতা, উদারতা, উন্মাদ, মত্ততা, বালকত্ব, পবিত্রতা, চিত্তনির্ম্মালা, সন্তোষ, সুখ, আনন্দ ও শান্তি আছে। ৪৫।

প্রেম কার্য্যে, প্রেম আচরণে। প্রেম কেবল মৌখিক কথায় হয় না। অধিক প্রেমে বাক্‌রোধ, কথা চলেনা। ৪৬।

প্রেমে একজনের বিরহ অপর এক জন বোধ করেন। ৪৭।

প্রেমের বিরহ আশাময়। ৪৮।

প্রেমাত্মক নানা সম্বন্ধ। প্রেম ব্যতীত কোন সম্বন্ধই হয় না। ৪৯।

ক্ষুধা নিবৃত্তি যে সকল সামগ্রীতে হয়, তৃষ্ণা নিবৃত্তি সে সকলে হয় না। তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য জলের আবশ্যক হয়। ভগবানের

প্রতি যাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে, ভগবান ব্যতীত অপর কোন সামগ্রী পাইলে তাঁহার আনন্দ হয় না। ৫০।

কেবল ঈশ্বরে যাঁর অনুরাগ আছে, তিনিই প্রকৃত সুখী। তাঁহার কখনও অসুখ হয় না। ৫১।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল সামগ্রী নিয়োজিত হইয়াছে সে সকলের উৎকৃষ্টতা এবং নিকৃষ্টতার বিচার করিও না। সে সকলের তারতম্য নির্দ্দেশ করিও না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ভাল, ভক্ত ও ভাল, প্রেম ও ভাল, প্রেমিক ও ভাল, কোন প্রকার উপদেশ ও ভাল। ঈশ্বর সম্বন্ধে কি যে মন্দ তাহা আমি বলিতে পারি না। ৫২।

প্রেমিকের চক্ষে প্রেম এবং প্রেমাস্পদ যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, প্রেম এবং প্রেমাস্পদ যেন নির্দ্দোষ নিরপরাধী। ৫৩।

কোন কোন মহা প্রেমিক প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত ও সুস্থির। কতকগুলি প্রেমিক লবণ সমুদ্রের ন্যায় অস্থির ও চঞ্চল, তাঁহাদের ভিতর থেকে কত ভাব মহাভাবরূপ বড় বড় তরঙ্গ সকল উঠিতে থাকে। ৫৪।

জীবের রূপ গুণ ভগবানের সৃজিত। সুতরাং তাঁহার ঐ দুয়ে মুগ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অথচ তাঁহার জীবের প্রতি যতপ্রেম এত প্রেম আর কাহারই নাই। তাঁহার সেই প্রেম হেতু শূন্য ও নিষ্কাম। ৫৫।

দ্বিতীয় অংশ।

জীব তত্ত্ব।

যেমন বহুদেহ আছে, তদ্রূপ বহু জীবাত্মাও আছে। পরমাত্মা এক্; তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাশ্রয়। ১।

জীবের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। জীবের ইচ্ছায় সমস্ত হয় কাহারো বোধ হয় না। যিনি বলেন জীবের ইচ্ছায় সমস্ত হয় তিনি নিতান্ত মুঢ় ও মির্থ্যাবাদী। ২।

নিরানন্দে থাকে, অসুখে থাকে, অশান্তিতে থাকে কাহার ইচ্ছা? যদ্যপি জীব ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে জীব ঐ সকল নিবারণও করিতে পারিত। ঐ সকল ঘটাবার কর্ত্তা যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। ৩।

বহুবোধ ও দর্শন যতক্ষণ কর, ততক্ষণ তুমি জীব। ৪।

যেমন নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে তদ্রূপ নানাজাতীয় জীবও আছে। প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষ অনেক আছে। প্রত্যেক জাতীয় জীব অনেক আছে। ৫।

এক প্রকার আস্বাদনের বোম্বায়ে আঁবের গাছ একাধিক আছে। সেই রূপ এক প্রকার জীবাত্মা একাধিক থাকিবেন তার আর আশ্চর্য্য কি? ৬।

তুমিই পরমাত্মা ব্রহ্ম হইলে তুমি আবার লয় হইবে কিসে? তুমি জীবাত্মা এই জন্য তোমার লয় পরমাত্মায় হবে। ৭।

জীব নিত্য হইলে তাহার লয় কিম্বা নির্ব্বাণ হইবে কেন? ৮।

জীব একেবারে সত্যবাদী হইতে পারেনা। তবে কোন জীব অধিক মিথ্যা কথা কহে। আর কেহ বা অল্প কহে। কেহ জানত অধিক মিথ্যা কহে, কেহ জানত অল্প মিথ্যা কথা কহে, কেহ অজানত অধিক মিথ্যা কথা কহে, আর কেহ বা অজানত অল্প মিথ্যা কথা কহে। ৯।

দুঃখ কামনা করা জীবের স্বভাব নয়। দুঃখ আসিলে অগত্যা ভোগ করে, জীবের স্বভাব সুখ কামনা করা। ১০।

জীবের নিজেকেই বিশ্বাস নাই। সে অপর কাহাকে বিশ্বাস করিবে! আত্মপ্রত্যয় (নিজেতে বিশ্বাস) শিবত্বে হয়। ১১।

যাহার নিজেতে বিশ্বাস আছে তিনি কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে না জানিতে পারেন। ১২।

কোন্ জীব বলিতে পারে তাহার বর্ত্তমান স্বভাব চিরকাল থাকিবে? তবে জীবের আত্মপ্রত্যয় আছে কি প্রকারে বলিব? ১৩।

সকল জীবই প্রায় স্বার্থপরতন্ত্র। তাহারা পরার্থে যেসকল কার্য্য করে সে সমস্তও আপনাদিগের স্বার্থের জন্য করে। স্বার্থশূন্য জীবত দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ভগবান জীবদেহ ধারণ করিয়া যদি নিঃস্বার্থ হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনিই তাহা হইতে পারেন। ১৪।

পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছায় নির্গুণ হন্। পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছায় সগুণ হন্। কিন্তু জীব নিজের ইচ্ছানুসারে সগুণ নির্গুণ হইতে পারে না। জীব নিজের ইচ্ছানুসারে সক্রিয় নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। জীব সম্পূর্ণ পরাধীন। ১৫।

নিত্য সুখ শান্তি কোন জীবেরই নাই। ১৬।

পরমাত্মার ইচ্ছায় জীবের বারম্বার শরীর ধারণ হয়। জীব তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন। ১৭।

ও ব্যক্তির বিদ্যা নাই, ওকে বিদ্যান্ বলিনা। ও শিক্ষা প্রভাবে বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, উহাকে বিদ্যান্ বলিতে হইবে। অভক্তের ভক্তি হইলে তাহাকে ভক্ত বলি। ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনের ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলি। ধন হীনের ধন হইলে তাহাকে ধনী বলি। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিশেষ গুণ থাকার জন্য তুমি জীব। সে গুলি যখন তোমাতে ছিলনা তখন তুমি জীব ছিলেনা। লোভ যার আছে, তার লোভী উপাধি আছে। বিদ্যা যার আছে, তার বিদ্যান্ উপাধি আছে। ভক্তি যার আছে, তার ভক্ত উপাধি আছে। জ্ঞান যাঁর আছে, তাঁর জ্ঞানী উপাধি আছে। যে সকল গুণ থাকিলে জীব বলা হয়, সেই সকল গুণ যাঁর আছে, তাঁহারই জীব উপাধি আছে। ১৮।

পরব্রহ্মের কোন নাম কোন জীবের হওয়া উচিৎ নয়। তবে তাঁহার প্রত্যেক নামের সঙ্গে দাস শব্দ সংযুক্ত হইলে হইতে পারে। ১৯।

একেবারে স্নেহ বিহীন কোন জীবই নয়। জীবের স্বভাবতঃ যাঁহাদের প্রতি স্নেহ থাকে তাঁহাদের প্রতি একেবারে কাহারো স্নেহ না থাকিলে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি অসাধারণ এবং ভগবানের বিশেষঃ অনুগৃহীত ও কৃপাপাত্র। ২০।

অহঙ্কার।

যেমন একটা শরীর, তার নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তদ্রূপ শরীরের অভ্যন্তরে একটা অহঙ্কার শক্তি আছে; তাহারও নানা প্রকার শক্তি আছে। ১।

বৃক্ষ যেমন ফল, পুষ্প, পত্র, রস, বল্কল এবং নানা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, তদ্রূপ অহঙ্কারও নানা শক্তি বিশিষ্ট। অহঙ্কার নানা ইচ্ছাও নানা প্রকার ক্রীয়া সম্পন্ন। দশেন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিও এক অহঙ্কার হইতে বিকাশিত হয়। দশেন্দ্রিয়ের কার্য্য কলাপ এক অহঙ্কারের বিবিধ স্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয। ২।

সদসৎ দুই প্রকার অহঙ্কার আছে। সদহঙ্কারে কাহারো অনিষ্ট হয় না। সদহঙ্কারে দিব্যজ্ঞান, ভগবৎভক্তি, ও প্রেম প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ থাকে। সে সকলে নিজের এবং অন্যের অপকার না হইয়া ববঞ্চ উপকারই হইতে থাকে। তবে এমন সৎ অহঙ্কার ধ্বংস না হইয়া, থাকাই ভাল। অসদহঙ্কারে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের অনুকূল প্রবৃত্তি সকল স্ফূরিত হইতে থাকে। সে অহঙ্কার নষ্ট হওয়াই ভাল। ৩।

অহঙ্কার ব্যতীত ব্রহ্ম আছেন ও তিনি নিত্য সত্য বা অপর কিছু তাহাও নির্ব্বাচিত হয না। তখন অহঙ্কার সামান্য নয়। যে অহঙ্কার ব্যতীত নিত্য সত্য ব্রহ্ম আছেন বোধ হয় না, সে অহঙ্কার কখন অস্তিত্ব বিহীন অসত্য ও অনিত্য নয়। ৪।

অহঙ্কারের দুহিতা মমতা। যেমন পিতামাতা না থাকিলে সন্তান হইতে পারে না, তদ্রূপ অহঙ্কার অভাবে মমতার উৎপত্তি অসম্ভব। ৫।

অহঙ্কার অব্যক্ত হইলে নিজের অস্তিত্ববোধকজ্ঞান পর্য্যন্ত অব্যক্ত থাকে। নিজের অস্তিত্ববোধক জ্ঞান অব্যক্ত হইলে দিব্যজ্ঞানও অব্যক্ত হয়। ৬।

আমি আছি বোধশক্তির অভাব হইলেই অহঙ্কারশক্তি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। ৭।

ক্ষুধা থাকিলে খাদ্যের প্রতি আসক্তি হয়, না থাকিলে হয় না। কাম থাকিলে পুরুষের প্রকৃতির প্রতি ও প্রকৃতির পুরুষের প্রতি আসক্তি হয়, নতুবা হয় না। অহঙ্কার না থাকিলে সদসৎ কোন বৃত্তিরই উত্তেজনা হয় না। "অহং," সুখদুঃখ উভয় বোধেরই কারণ। ৮।

যখন আমার রাগের প্রকাশ হয়, তখন আমি রাগী। যখন আমার রাগের প্রকাশ থাকে না, তখন নীরাগী। তখন আমার ভিতর রাগ আছে, আমি তাহাও বোধ করি না। যখন ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মক নানা কার্য্য করেন, তখন তিনি সগুণ। যখন তিনি কোন গুণাত্মক কার্য্য করেন না, তখন তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ৯।

অহঙ্কার ব্যতীত ত্রিগুণ ও কোন প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ হইতে পারে না। অহঙ্কার বিবিধ ক্রিয়াসম্পন্ন ও ত্রিগুণাত্মক। নিরহঙ্কার নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ১০।

আমি হাগি, আমি মূতি, আমি খাই, আমি জল পান করি, প্রভৃতি কথায় বলি, কার্য্যেও করি। সুতরাং আমি আছি। আমি আমাকে দেখি, আর না দেখি, আমি আছি। আমি কি জানি, আর না জানি, আমি আছি। ১১।

অহঙ্কার ব্যতীত আমি আছি বোধ থাকে না। আমি আছি

বোধ না থাকিলে, অপর কিছু আছে বোধও থাকে না। ব্রহ্ম আছেন বোধও থাকে না। অহঙ্কার ব্যক্ত থাকিলে আমি আছি বোধ থাকে। অপর সমস্ত আছেও বোধ থাকে। ব্রহ্ম আছেন ও বোধ থাকে। ১২।

মন কর্ত্তা নহে। কর্ত্তা আমি। আমি আত্মা, মন নই। সুবাসনা কুবাসনা আমি করি, মন করে না। মনও স্থূলদেহের ন্যায় যন্ত্র। আমি না করিলে দেহ যেমন নিজে কিছু করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি না করিলে মনও কিছু করিতে পারে না। আমি কোন কার্য্য না করিলে, স্থূলদেহের ন্যায় মনও জড়। আমি শক্তিমান্, সগুণ, সক্রিয়, যন্ত্রী ও কর্ত্তা। ১৩।

সুখদুঃখ-ভোগ আমি করি, দেহ করে না। আমি দেহ ত্যাগ করিলে তাহার ত সুখদুঃখ উভয়ই থাকে না। সকল প্রকার বোধ আমি করি, দেহ ও মন করে না। ১৪।

শোক-দুঃখে, বিপদ্-দারিদ্র্যে ও শারীরিক পীড়াজনিত যন্ত্রণায় আমাদের অহঙ্কার খর্ব্ব কিম্বা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। ভগবৎ অহঙ্কার কিছুতেই খর্ব্ব হয় না। সেই অহঙ্কারে সর্ব্ব কর্ম্মই সম্পন্ন হইতেছে। সেই অহঙ্কারই প্রকৃত অহঙ্কার। ১৫।

পরমেশ্বরের মতন কাহারো অহঙ্কার নাই। তাঁহার অহঙ্কার খর্ব্ব কিছুতেই হয় না। তাঁহার অহঙ্কার অনাদিকাল হইতে আছে। তাঁহার অহঙ্কার কখন যাবে না। জীবের অহঙ্কার অনিত্য অহঙ্কার। তাহা চিরস্থায়ী নয়। শোক দুঃখ বিপদে, রোগ পীড়ায় তাহা খর্ব্ব ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়। সে অহঙ্কারের গৌরব কি? "পরমেশ্বরের অহঙ্কারই মহীয়ান্, পরমেশ্বরের অহঙ্কারই গৌরবের অহঙ্কার। ১৬।

আমার বোধ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমি নিরহঙ্কার হইতে পারি না। আমি বোধ শূন্য হইলে আমার মমতাও থাকে না। ১৭।

আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সত্য। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সকলের বোঝা উচিৎ ছিল। সকলে ভুল বুঝিয়াছে, সকলে ভ্রান্ত। তা'রা আমার মতন ঠিক্ বোঝে না কেন? আমি যদি তা'দের পাই ঠিক্ যাহা, তাহা বুঝাইয়া দি, এই প্রকার ধারণাসম্ভূত আলোচনার জনক, অহঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ প্রকার ধারণা নাই এমন খুব কম লোকই আছে। এ প্রকাব আলোচনায় রত নাই, এমন খুব কম্ লোকই আছে। ১৮।

যাঁহাদের অধিক ধন ও সম্ভ্রম আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অহঙ্কারী ও অজ্ঞান হন্। ঐ সকল লোক দৈবাৎ কোন সাধুর কাছে গেলে সাধু তাঁহাদের অধিক যত্ন করেন। কারণ তাঁহারা সজ্ঞান ও নিরহঙ্কার হইলে, তাঁহাদের অর্থের অনেক সংব্যয় হইবে। তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিরাও তাঁহাদের উদাহরণ ক্রমে অনেকেই সৎ হইবে। এক জন নির্ধন ব্যক্তির অনুগত কেহই হইতে চান না। ধনীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক অনুগত। ১৯।

মনস্তত্ত্ব।

মন নিরাকার। কারণ কোন বিষয়ে মনোযোগ হইলে তাহাকে দেখি না। দেখি কেবল তাহার কার্য্য সকল। ১।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার।• স্থূল ইন্দ্রিয় এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। স্থূল ইন্দ্রিয় দশ। সেই দশের মধ্যে আবার সূক্ষ্ম দশেন্দ্রিয় আছে।

মন দশেন্দ্রিয় ব্যতীত এক ইন্দ্রিয়। কিন্তু তাহা স্থূল ইন্দ্রিয় নয়, তাহা কোন স্থূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও থাকে না। তাহা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। ২।

তিন প্রকার মন। উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম মন যেন শুষ্ক কাষ্ঠ, তাহাতে অতি শীঘ্র জ্ঞানরূপ অগ্নি ধরান যায়। মধ্যম মন অঙ্গার (কয়লা) তাহাও কিছু কষ্টে ধরান যায়। অধম মন ছাই, তাহা কোন প্রকারেই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ধরান যায় না। ৩।

দুই প্রকার মানসিক কার্য্য আছে। কতকগুলি মনেমনেই সম্পন্ন হয়, আর কতকগুলি নানা স্থূলাশ্রয়ে সম্পাদিত হয়, কিন্তু সেগুলি সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে মনে উদিত হয়। ৪।

মনোকষ্ট এক প্রকার নয়। শরীরে কোন ব্যাধি হইলে কিম্বা আঘাত লাগিলে যে মনোকষ্ট হয়, তাহাকে শরীর সম্বন্ধীয় মনোকষ্ট বলা যাইতে পারে। কোন স্বজনের বিয়োগে তাঁহার শোকজনিত মনোকষ্ট হয়। কোন মানী লোককে অপমান করিলে, তাঁহার মনোকষ্ট হয়। অধিক দারিদ্র্য বশতঃ নিজের ও পরিজনবর্গের অন্নকষ্ট হইলে মনোকষ্ট হয়। কোন দুর্লভ সামগ্রীর প্রতি লোভ হইলে তাহা না পাইলে মনোকষ্ট হয়। কেহ নির্দ্দয়রূপে ভয়ানক প্রহার করিলে মনোকষ্ট হয়। তর্কে পরাজিত হইলে মনোকষ্ট হয়। ভগবানকে যাঁহারা চান, তাঁহারা তাঁহাকে না পাইলে মনোকষ্ট হয়। মানুষের নানা কারণে নানাপ্রকার মনোকষ্ট হইতে পারে। ৫।

লোক "আমার মন" বলে; কিন্তু আমি মন বলে না। সুতরাং মন আমি নই। মন আর আমি অভেদও নই। ৬।

তরী এবং তাহার আরোহীগণের পক্ষে নদী নিরাপদ নয়। তরী ডুবিলেই আরোহী ডোবে। সংসার-সমুদ্রে মন ডুবিলেই সৎবৃত্তিরূপ আরোহীরাও ডোবে। যতক্ষণ না তরী ডোবে, ততক্ষণ আরোহীরা বেস্ থাকে। মন সংসারে যতক্ষণ না ডোবে, ততক্ষণ সৎমনোবৃত্তিরাও বেস্ থাকে। ৭।

মন কখনো খালি রেখো না। রাখিলেই কুচিন্তা আসিবে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন না কোন বিষয়ে মনকে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত রাখিবে। ৮।

মন থাকিতে মন প্রবৃত্তি হীন হইতে পারে না। শান্তি বোধও মনে। একেবারে সমস্ত মানসিক বৃত্তির নিবৃত্তি হইলে তাতে শান্তি বোধও হয় না। ৯।

বর্ণ ও বর্ণ বিকৃতি।

“পাতঞ্জল দর্শনের” সাধন-পাদের চতুর্দ্দশ সূত্র অনুসারে জানা যায়, পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্মাশয় প্রভাবেই জীবের বারম্বার জন্ম মৃত্যু হয়, পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্মাশয় প্রভাবেই জীবের নানা সময়ে নানা প্রকার জাতি হয়। ১।

ব্রাহ্মণ বেদকণ্ঠ, ব্রাহ্মণ দিব্য জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ সচৈতন্য পুরুষ। ২।

কোন ব্রাহ্মণের কন্যা কুলটা হইলে, তুমি তাহাকে আর ব্রাহ্মণী বলিতে পার না। প্রকৃত ব্রাহ্মণীকে যে প্রকার মান্য কর, তাহাকে সে প্রকার মান্যও কর না এবং করাও উচিত নয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যে সকল সৎগুণে বিভূষিত, ব্রাহ্মণ-পুত্রের যদি সে সকল সৎগুণ ও সৎস্বভাব না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে তুমি

কথনই ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিতে পার না। ৩।

ব্রাহ্মণের ছেলে "খ্রীষ্টান" কিম্বা "মুসলমান" হইলে তাহাকে কি তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে বোলে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান করিবে? প্রকৃত ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে অব্রাহ্মণগণের অপরাধ আছে। অব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত কোন সম্প্রদায়ের "সন্ন্যাসী" নন। ৪।

ক্ষত্রিয় কুলে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি সকল ক্ষত্রিয়কে কৃষ্ণের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে? ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যিনি গুণে ব্রাহ্মণ, যাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহাকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি কেন করিবে? ৫।

ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইলেই বরাবর ব্রাহ্মণ থাকা যায় না, কত ব্রাহ্মণ বংশীয় "খ্রীষ্টান" ও "মুসলমান" হইয়াছেন। তবে কোন ব্রাহ্মণ বংশীয়, শূদ্রবৎ আচরণ করিলেই বা শূদ্র হইবেন না কেন? ৬।

নর জাতির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পণ্ডিত হইবেন তাঁহাকেই পণ্ডিত বলিতে হইবে, সেই জাতির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি চিকিৎসক হইবেন, তাঁহাকেই চিকিৎসক বলিতে হইবে। সেই জাতির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ হইবেন, তাঁহাকেই সঙ্গীত নিপুণ বলিতে হইবে। সেই জাতির মধ্যে যাঁহার সাধুতা থাকিবে তিনিই সাধু। সেই জাতির মধ্যে যে সকল গুণে ব্রাহ্মণ হয়, সেই সকল গুণ যাঁহার থাকিবে তিনিই ব্রাহ্মণ। ৭।

শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন, শাস্ত্রমতে

ব্রাহ্মণের যে সমস্ত কার্য্য করা কর্ত্তব্য, ইদানী যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সে সমস্ত গুণ নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য কলাপ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন। বর্ত্তমান কালে গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করা অতিশয় দুষ্কর। অধুনা মুখ হইতে কোন ব্রাহ্মণেরই উৎপত্তি দেখি না। অধুনা সকল বর্ণই একস্থান হইতে উৎপন্ন হন। প্রকৃত কথা বলিতে কি অধুনা শাস্ত্র সম্মত কোন বর্ণই দেখিতে পাই না। তবে "বর্ণশঙ্কর" অনেক দেখি বটে। ৮।

বেদব্যাস ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ নন, কারণ তাঁহার মাতা, তাঁহার পিতার ক্ষেত্র ছিলেন না। বেদব্যাস ব্রহ্মকে জানিতেন, এই জন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। তিনি প্রকৃত বেদ সম্মত ব্রাহ্মণ। ৯।

নন্দঘোষ গোপ ছিলেন। "ভাগবতে" তাঁহাকে বৈশ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গে গোপ শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। পশ্চিম ভারতে বণিক বৈশ্য, কিন্তু বঙ্গে বণিককেও শূদ্র বলা হয়। হীন কার্য্যের জন্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যদি শূদ্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে হীন কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণই বা শূদ্র হইবেন না কেন? যদি অধম ক্রিয়া অনুসারে ক্ষত্র এবং বৈশ্য শূদ্র হইয়া থাকেন; তাহা হইলে ব্রাহ্মণের মত উত্তম ক্রিয়া অনুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রই বা ব্রাহ্মণ হইবেন না কেন? কার্য্য ও গুণ অনুসারে জাতি বিভাগ অত্যন্ত সঙ্গত। বল্লাল সেনও গুণ অনুসারে কুলীন মৌলিক দুই শ্রেণী করিয়াছেন। ১০।

পুরাণের মতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পৃথক্ পৃথক্

লক্ষণ ও গুণ আছে। যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও গুণ না থাকিলে, কি প্রকারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইবে? যাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, তাঁহার ক্ষত্রিয়ের গুণ ও লক্ষণ থাকা চাই। যাঁহাকে বৈশ্য বল, তাঁহার বৈশ্যের গুণ ও লক্ষণের অভাব হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে বৈশ্য বলা যাইবে? শূদ্রের গুণ ও লক্ষণ যাহাকে শূদ্র বল তাহার থাকা আবশ্যক। ১১।

পৃথিবীতে নানা জাতি আছে। যে কোন জাতীয় মনুষ্য সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে জানিবেন, তাঁহাকেই সেই ভাষার পণ্ডিত বলিতে হইবে। যে কোন জীতীয় মনুষ্য দিব্য জ্ঞান লাভ করিবেন, তাঁহাকেই দিব্য জ্ঞানী বলিতে হইবে, কিন্তু যে জাতীয় মনুষ্য দিব্য জ্ঞানী হইবেন, সেই জাতীয় সমস্ত মনুষ্যকেই দিব্য জ্ঞানী বলিব না। "মুসলমান" ভক্ত হইলে তাঁহাকেও ভক্ত বলিতে হইবে, কিন্তু অভক্ত "মুসলমানদের" ভক্ত বলিব না। "শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী" যবন হরিদাস মুসলমান ছিলেন, কিন্তু ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কত মান। "চৈতন্য ভাগবতে" ও "চৈতন্য চরিতামৃতে" তাঁহাকে "হরিদাস ঠাকুব" ও "ব্রহ্মার অবতার" বলা হইয়াছে। কবির জোলা ছিলেন। তিনি রামভক্ত বলিয়া অদ্যাবধি সেই কবিরের তোড়ানী "শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে" সকল জাতিকেই খাইতে হয়। যে "গুরু রামানন্দকে" রামের অবতার বলা হয়, তিনি কবিরের গুরু ছিলেন। ১২।

মৃত্যু।

মৃত্যু যাহাকে বল, সে অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়গণ থাকে। সে অবস্থায় তাহারা স্থূল শরীরের সঙ্গে নিঃসম্বন্ধ হ'য়ে "সূক্ষ্ম শরীরে" থাকে। স্থূলের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের নিঃসম্বন্ধতাই মৃত্যু। ১।

জীব স্থূল শরীরও বটে, সূক্ষ্ম শরীরও বটে। মৃত্যুকালে জীবের স্থূল দেহ ত্যাগ হয়। স্থূল দেহ ত্যাগই মৃত্যু। স্থূল দেহ ত্যাগের পরে জীব কেবল সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করে। জীব যখন শিবে লয় হয়, তখন তার সূক্ষ্ম দেহও নষ্ট হয়। ২।

তুমি দেখিতেছ আমার এই দেহ চলিতেছে, বলিতেছে, নানা কার্য্য করিতেছে। বাস্তবিক আমার অভাবে ইহা কিছুই করিতে পারে না। তখনই ইহার সমস্ত কার্য্যের নিবৃত্তি হয়; সেই নিবৃত্তিকেই মৃত্যু বলি। সেই নিবৃত্তিকে এক প্রকার নির্ব্বাণ বলা যায়। এই জন্য কোন কোন মহাত্মার মতে মৃত্যুই নির্ব্বাণ। ৩।

জল আর অগ্নির অভাব হইলে শীতলতা শক্তি ও দাহিকাশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে পারে না; কিন্তু মৃত্যু হইলে দেহ থাকে, অথচ দৈহিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ দেখি না। তুমি মৃত্যু যাহাকে বল, তাহা জীবাত্মার বিনাশ নয়। কিন্তু তাহা জীবাত্মার দেহ ত্যাগ। তাহা যে জীবাত্মার দেহত্যাগ তাহা দিব্যজ্ঞান ব্যতীত জানা যায় না। ৪।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পন পিণ্ডদানের বিধি অনুসারে জানা যায়, মৃত্যু অর্থে নাশ নয়। যাহার নাশ হয়, তাহার উদ্দেশে ঐ সকল করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। মৃত্যু মানে দেহ ত্যাগ; এইজন্য যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে সে সকল, সে ব্যক্তির প্রাপ্ত হয়, সে সকল সে ব্যক্তির প্রীতির কারণ হয়। ৫।

তৃতীয় অংশ।

তপস্যা।

তপস্যার প্রধান অঙ্গ তিতিক্ষা। ১।

শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা সমান ভাবে যাঁহার শরীরে সহ্য হয়, তিনিই প্রকৃত তিতিক্ষাশীল। ঐ ভয়ানক তিন ঋতু যিনি সহিতে পারেন, তিনি অবশিষ্ট তিন ঋতুও সহিতে পারেন। ২।

ভয়ানক শীতের সময় অনাবৃত শরীরে কুস্তি কিম্বা অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিলে শীত বোধ হয় না। অত্যন্ত শীতের সময় উলঙ্গ হইয়া নানা প্রকার যোগাসন ও ধ্যান অভ্যাস করিলেও শীত বোধ হয় না। ঐ সকল অভ্যাসকালে শীত বোধ না হওয়া তিতিক্ষা নয়। প্রকৃত তিতিক্ষাশীল ভয়ানক শীতের সময়ে অনাবৃত শরীরে ঐ সকল অভ্যাস না করিলেও তাঁহার শীত বোধ হয় না। ৩।

পুত্রকলত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গের প্রতি যাঁহার মমতা আছে, তাঁহাকে তাহাদের প্রতি স্নেহ বশতঃ তাহাদের ভরণপোষণের জন্য উপার্জ্জনও করিতে হয়, গৃহেও বাস করিতে হয়, এইজন্য তাঁহাকে গৃহস্থ বলা হয়। একেবারে মমতা বিহীন যিনি হইয়াছেন, তাঁহার শরীর তিতিক্ষাশীলও হইয়াছে, এইজন্য তাঁহার গৃহেরও আবশ্যক হয় না; সুতরাং সে অবস্থায় তিনি বৃক্ষমূলেও বাস করিতে পারেন। প্রকৃত তিতিক্ষাশীল পুরুষের শরীরে সমান ভাবে ষড়ঋতুই সহ্য হয়, তিনি কোন অবস্থাতেই অধীর হন না, তিনি যে নির্ব্বিকারপুরুষ, তিনি যে নিরঞ্জন হইয়াছেন। ৪।

ত্রিতাপে যে তপস্যা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা কি পঞ্চতপার তপস্যা অধিক বিবেচনা কর? ৫।

সিদ্ধতপস্বী ও সাধক তপস্বীতে অনেক প্রভেদ। সিদ্ধ তপস্বী ভয়ানক শীতকালে নদীর মধ্যে অহোরাত্র নিমগ্ন থাকিলেও তাঁহার শীত বোধও হয় না এবং কোন প্রকার উৎকট পীড়াও হয় না। ষড় ঋতুর কোন ঋতুই তাঁহার কষ্টের কারণ হয় না। তিনি সকল ঋতুই সমান বোধ করেন। সাধক তপস্বীর পক্ষে সকল ঋতুই সমান নয়। অধিক শীতে জলমগ্ন থাকিলে, তাঁহার শ্লেষ্মা ঘটিত কোন উৎকট পীড়াও হইতে পারে। ৬।

সিদ্ধ তপস্বির শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন কষ্ট বোধ নাই। প্রকৃত তপস্বী দেহে থাকিয়াও বিদেহী। কাশীখণ্ডের হরিকেশ, মহাদেবের কৃপায় সিদ্ধ-তপস্বী হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বল্মীক হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। ৭।

যোগ।

"শিবনামামৃত ব্যাকরণের" মতে শিবের সঙ্গে জীবের সন্ধি হইতে পারে। সেই সন্ধির নামই যোগ। সেই সন্ধির অবস্থায় জীব শিব মিলিত হইলেও উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। ঐ প্রকার সন্ধির অবস্থায় জীবের অস্তিত্বের লোপ হয় না। ১।

যোগ এক প্রকার শক্তি। যে শক্তি প্রভাবে জীবাত্মা পরমাত্মায় যুক্ত হন। জীবাত্মা পরমাত্মার যুক্তাবস্থার নাম অধ্যাত্মযোগ। অধ্যাত্মযোগ অনির্ব্বচনীয়, তাহা বাক্যে বলা যায় না। ২।

জীবেতে শিবেতে যে শক্তি প্রভাবে যোগ হয়, তাঁহাকেই সন্ধ্যা শক্তি বলা যায়। সেই সন্ধ্যা শক্তিরই এক নাম যোগা শক্তি। ৩।

ব্রহ্মসাযুজ্য নির্ব্বাণও নয়, লয়ও নয়। সাযুজ্য অর্থে যোগ। দুটো বিভিন্ন জিনিষে পরস্পর যোগই উভয়ে ঐক্য নহে। জীব ব্রহ্মে যোগই (সাযুজ্যই) জীব ব্রহ্মে ঐক্য নয়। ৪।

কামারের হাপরের অগ্নিতে লৌহ অগ্নি হইলেও লৌহ থাকে, তাহা কেবল মাত্র অপর অবস্থাপন্ন লৌহ। তাহা হইতে অগ্নি নিভিলে সে কেবল লৌহ। অগ্নি হইলে উভয় মিলিত। ঐ প্রকারে জীবত্ব ও শিবত্ব এক সঙ্গে থাকিতে পারে। কথন যোগাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মা এক হন, কথন অযোগাবস্থায় উভয়ে পৃথক্ থাকেন। লৌহ দগ্ধ হয়ে অগ্নি হোলে যে অবস্থা, জীবাত্মার পরমাত্মায় যোগও সেই প্রকার। ৫।

আত্মা পরমাত্মায় যে যোগ হয়, তাহাকে আত্ম-পরমাত্মযোগ কহে। সে যোগে যোগীর একেবারে বাহ্য চৈতন্য থাকে না।৬।

জীবাত্মা ও পরমামাত্মায় যে ঐক্য, তাহাই প্রকৃত যোগাবস্থা। ঐ ঐক্য সম্ভূত যে আনন্দ ভোগ হয়, সেই আনন্দকেই আধ্যাত্মিক মৈথুন বলা যাইতে পারে। সেই মৈথুন প্রভাবে পরমাশান্তি-নাম্নী কন্যা উৎপন্না হন। ৭।

প্রধানতঃ দুই প্রকার মুক্তি যোগ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নিত্য মুক্তিযোগ ও অনিত্য মুক্তিযোগ। নিত্য মুক্তিযোগ কলিতে দুর্ল্লভ। তবে অনিত্য মুক্তিযোগ সময়ে সময়ে কোন কোন মহাত্মার হয়। তাহা আবার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ৮।

নানা প্রকার যোগ প্রভাবে নানা প্রকার ঘটনা হইতেছে।

ত্রিবিধ ক্রিয়াযোগে সৃজন, পালন, নাশ হইতেছে। যোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। ৯।

অধিক জপ করিলে, অধিক ধ্যান করিলে, অধিক হরিসঙ্কীর্ত্তন করিলে, অথবা অধিক হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিলে, অধিক পরিমাণে ভগবান্ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার সঙ্গীত করিলে কিম্বা শুনিলে, অধিক ভক্ত সঙ্গ করিলে, অধিক ভক্তচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, ভগবৎ ভক্তি সম্বন্ধীয়, ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা করিলে, ভগবৎ ভক্তি প্রেম সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে, জ্ঞানগর্ভ অনেক কথা শুনিলে মনোস্থির হইয়া একাগ্রতা হয়। ১০।

যোগ সাধন যাঁহারা করেন, তাঁহারা যোগসাধক। যোগসিদ্ধ হইলে, যোগী বলা যাইতে পারে। ১১।

যোগসাধক এবং যোগসিদ্ধ এক শ্রেণীর নন। যোগসাধক সাধনা করিতে কিছু কিছু যোগের অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁহার যোগ সম্বন্ধীয় সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য হয় না। সিদ্ধযোগী যোগ সম্বন্ধে সমস্তই জানিয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা অদ্ভুত শক্তি। তিনি কত অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন। অদ্ভুত যোগ-বিভূতি সকল তাঁহার লাভ হইয়াছে। ১২।

অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে গাত্রদাহ হইলে, সুশীতল জলে স্নান করিলে গাত্র জল হয় না বটে, কিন্তু উহা শীতলতা শক্তিময় হয়। জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্মযোগ হইলেও তাহাকে পরমাত্মার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহা পরমাত্মিক শক্তিময় হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৩।

ভাবাত্মক যে সম্বন্ধ তাহাও এক প্রকার যোগ। সেই যোগ ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহার আছে, তিনিই ধন্য। ১৪।

স্বভাবতঃ পরব্রহ্মে যাঁহার মনোযোগ হয়, তাঁহার কোন প্রকার আসন অভ্যাসেরই প্রয়োজনই নাই। তিনি যে কোন স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গিতেই সমাধিস্থ হন, তাহাই যোগাসন। ১৫।

আত্মজ্ঞান বশতঃ যে যোগ হয়, তাহা কৈবল্যের কারণ। ১৬।

ইদানী অনেকেই যোগী নামে প্রসিদ্ধ, অথচ তাঁহারা প্রকৃত যোগী নন। প্রকৃত যোগীর অতুল ঐশ্বর্য্য, অনুপম বিভূতি। তাঁহার শ্বাসরোগ প্রভৃতি কোন রোগ নাই। তিনি অদ্ভুত সংযম বলে অগ্নিতে প্রবেশ করিলে, অগ্নি তাঁহাকে দাহ করেন না, জলে প্রবেশ করিলে জলে ডোবেন না, তীক্ষ্ণ কণ্টকরাজির উপর বিচরণ করিলে, তাঁহার পদে কণ্টক বিদ্ধ হয় না। সংযম বলে অস্ত্রাঘাতেও আহত হন না। যোগী নির্ভয়। যোগী জীবন্মুক্ত। যোগীর সঙ্গে কোন্ সাধারণ জীবের তুলনা হইতে পারে? যোগীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ১৭।

অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধযোগিদেরই লাভ হয়। "পরমহংস শঙ্করাচার্য্যেরও" অষ্টসিদ্ধি ছিল। এখনকার অধিকাংশ "দণ্ডী পরমহংসরা" যোগ পছন্দ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে খুব উত্তম লোক যাঁহারা, তাঁহারা বৈদিক "উপনিষৎ," "বেদান্ত," "ভগবদ্গীতা" ও "শঙ্করাচার্য্য" প্রভৃতি বৈদান্তিক মহাশয়দের বৈদিক "উপনিষৎ" ও "বেদান্ত" প্রতিপাদ্য গ্রন্থ সমুদায় পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং সেই সকল পঠিত ও শ্রুত বিষয় সকল বিচার করেন। ১৮।

দিব্যকর্ম্মযোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞানযোগ, দিব্যভক্তিযোগ ও দিব্যপ্রেমযোগ হয় না। ১৯।

কলিতে ভক্তিযোগে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। ২০।

স্নাতগাত্র যেমন সর্ব্বদা শীতল থাকে না, ভক্তিমান্ জীবাত্মাও তদ্রূপ সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকেন না। ২১।

শীতকালই যোগ অভ্যাসের উত্তম সময়। ২২।

“হটযোগ” “রাজযোগ” এবং “রাজাধিরাজযোগ” অভ্যাস করিতে করিতে মনোযোগ হয়। মনোযোগ ঐ ত্রিবিধ যোগের সিদ্ধ ফল। ২৩।

ঐ তিন যোগ ব্যতীত মনোযোগ হইবার অন্যান্য উপায়ও আছে। ২৪।

মনঃসংযমে মনঃ স্থির হয়। মনোস্থির হইলে, ইষ্টে মনোযোগ হয়। ২৫।

যেমন “পাতঞ্জলদর্শনে” পদ্মাসন প্রভৃতি কোন আসনেরই নির্দ্দেশ নাই, তদ্রূপ গীতাতেও কোন আসনের নামও নির্দ্দেশ নাই। ঐ দুই প্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্র অনুসারে জানা যায়, নির্দ্দিষ্ট কোন আসন ব্যতীতও যোগের অনুষ্ঠান হইতে পারে। ২৬।

হটযোগ এক প্রকার ব্যায়াম। হটযোগের অন্তর্গত নানা প্রকার আসন ও মুদ্রা। ২৭।

সকল প্রকার শয়ন, উপবেশন ও দণ্ডায়মানই এক এক প্রকার আসন। ২৮।

বিবিধ আসন অভ্যাসকালে গৈরিক কৌপীন ব্যবহার করিবে কিম্বা উলঙ্গ থাকিবে। ২৯।

আসন অভ্যাস অতি নির্জ্জনে করিবে। ৩০।

শিশু ও বালকবালিকার সমক্ষে বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকের

সমক্ষে কোন প্রকার যোগ অভ্যাস নিষিদ্ধ। উহাদের সম্মুখে কোন প্রকার সাধন ভজন করিবে না। ৩১।

প্রকৃত যোগীর উপদেশে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, কোন প্রকার উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। বরঞ্চ তদ্দ্বারা উন্নতিই হইতে থাকে। বরঞ্চ তদ্দ্বারা যোগী হইবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইতে থাকে। ৩২।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জীবের স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই রেচক পূরক হইতেছে। কিন্তু যোগাভ্যাসকালে ঐ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যোগশাস্ত্রীয় নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। ৩৩।

কুম্ভক স্বাভাবিক নহে। ওটা যোগিদের অভ্যাস করিতে হয়। ৩৪।

যোগদর্শনের পদ্ধতিক্রমে নাসারন্ধ্র দ্বারা বহির্বায়ু শরীর মধ্যে পূরণের নাম পূরক। শরীরের অন্তর্বায়ু রেচন অর্থাৎ নিষ্কাসনের নাম রেচক। শরীরের মধ্যে বায়ুরোধ করিয়া ধারণার নাম কুম্ভক। কুম্ভকে শরীর মধ্যে বায়ু রুদ্ধ হইলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও রুদ্ধ হয়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের প্রধান তিন অঙ্গ। প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতে হয়। ৩৫।

প্রগাঢ় ভগবচ্চিন্তাকে ধ্যান বলি। ৩৬।

ধ্যান দ্বিপ্রকার। সাকারের ধ্যান ও নিরাকারের ধ্যান। সাকারের রূপ ধ্যান। নিরাকারের স্বরূপও গুণধ্যান। ৩৭।

সাধনাত্মক ধ্যানানন্দের পরে স্বাভাবিক ধ্যানানন্দ। তৎপরে স্বাভাবিক যোগানন্দ। ঐ যোগানন্দ কোন কোন যোগীর সাময়িক হয়। কাহারো কাহারো স্বাভাবিক নিত্যযোগানন্দ হয়।৩৮।

রাজযোগের প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের অন্তর্গত

রেচক, পূরক ও কুম্ভক। উত্তমরূপে ঐ তিন সাধিত হইলে, ত্রাটকের আবশ্যক। ৩৯।

ত্রাটক অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমতঃ কিছু কাল এক দৃষ্টে দীপশিখার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে হয়। শ্বেত প্রস্তরের কিম্বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করারও পদ্ধতি আছে। ঐ প্রকার সাধন প্রভাবে ক্রমে দৃষ্টি স্থির হইতে আরম্ভ হইলে, একাগ্রতার সহিত নাসাপুট নিরীক্ষণ করিতে হয়। নাসাপুটে বিনাক্লেশে দৃষ্টি স্থির হইতে থাকিলে ভ্রূমধ্যস্থলে নিরীক্ষণ করিতে হয়। ভ্রূমধ্যস্থল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দিব্যদৃষ্টি হয়। দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে চাক্ষুষী জ্যোতির বৃদ্ধি হয়। চাক্ষুষী জ্যোতির বৃদ্ধি হইলে অদৃশ্য কিছুই থাকে না। ৪০।

উত্তমরূপে ত্রাটক অভ্যাস হইলে, প্রথমে চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। তাহা অভ্যস্থ হইলে উন্মীলিত নেত্রে ধ্যানের অনুষ্ঠানই প্রশস্ত। ঐ প্রকার ধ্যান সাধনার ফল, ধ্যান সিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অপর নাম ধ্যানযোগ। ৪১।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল পাঠ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও তুমি বিদ্বান হইতে পার। পরে সেই উপার্জ্জিত বিদ্যা দ্বারা কত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিতে পার। কোন জড়মূর্ত্তির কিম্বা কোন কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে ধ্যান সিদ্ধ হইলে, তদ্বারা "সচ্চিদানন্দ" ও ধ্যেয় হইতে পারিবেন। ৪২।

কাহারও সন্তান বিদেশে থাকিলে এবং বহুকাল সেই সন্তানের সংবাদ না পাইলে তাহার জন্য স্বভাবতঃ চিন্তা হয়। সে চিন্তা অভ্যাস করিয়া করিতে হয় না। ভগবানের প্রতি ভালবাসা থাকিলে, তাঁহার বিরহে স্বভাবতঃ চিন্তার উদয় হয়। সে

চিন্তা সাধনাত্মিকা নয়। সেই চিন্তাকেই ধ্যান বলা যাইতে পারে। ৪৩।

অগ্রে চিত্ত শুদ্ধি না হইলে, অগ্রে চিত্ত নির্ব্বিকার না হইলে সমাধি হইতে পারে না। ৪৪।

চিত্তশুদ্ধি হইলে চিত্ত নির্ব্বিকার হয়। চিত্ত নির্ব্বিকার হইলে শুদ্ধ ভক্তি হয়। শুদ্ধ ভক্তি হইলে যম, নিয়ম, আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম ব্যতীত ও সমাধি হইতে পারে। ৪৫।

মনোস্থির হইলে একাগ্রতা হয়। একাগ্রতা হইলে সমাধি হয়। ৪৬।

সবিকল্প সমাধিতে কেবল কণ্ঠশ্বাস ও নাভিশ্বাস থাকে। সবিকল্প সমাধিস্থ পুরুষের নাড়ী মুমূর্ষব্যক্তির নাড়ীর ন্যায় হয়। ঐ সমাধি অবস্থায় শরীর দগ্ধ কিম্বা অন্য প্রকারে বিশেষ নির্যাতন করিলে অন্তরে বোধ হয়। ৪৭।

উটী নামে হাতী, গঠনে হাতী। কিন্তু প্রকৃত হাতী নয়। নিদ্রাই যোগ নিদ্রা নয়। উভয়ে অনেক প্রভেদ আছে। ৪৮।

সমাধি অবস্থার এক নাম যোগনিদ্রা। ৪৯।

চক্ষু স্থির অভ্যাস করিলে চক্ষু স্থির হয়। মরিলে চক্ষু স্থির হয়। অভ্যাস করিয়া কি মরা যায়? না মরিলে যে প্রকার চক্ষু স্থির হয়, সেই প্রকার চক্ষু স্থির হয়? অভ্যাস করিয়া তোমার সমাধি হইবে? সমাধি যে মৃত্যুর মতন স্বাভাবিক। নিদ্রা কি অভ্যাসের জিনিস? সে যে স্বভাবতঃ হয়। যোগনিদ্রাও স্বভাবতঃ হয়। ৫০।

সম্পূর্ণ অজ্ঞান যে যোগী, যে যোগী নিজে আছেন পর্য্যন্ত বোধ করেন না, সেই যোগীই যোগনিদ্রিত। সে যোগীর মধ্যে সর্ব্বগুণ

ও ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ৫১।

নিদ্রিতাবস্থায় আমি আছি বোধ না থাকিলেও আমি থাকি। মৃত্যু হইলে আমি আছি বোধ না থাকিলেও আমি থাকি। যোগ নিদ্রায় আমি আছি বোধ থাকে না। যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমি আছি বোধ হয়। ৫২।

ইচ্ছা করিলেই যেমন নিদ্রিত হওয়া যায় না, তদ্রূপ ইচ্ছা করিলেই সমাধিস্থ হওয়া যায় না। নিদ্রা যেমন স্বভাবতঃ হয়, উহাও তদ্রূপ স্বভাবতঃ হয়। নিদ্রা অভ্যাসে হয় না। প্রকৃত সমাধিও অভ্যাসে হয় না। চক্ষু বুজিলেই নিদ্রাবস্থা প্রাপ্তি হয় না। কোন প্রকার আসন করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই সমাধিস্থ হওয়া যায় না। ৫৩।

সমাধিস্থ পুরুষ মৃত ব্যক্তির ন্যায় সুস্থির, জড়ের ন্যায় সুস্থির।৫৪।

সমাধিতে ব্রহ্মে মনোযোগ হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হয়। তখন রেচকপূরক উভয়ই হয় না। ঐ প্রকার সমাধিতে যোগীর এক প্রকার মৃত্যু অবস্থা ঘটিলেও ব্রহ্ম হইতে তাঁহার মনের বিয়োগ হইলে আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে, আবার রেচন পূরণ হইতে থাকে। ঐ প্রকার সংঘটন ব্রহ্মের কৃপার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। ৫৫।

বধির ত অনেকে হন্। দিব্যবধির কয়জন হইতে পারেন? দিব্য অন্ধই বা কয়জন হইতে পারেন? সমাধিস্থ পুরুষ ব্যতীত দিব্যবধির ও দিব্য অন্ধ কেহ নন্। বাত ব্যাধিতে কোন কোন ব্যক্তির শরীর অসাড় হইয়া থাকে; সমাধিস্থ পুরুষের শরীরও অসাড় ও অবশ হয়, তাঁহার ঐ প্রকার শরীর কেহ স্পর্শ

করিলে তিনি স্পর্শ বোধ করেন না। তাঁহার ঐ প্রকার শরীরের অবস্থা বশতঃ তাঁহার কোন কষ্ট বোধও হয় না। তিনি সে অবস্থার সুখ দুঃখ প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থার অতীত হইয়া অবস্থান করেন। ৫৬।

সমাধিস্থ হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তিই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। সে অবস্থায় সমাধিস্থ পুরুষও নিষ্ক্রিয় হন। ৫৭।

সমাধি হইলে নিশ্চল ও জীবন্মৃত হইতে হয়। ৫৮।

নির্ব্বিকল্প সমাধি যাঁহার হয়, তাঁহার পক্ষে আহার সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ নাই। তাঁহাকে কোন প্রকারে আসন ও মুদ্রা করিতে হয় না। তিনি প্রাণায়াম কিম্বা ধ্যানও করেন না। তিনি সদানন্দ জীবন্মুক্তপুরুষ। ৫৯।

নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে কণ্ঠশ্বাস ও নাভিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হয়। এমন কি সে অবস্থায় হস্তস্থিত নাড়ী পর্য্যন্ত সুস্থির হয়। মৃত ব্যক্তির শরীরের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়। ঐ অবস্থাকেই প্রকৃত বিদেহ কৈবল্যাবস্থা বলা যাইতে পারে। ঐ অবস্থা যখন যাঁহার হয়, তখন তিনি দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন। সে অবস্থায় তিনি দেহে থাকিলেও তাঁহার দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। সে অবস্থায় তাঁহার দেহ দগ্ধ করিলে কিম্বা খণ্ড খণ্ড করিলেও তাঁহার কোন কষ্ট বোধ হয় না। ৬০।

লয় ও নির্ব্বাণ।

মনে সঙ্কল্প বিকল্প হয়। সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের কারণ মন। মন ব্রহ্মে লয় হইলে আর কোন কার্য্য হয় না। ১।

ব্রহ্মে মনোযোগ হইলে মনের অস্তিত্ব থাকে। ব্রহ্মে মনের লয় হইলে মনের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তখন মন ও ব্রহ্ম অভেদ হন। ২।

প্রজ্বলিত অগ্নি যেন ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম অগ্নিতে অল্প জল রূপ জীব পড়িলে তাহাতে লয় হয়। সেই অল্প জল-রূপ জীবের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই লয় অবস্থাই জীব-ব্রহ্মে অভেদ অবস্থা। ৩।

গঙ্গাজলে একশত কলসী "মসি" ঢালিলে ও গঙ্গার জল কাল হয় না। মসিও গঙ্গাজল হইয়া যায়। গেড়েতে নালা কেটে গঙ্গার জল আনিলে গেড়ের পচা জলও গঙ্গাজল হ'য়ে যায়। সেই রূপ মসির ন্যায় মলিন পাপী, কালী গঙ্গায় মিশিলে কালীই হয়।৪।

গঙ্গাজলে কূপের জল ঢালিলে, গঙ্গাজলে প্রস্রাব পড়িলে, কূপের জলও প্রস্রাব ও গঙ্গাজল হয়। জীবরূপ নিকৃষ্ট জল শিব-গঙ্গায় পড়িলে তাহাও শিব হয়। ৫।

এক ঠোঙ্গা চিনি সমুদ্রে ফেলে দিলে চিনি সমুদ্রে এম্নি মিশে যায় যে তাহা আর সমুদ্র থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমুদ্র আর চিনি এক পদার্থ না হইলেও পরস্পর মিশে যায়। জীব আর শিব এক না হইলেও শিবে জীবের লয় হইতে পারে। শিব সাগর আর জীব যেন চিনি। ৬।

জলেরও আকার, রূপ ও বর্ণ আছে। জলও সগুণ সক্রিয়। জল দ্বারা গৃহ ধৌত করিলে কিছুক্ষণ পরে গৃহের মেজেতে জল লয় হয়, তখন জলের আকারও কোন গুণ রহে না, সেই স্থান হইতে আর জল নির্গত হয় না। জীবের শিবে লয়ও ঐ প্রকার হয়। ৭।

সরস কাষ্ঠ যেন পাপী জীব। তাহার পাপ রূপ রস শুকাইলে সে নিষ্পাপ হয়। সে মৃত্তিকারূপ শিবের মধ্যে বহুকাল থাকিলে সেও মৃত্তিকা শিব হয়। আর কাষ্ঠজীব থাকে না। ৮।

জগতের নরনারী দ্বিভাগে বিভক্ত। তার এক ভাগ আস্তিক আর এক ভাগ নাস্তিক। আস্তিকতা নাস্তিকতা শূন্য জীব নাই। স্বয়ং পরব্রহ্মই আস্তিকতা ও নাস্তিকতা শূন্য। জীব যে অবস্থায় তাঁ'তে লয় হয়, তার সেই অবস্থাই ঐ উভয়ের অতীত। ৯।

নির্ব্বাণাবস্থায় আমি "ন ভোক্তা" প্রভৃতি। যে অবস্থায় এখন আছি সে অবস্থায় "ভোক্তা" প্রভৃতি সমস্তই বটি। "শঙ্করাচার্য্যের নর্ব্বানষটক্" কেবল মুখে উচ্চারণ করিলে কি হইবে? আমি "ন ভোক্তা" প্রভৃতি বলিলে কি হইবে? "চিদানন্দরূপং শিবোঽহং" বলিলেই বা কি হইবে? যখন আমার প্রকৃত নির্ব্বাণ হইবে তখন ঐ সকল শ্লোক উচ্চারণও করিতে পারিব না। যতক্ষণ ঐ সকল উচ্চারণ করি ততক্ষণ আমি ভোক্তা প্রভৃতি, কথা কহিয়া যখন বলি তখন সগুণও বটি। আমি একজন সামান্য লোক কিন্তু মুখে "আমি রাজা" "আমি রাজা" যদ্যপি বারম্বার বলি, তাহা হইলে আমি রাজা কখনই হইব না। বরঞ্চ সাধারণ সমক্ষে মহা হাস্যাস্পদ হইব। আমি প্রকৃত রাজা হইলে "আমি রাজা" "আমি রাজা" লোকের কাছে বলিব না। আমি রাজা, লোকে আমার ঐশ্বর্য্যে জানিবে। তদ্রূপ মুখে মাত্র বারম্বার "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" বলিলে কি হইবে? আমি যখন শিব হইব তখন "শিবোঽহং" "শিবোঽহংও" বলিব না। ১০।

"নির্ব্বাণষটক" যে কটা কথায় লিখিত হইয়াছে নির্ব্বাণ নির্দ্দেশক কেবল সেই কটা কথা নহে। ঐ কটা কথায় নির্ব্বাণ নির্ণয়

হইলে তাহাও নিয়ম বিধির অবস্থা হইল। নির্ব্বাণ যে বিধি নিষেধের পারাবস্থা। সে অবস্থা যে অনির্ব্বচনীয়। কথায় কেহ বলিতে পারে না। ১১।

"শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণষটকে" নির্ব্বাণের আভাষ মাত্র দিয়াছেন। নির্ব্বাণ হইলে অহঙ্কার থাকে না, "অহমাত্মা" বোধ থাকে না। তিনি সাধারণকে অহংশব্দ ব্যবহারে উহা কিঞ্চিত বুঝাইয়াছেন মাত্র। ১২।

মৃত্যুতে পঞ্চভূতে পঞ্চভূত লীন হয়। সে অবস্থাকে নির্ব্বাণ বলা যায় না। সে অবস্থায় জীবাত্মা ও মন পরমাত্মায় লীন হয় না। জীবাত্মার পরমাত্মায় লীনতাই নির্ব্বাণ। ১৩।

নির্ব্বাণ এবং মৃত্যু এক নহে। মৃত্যু ত এক সময়ে সকলেরই হইবে, তাহা হইলে সকলেরইত নির্ব্বাণ হইবে। তবে আর নির্ব্বাণের জন্য সাধন ভজন কেন? ১৪।

নির্ব্বাণ অর্থে নাশ বলা যায়। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে অগ্নি আর থাকে না। যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে তাহা আর জ্বলে না। মৃত্যু অর্থে নাশ স্বীকার করিলে জীবের মৃত্যুই তাহার নির্ব্বাণ। মৃত্যু অর্থে জীবের দেহত্যাগ মানিলে মৃত্যুই নির্ব্বাণ নয়। ১৫।

কাশীখণ্ডের মতে কোন জীব কাশীতে নিষ্পাপ ভাবে মরিলে তাহার নির্ব্বাণ হয়। কাশীতে নিষ্পাপ জীবের নির্ব্বাণ হয় স্বীকার করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীব অনিত্যও স্বীকার করিতে হয়। কারণ নির্ব্বাণ অর্থে নাশ তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। নাশ হয় যাহার,তাহাকে কখন নিত্য বলা যায় না। ১৬।

যতক্ষণ বোধ বুদ্ধি বিশিষ্ট নানা কার্য্য শীল মন থাকে, ততক্ষণ ভক্ত ভগবানে প্রেমভক্তি অতি সুফলপ্রদ,শুভঙ্কর ও আনন্দজনক।

নির্ব্বাণাবস্থা বোধাতীতাবস্থা। সে অবস্থায় কোন বোধই থাকে না। ভক্ত ভগবানে প্রেম ভক্তিও থাকে না। ১৭।

জীবাত্মার জীব অনিত্য, আত্মা নিত্য। নিষ্পাপ ভাবে কাশীতে মৃত্যু হইলে জীবের নির্ব্বাণ হয়। কিন্তু নিত্য আত্মার নির্ব্বাণ না হইলে বেদান্তের সহিতও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। আত্মার নির্ব্বাণ মানিলে বেদান্তের সহিত মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ বেদান্তের মতে আত্মা নিত্য। ১৮।

লয়, একে অপরের মিশে যাওয়া। নির্ব্বাণ মিশে যাওয়া নয়। অগ্নি সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্রের জলে তাহা নির্ব্বাণ হয়। চৈতন্য সাগরে জীবরূপ অগ্নি পড়িলে তাহা নির্ব্বাণ হয়। ১৯।

অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে অগ্নি দেখিতে পাই না। অগ্নি কার্য্যও করে না। জীবের নির্ব্বাণ হইলে জীব অস্তিত্ব বিহীন নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ হয়। ২০।

জীবের অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে সক্রিয় এবং সগুণ। জীবের অস্তিত্ব শিবের অস্তিত্বে পরিণত হইলে সে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। ২১।

লোক তোমার মধ্যে যে সকল গুণ, যে সকল মনোবৃত্তি, যে সকল শক্তি থাকার জন্য তোমাকে জীব বলে, তুমি যে সকল গুণ যে সকল মনোবৃত্তি, যে সকল শক্তি থাকার জন্য নানা কষ্টভোগ কর, সেই সকলের সমষ্টি তোমার জীবন। তোমার সেই জীবনের নির্ব্বাণ হইলে তুমি আর সগুণ সক্রিয় থাকিবে না। জীবনের নির্ব্বাণ হইলে তুমি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইবে। ২২।

এরূপ সময় উপস্থিত হইবে যখন জড় অজড় সমুদায়ই এক আত্মাতে লয় হইয়া যাইবে, যখন কেবল এক আত্মা ব্যতীত অপর

কিছু থাকিবে না, যখন কেবল এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু থাকিবে না। ২৩।

কাশীলাভ কিম্বা আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবত্বের নির্ব্বাণ হয় না। ২৪।

জীবত্বের নির্ব্বাণই জীবের নির্ব্বাণ। কারণ তোমার জীবত্বের নির্ব্বাণ হইলে তুমি আর জীব থাকিবে না। ২৫।

অজ্ঞান বশতঃ সূক্ষ্ম কাশী দেখিতে পাও না। এই স্থূল কাশীতে যিনি নিষ্পাপভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহার দেহত্যাগের সময় তিনি সেই সূক্ষ্ম কাশী দর্শন করেন, সেই সূক্ষ্ম কাশী তাঁহার সম্মুখে "বিশ্বনাথকে" প্রকাশ করেন। "বিশ্বনাথ" তাঁহাকে তারকমন্ত্র অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বাণ প্রদান করেন। ২৬।

যাঁহার জীবত্বের নির্ব্বাণ হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে আর শ্রাদ্ধ তর্পণের আবশ্যক হয় না। ২৭।

নির্ব্বিকল্প সমাধিই নির্ব্বাণ ও লয় নহে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমাধিস্থের নিজের অস্তিত্ব থাকে। নির্ব্বাণ এবং লয়ে নিজের অস্তিত্ব ব্রহ্মে লয় হইয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব হয়। ২৮।

বেদ ও ভাগবত।

যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাকেই বেদ বলি। ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত বেদ। তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ বা কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের উপদেশাবলী নয়। ১।

"বেদ" দুই প্রকার। শক্তিবেদ ও জড়বেদ। এই সৃষ্টি জড়বেদ। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের কতক কতক মহিমা জ্ঞাত হওয়া যায়।

জ্ঞানই শক্তিবেদ। সেই জ্ঞান শক্তিবেদ দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। ২।

সৃষ্টির সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করে, এই জন্য সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থই বেদ। সে সকল সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া, সে সকল পূর্ণবেদ নয়। অনন্তবেদের কতকগুলি অংশমাত্র। যে কোন গ্রন্থ ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করে, তাহাই বেদ। বেদ যে গ্রন্থের নাম তাহাও বেদ। কারণ তাহা দ্বারাও ব্রহ্মের অনেক মহিমা জানা যায়। তদ্দ্বারা পূর্ণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না বলিয়া তাহা পূর্ণবেদ নয়। "তন্ত্র" "পুরাণ" প্রভৃতিও বেদ। সে সকল দ্বারাও অনেকটা ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। তন্ত্রকে "তন্ত্রবেদ" ও পুরাণকে "পুরাণবেদ" বলা যাইতে পারে। ৩।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার জীবনই বেদ। সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবন মূর্ত্তিমান বেদ। সে বেদ পড়িবার জন্য টীকা ভাষ্যের আবশ্যক নাই। কিন্তু সে বেদ অজ্ঞানী পড়িতে পারে না। ৪।

যে প্রকারে শরীর আমি, সেই প্রকারে বেদ ব্রহ্ম। জলের সঙ্গে ময়দা মাখিলে যে প্রকারে ময়দা ও জল অভেদ, সেই প্রকারে বেদ ও ব্রহ্ম অভেদ। ৫।

ধর্ম্ম বিষয়ক আদি গ্রন্থ বেদ। বেদের মৎ সত্যযুগ ভিন্ন অপর কোন যুগের পক্ষে নয়, এ কথা বেদে নাই। অতএব সেই জন্য বলিতে হয়, বেদ চারি যুগের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। বৈদিক ধর্ম্ম সকল যুগের ধর্ম্ম। সেই বেদের পরে যত ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়াছে, সে সমস্তই আদি অনাদি বেদের অংশ। সে সকল শাস্ত্রও পূজ্য। ৬।

বেদের পূর্ব্বে অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হয় নাই, এই জন্য বেদ আদি। বেদের আদি কোন শাস্ত্র নাই, এইজন্য বেদ অনাদি। ৭।

কাশীতে অনেক প্রণালী দিয়ে গঙ্গায় মলমূত্র পড়ে, সেই সকল প্রণালী দিয়ে যদি ঐ গঙ্গাজল নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে পবিত্র গঙ্গাজলকেও অশুদ্ধ বিবেচনা করা হয়। বেদ অতি পবিত্র। তাহা অপবিত্র লোকের ভিতর দিয়া নির্গত হইলে, তাহাও অপবিত্র বিবেচনা করা হয়। ৮।

ভগবৎ সম্বন্ধে যে ভাষায় যে গ্রন্থ আছে তাহাই ভাগবত। ৯।

সম্প্রদায়।

কত যত্ন ও ব্যয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হয়। সে অট্টালিকায় রাজা ও কত সম্ভ্রান্ত লোক বাস করেন। রাজা সে অট্টালিকাকে কত সুসজ্জিত ও সুশোভিত করেন। আবার এমন সময় উপস্থিত হয়, যে সময়ে তাহা সংস্কার করিবার লোক পর্য্যন্ত থাকে না। তাহার চতুর্দ্দিকে মহা জঙ্গল হয় ও তাহা নানা হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরও বহুকাল পরে ঐ প্রকার হীনাবস্থা হয়। ১।

যে ব্যক্তি হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন, আবশ্যক হইলে তিনিই তাহা ভগ্ন করিয়া অপর প্রকারে নির্ম্মাণ করিতে পারেন, অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে কোন কোন স্থলের পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন। এক ভগবানই আবশ্যক মতে এক পদার্থের সৃজন, পালন এবং নাশ তিনই করেন। এক সময়ে বুদ্ধরূপে ভগবান্ যে মত প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই মত বিকৃত হইলে তিনিই

আবার "শঙ্করাচার্য্য" রূপে তাঁহার পরিবর্ত্তন করিয়া "ভারতবর্ষে" অদ্বৈতবাদ প্রচলিত করিয়াছিলেন। ২।

এক জন "মুসলমানকে", এক জন "খ্রীষ্টানকে" ও এক জন "ব্রাহ্মণকে" এক সঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া এক সঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনিই একের স্ফূরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন। ৩।

একটা বাড়ী আছে, তাহার ভিতর অনেক ঘর আছে। আমি ত সেই বাড়ীর সকল ঘরে থাকি না। একটা ঘরে থাকি। কিন্তু আবশ্যক মতে সকল ঘরেই যেতে আসতে পারি। নিজ ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক ঘরেই বাস করিতে পারি। কিন্তু এক সময়ে সকল ঘরে থাকিতে পারি না। জগতে এক ধর্ম্মরূপ বাড়ীর মধ্যে অনেক সম্প্রদায়রূপ ঘর আছে। আমি সেই সকল ঘরের একটীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই থাকি। অথচ আবশ্যক মতে সেই ধর্ম্মরূপ বাড়ীর প্রত্যেক সম্প্রদায়রূপ ঘরেই যাতায়াত করি। ৪।

এই জগতে আদি পিতা পরমেশ্বরের কত সন্তান আছেন। আমার তাঁহাদের সকলের সঙ্গে পরিচয়ও নাই, আমার তাঁহাদের সকলের প্রতি ভালবাসাও নাই, অথচ তাঁহাদের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কিছুতে যায় না, অথচ তাঁহাদের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। ৫।

একজনের পাঁচটী সন্তান আছে। পাঁচটীর পরস্পর ভালবাসা ও মিল নাই। পাঁচজন এক আলয়ে বাস ও করেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধচ্যুতি হয় না। আমার সকল সম্প্রদায়ের সকল সাধু মহাপুরুষদিগের সহিতই সম্বন্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সহিত কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ৬।

সকল মতের উদ্দেশ্য এক, যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সহিতই অনৈক্য নাই। ৭।

সাম্প্রদায়িক ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অন্যান্য মতের নিন্দা করিতে হয়। অতএব সাম্প্রদায়িক ভাব ভাল নয়। যিনি সাম্প্রদায়িক ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই অপর কোন না কোন মতের নিন্দা করিয়াছেন। ৮।

চতুর্থ অংশ।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

বীজ এক। তাহা বৃক্ষ হইলে নানা শাখা প্রশাখা, বহু পত্র ও ফলশালী হয়। বীজ যেন ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বররূপ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহাতে বহু শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সে সকল শক্তি ব্রহ্মরূপ বীজে অব্যক্ত ছিল। ১।

ব্রহ্ম যেন বৃক্ষ। সেই ব্রহ্মবৃক্ষের প্রত্যেক ফল যেন এক একটী অবতার। প্রত্যেক ফল যেমন বৃক্ষের অংশ, বৃক্ষ তদ্রূপ প্রত্যেক অবতার ও বৃক্ষের অংশ ব্রহ্ম। কোন জীবই ব্রহ্মের অংশ নয়। ২।

সর্ব্ব জীব জন্তুর আদি ব্রহ্ম, সর্ব্ব পদার্থের আদি ব্রহ্ম। এই জন্য তাঁহাকে আদি বলা হয়। তিনিই আদি। তাঁহার আদি কেহ নাই, এই জন্য তিনিই অনাদি। ৩।

উৎপত্তি যাহার হয়, তাহা আদি অনাদি এবং নিত্য নয়। উৎপত্তি যাহার হয়, তাহা ধ্বংশও হয়। আদি অনাদি নিত্য, তাঁহার উৎপত্তি এবং নাশ নাই। এই জন্য বলি কোন জড় পদার্থই আদি অনাদি নয়। ৪।

উপমা যার আছে, তাহা অনির্ব্বচনীয় নহে। উপমা যার নাই, তাহাই অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্মের উপমা নাই। ব্রহ্ম অনুপম। তাই তিনি অনির্ব্বচনীয়। তাই তাঁহাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ৫।

ব্রহ্ম অনুপম অনির্ব্বচনীয় হইলেও তিনি অজ্ঞেয় নন। তিনি জ্ঞেয়। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, অথচ বাক্য দ্বারা তিনি কি, প্রকাশ করা যায় না। ৬।

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই অনন্ত নয়। ৭।

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলেও তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। এই জড়া অবনীর অন্ত আছে। পরমেশ্বর কেবল এই পৃথিবী ব্যাপ্ত বলিলেও তাঁহার অন্ত আছে স্বীকার করা হয়। ৮।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলিলে তিনি কি বাড়িবেন? ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিলেই বা তিনি কি বাড়িবেন? আকাশ অদ্বিতীয়, বায়ু অদ্বিতীয়, অগ্নি অদ্বিতীয়, জল অদ্বিতীয় ও পৃথিবী অদ্বিতীয়। যাহা অদ্বিতীয়, তাহাই অনুপম। ব্রহ্মকে অনুপম বলিলেই বা তিনি কি বাড়িবেন? ৯।

ত্রিবিধ অবস্থা ক্রমে ব্রহ্ম দুর্জ্ঞেয়, জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় এই তিনই বটেন। এমন অনেক পদার্থ আছে, যে সকল সহজে লাভ করা যায় না। পরমেশ্বর সকল পদার্থ অপেক্ষা দুর্লভ। অনেক সাধন ভজন প্রভাবে তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই জন্য তিনি দুর্জ্ঞেয়। দিব্যজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাকে জানা যায়, এই জন্য তিনিই জ্ঞেয়। যিনি যোগনিদ্রায় অভিভূত হন, তিনি নিজে আছেন পর্য্যন্ত বোধ করেন না, তাঁহার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে না। তিনি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান হওয়া প্রযুক্ত সকল চেতন অচেতন সম্বন্ধেও অজ্ঞান হন, তখন তিনি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অজ্ঞান হন, তখন তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞান হন, তখন তাঁহার পক্ষে পরমেশ্বরও

অজ্ঞেয়, তিনি নিজেও অজ্ঞেয়, জগৎ এবং সমস্ত চেতন অচেতনও অজ্ঞেয় হয়। ১০।

কে বলিল এক ব্যতীত বহু কারণ নাই? অনেক কারণ আছে। সেই সকল কারণের যে এক নিত্য কারণ আছেন, আমরা তাঁহাকেই মহাকারণ বলি, তিনিই কোন কোন অধ্যাত্মশাস্ত্রে সর্ব্বকারণ কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সর্ব্বকারণের যিনি কারণ, তিনি নিত্য, আদি ও অনাদি। অতএব সেই জন্য তাঁহাকে নিত্যকারণ, আদিকারণ ও অনাদিকারণ বলা যায়। অন্যান্য যে সমস্ত কারণ দৃষ্ট হয়, সেগুলির মধ্যে কোনটীই নিত্য আদি ও অনাদি নহে। তাহারা সকলিই অনিত্য, জ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। ১১।

দয়া নির্দ্দয়া পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অথচ উভয়ই একাধারে থাকিতে দেখা যায়। ব্রহ্মে সগুণত্ব, নির্গুণত্ব উভয়ই থাকিতে পারে। ১২।

ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি যখন ঈশ্বর, তখন সাকার, সগুণ ও সক্রিয়। ১৩।

চকৃমকির পাথরের ভিতরে যখন আগুন থাকে, তখন তাহার গুণ প্রকাশিত থাকে না, তখন তাহা কোন কার্য্যও করে না। সে অবস্থায় সে অগ্নিকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম যখন কোন কার্য্য করেন না, যখন তাঁহা থেকে কোন গুণের প্রকাশ হয় না, তখন তাঁহাকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় কহা যাইতে পারে। ১৪।

ব্রহ্ম কখন অতি ক্ষুদ্র, কখন অতি বৃহৎ হন। উভয় অবস্থাতেই তাঁহার সমান ক্ষমতা থাকে, এই আশ্চর্য্য। ১৫।

ব্রহ্ম চির নির্গুণ ও চির সগুণ নহেন। তিনি চির নিরাকার এবং চির সাকার নহেন। তিনি সেচ্ছায় আবশ্যক মতে উভয়ই হন। ১৬।

ব্রহ্ম অদ্ভুত ও অপরূপ নিরাকার। ব্রহ্ম অদ্ভুত ও অপরূপ সাকার। অথচ তিনি ইচ্ছা করিলে আকাশের ন্যায় নিরাকার ও আমাদের ন্যায় সাকারও হ'তে পারেন। ১৭।

যত জীব তত শিব নন, কিন্তু শিব-ব্রহ্ম সর্ব্ব প্রকার জীব জন্তু মূর্ত্তিই ধারণ করিতে পারেন। তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও নর অবতার হইয়াছেন। তিনি যে জীব জন্তুরই অবতার হউন না কেন তাঁর সর্ব্বশক্তি থাকে। ১৮।

অনেকটা সূত গুটাইয়া রাখিলে অতি অল্প স্থানে থাকিতে পারে। ক্ষুদ্র দেহরূপ আধারে বৃহৎ ব্রহ্মও থাকিতে পারেন। ১৯।

বড় আধারে অনেক ক্ষুদ্র জিনিষ থাকিতে পারে। ব্রহ্মে বহু জীব থাকিতে পারে। ২০।

বীজ বৃক্ষ হইয়া নানা রূপে প্রকাশিত হয়। সেই নানা প্রকার প্রকাশের অস্তিত্বই বীজের অস্তিত্ব। সৃষ্টি ব্রহ্মের বিকাশ। ব্রহ্মের অস্তিত্বই সৃষ্টির অস্তিত্ব। এই জন্য "বেদান্তের" মতে ব্রহ্মের নানা বিকাশকে মায়া বলা হয়। কেবল ব্রহ্মের অস্তিত্বই ধরা হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর আর কিছু নাই বলা হয়। ২১।

অগ্নি সগুণ, সক্রিয় হইলেও যেমন চক্‌মকীর পাথরের মধ্যে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ভাবে রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অনেক জড় মূর্ত্তিতে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়ভাবে আছেন। ব্রহ্ম অগ্নির ন্যায় কোথাও সগুণ সক্রিয় এবং কোথাও নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। ২২।

ব্রহ্ম একই সময়ে কোথাও সগুণ সক্রিয় এবং কোথাও নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। যেমন অগ্নি একই সময়ে চকমকীর পাথরের মধ্যে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় এবং জ্বলন্ত কাষ্ঠে সগুণ সক্রিয়। ২৩।

নিরাকার বিশেষ্য নন। তাঁহার কোন বিশেষণও নাই। তিনি তিন লিঙ্গের কোন লিঙ্গ বাচ্যই নন। কিন্তু নিরাকার শব্দ বিশেষ্য। তাহা লিঙ্গ বাচ্য, তাহা তিন বচনের বাহিরেও নন।২৪।

ব্রহ্মের নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আছে। যাঁহার নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আছে, তাঁহার নিত্য অজ্ঞান ও নিত্য নিরানন্দ থাকিতে পারে না। ২৫।

অগ্নির অভাবে দাহিকাশক্তি থাকিতে পারে না। দাহিকাশক্তির অভাবে অগ্নি থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম যেন অগ্নি। আর অগ্নির দাহিকাশক্তি যেন ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্ম যেমন নিত্য, তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও নিত্য। ব্রহ্ম যেমন আদি ও অনাদি তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও আদ্যা ও অনাদ্যা। ব্রহ্ম যেমন অনন্ত তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও অনন্ত। ২৬।

"সৎ" সর্ব্বশক্তিমান্। সতের অনন্ত শক্তি। সৎ নিঃশক্তি নন। সতের শক্তি সতী। যিনি সতী তিনিই আদ্যা ও অনাদ্যা-শক্তি। ২৭।

কিছু ছিল না, অথচ ব্রহ্ম হইয়াছেন, এ কথা অতি অসঙ্গত। এ কথায় ব্রহ্ম নিত্য নন পর্য্যন্ত স্বীকার করা হয়। ২৮।

শূন্য থেকে ব্রহ্ম হইয়াছেন বলা কি যায়? বৃক্ষ ব্যতীত শূন্য থেকে ফল হইতে কি দেখিয়াছ? ২৯।

ব্রহ্ম আদি ও অনাদি। ব্রহ্ম অন্য কোন পদার্থ থেকে হইয়াছেন বলিতে পার না। ৩০।

যে শিবের জন্ম মৃত্যু নাই, তাঁকে তুমি স্বয়ম্ভূ বল কেন? ৩১।

ব্রহ্মকে স্বয়ম্ভু বলিলেই বুঝি ব্রহ্ম ছিলেন, অথচ আবার হয়েছেন। ব্রহ্ম ছিলেন যদি, তবে আবার তিনি হইয়াছেন কি প্রকারে বল? যাহা ছিল, তাহা আবার হইল বা হইয়াছে, বলিতে পারি না। ব্রহ্ম ছিলেন তিনি এখনো আছেন। ৩২।

আমি দেহ নই, দেহী আত্মা। আমি নিরাকার। আমি যত কাল দেহে অবস্থিতি করি, তত কাল পানাহার করি, আমার তত কাল ভোগ বিলাস থাকে। ব্রহ্মও নিরাকার। তিনি আকার বিশিষ্ট সাকার হইলে, তিনি শরীর বিশিষ্ট শরীরী হইলে, তিনিই বা পানাহার প্রভৃতি করিবেন না কেন? ৩৩।

ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুরই পরিবর্ত্তন আছে। ৩৪।

ব্রহ্ম শুদ্ধ-জ্ঞানের গোচর। শুদ্ধ-জ্ঞানে তাঁহাকে যত টুকু যানা যায়, তাহা বাক্যে কতক প্রকাশ করিতে পারে, সম্পূর্ণভাবে পারে না। ৩৫।

একেবারে সুখ দুঃখ এবং মমতা বিহীন হইয়া আমি থাকিলে আমার কোন ক্ষতি নাই। ব্রহ্ম আছেন, অথচ তিনি সুখ দুঃখ ও মমতায় অভিভূত হন না। ৩৬।

শক্তি তত্ত্ব।

চক্‌মকীর পাথরের মধ্যে অগ্নি থাকিলেও যেমন চক্‌মকীর পাথরই অগ্নি নয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি থাকিলেও সেই শক্তিই ব্রহ্ম নন। ১।

ব্রহ্মের শক্তির বড় প্রভাব। সে শক্তির প্রভাব পৃথিবী সহিতে পারে না। কেবল স্বয়ং ব্রহ্মই শিবরূপে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার শক্তির প্রভাব তিনি নিজেই সহিতে পারেন। ২।

সৃষ্টি বহু সৃষ্টের সমষ্টি। কিন্তু এক সৃষ্টি কথা সকলের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। মূল শক্তি সকল শক্তির সমষ্টি। মূলশক্তি, আদ্যাশক্তি কিম্বা মহাশক্তি বলিলেই বুঝি, সর্ব্বশক্তি বা সর্ব্বশক্তির সমষ্টি। ৩।

এক রসনা কত প্রকার রসাস্বাদন করে। এক রসনা কত প্রকার কত কথা বলে। হস্ত কত প্রকার কার্য্য করে। কর্ণ কত প্রকার কত কথা শোনে। এক জন মনুষ্য কত প্রকার কত কার্য্য করিতে পারে। এক প্রকার মসিতে একটী লেখনী দ্বারা কত বর্ণও শব্দাত্মক কত প্রকার রসযুক্ত রচনা সকল করা যায়। এক ব্রহ্মের এক ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নানা পদার্থ হইয়াছে। সেই শক্তি প্রভাবে নানা কার্য্য হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। ৪।

একটী গীতে বহু প্রকার বহু অক্ষর থাকে; বহু প্রকার অক্ষরে বহু প্রকার কথা থাকে; ঐ সকল কথার প্রত্যেকটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। কিন্তু সমস্ত গীতটীর সুর এক। স্থূল জড় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহু প্রকারের বহু, সেই শরীরের অস্থি, মাংস, শোণিত, নখ, কেশ এবং মজ্জা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, কিন্তু ঐ সমস্তই এক আভ্যন্তরিক শক্তিতে পরিচালিত হয়। ৫।

শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি ও রসাস্বাদনশক্তি একই বোধশক্তির পাঁচ প্রকার বিকাশ মাত্র। ৬।

বোধশক্তি ব্যক্ত হইলে অহঙ্কারশক্তি স্ফূরিত হয়। সেই অহঙ্কার থেকে নানা ক্রিয়াশক্তির স্ফূরণ হইতে থাকে। ৭।

জীব শরীরের একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে যে সমস্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহারা সমস্তই ক্রিয়াশক্তি। নানা প্রকার ক্রিয়া আঁছে, এই জন্য নানা ক্রিয়াশক্তি। এক ক্রিয়াশক্তি, তাহার নানা শাখা প্রশাখা। ৮।

ষড়রিপুর প্রত্যেক রিপুই এক একটী ক্রিয়াশক্তি। লোভ-করাও ক্রিয়া, এই জন্য লোভও ক্রিয়াশক্তি। ৯।

আমি এক, গুণ আমার অনেক। আমার নানা গুণই আমার নানা শক্তি। সেই সমস্ত গুণের বিকাশই নানা কার্য্য। প্রত্যেক গুণের পরিচয় প্রত্যেক কার্য্যে। ১০।

নানা কার্য্যে নানা গুণের প্রকাশ হয়। কার্য্য ব্যতীত গুণের প্রকাশ হইতে পারে না। ১১।

আমরা কতকগুলি কার্য্য দয়ায় করি, কতকগুলি কার্য্য স্নেহে করি এবং অবশিষ্ট কার্য্যগুলি অন্যান্য কারণেও করি। ১২।

যে কার্য্যে কাহারও ক্ষতি হয় না, যে কার্য্যে কাহারও নিকট অপরাধী হইতে হয় না, যে কার্য্যে মনে সুখশান্তি হয়, সেই কার্য্যই উত্তম, কর্ত্তব্য ও শ্রেয়। ১৩।

যেমন কর্ম্ম নানা প্রকার আছে, তদ্রূপ ধর্ম্ম কর্ম্মও নানা প্রকার আছে। যেমন প্রত্যেক কর্ম্ম এক একটী শক্তি, তদ্রূপ প্রত্যেক ধর্ম্মকর্ম্মও এক একটী শক্তি। এক ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত নানা প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মও বটে। যোগও এক প্রকার শক্তি। ১৪।

সকল কর্ম্মেরই ফল আঁছে। সৎকর্ম্মের সৎফল। নিষ্ফল কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। ১৫।

বোধশক্তি প্রভাবে আমি আছি বোধ করি। বোধশক্তি না থাকিলে, আমি আছিও বোধ করিতাম না। ব্রহ্মের বোধশক্তি আছে, তাই ব্রহ্ম আছেন বোধ করেন। তাঁহার বোধশক্তি না থাকিলে, তিনি আছেনও বোধ করিতেন না। এবং তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সৃজন, পালন, নাশ প্রভৃতি বিবিধ অদ্ভুত কার্য্য সকলও হইত না। ১৬।

ব্রহ্ম যেমন নিত্য, তদ্রূপ যে বোধশক্তি প্রভাবে তিনি আছেন বোধ করেন, তাহাও নিত্য। ব্রহ্মের সেই বোধশক্তি যখন অব্যক্তভাবে থাকেন, তখন ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। যখন সেই বোধশক্তি ব্রহ্মে ব্যক্ত থাকেন, তখন ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। আমার নিদ্রিতাবস্থায় বোধশক্তি অব্যক্ত থাকে, জাগ্রতাবস্থায় তাহা ব্যক্ত হয়। ব্যক্ত হইলে আমি আছি ও জগৎ আছে বোধ করি। নিদ্রিতাবস্থায় বোধশক্তি অব্যক্ত থাকিলে, আমি আছিও বোধ করি না, জগৎ আছেও বোধ করি না। ১৭।

ঈশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য।

মনে কত রকম কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। জীব সকল রকম কার্য্য করিতে পারে না। মনে যে সকল কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়, সেই সকল কার্য্য যিনি করিতে পারেন, তিনিই ভগবান্ ও সর্ব্বশক্তিমান্। ১।

ঈশ্বর বিভু। সর্ব্বশক্তি তাঁহার বিভূতি। বিভূতি ঐশ্বর্য্য। ২।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ একেরই চার অবতার হইলেও

চার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ চার প্রকার। নাস্তিক ও আস্তিক পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও এক ভগবান্ কখন নাস্তিক ও কখন আস্তিক হইয়াছেন। ৩।

এক ব্যক্তিই অনেক গুণে অনেক। তিনিই পিতা, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই প্রভু, তিনিই দাস, তিনিই গুরু, তিনিই শিষ্য এবং তিনিই কবি। এক ভগবানও অনেক গুণে অনেক। এক একটী গুণের যিনি যত টুকু জানিয়াছেন, তিনি তাঁর সম্বন্ধে তত টুকুই বর্ণনা করিয়াছেন। ৪।

শিব অনন্ত-রূপ। এই জন্য কাশীতে স্থানে স্থানে শিব। ৫।

ঈশ্বরের নানা রূপ, নানা আকার, নানা গঠন, নানা গুণ ও নানা শক্তি। ৬।

কতকগুলি সামগ্রীর উপর অতি সুন্দর, কিন্তু ভিতর অত্যন্ত কদর্য্য। রঙ্ করা সাজান পুতুলের উপর দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু ভিতরে খড় ও বাকারী। সুন্দরী যাহাকে বল, তাহার উপর সুন্দর, ভিতর সুন্দর নয়। কেবল ঈশ্বরই ভিতরে ও উপরে সুন্দর। ৭।

আমি অক্ষম, ঈশ্বর সক্ষম। ঈশ্বর শক্তিমান্, আমি নিঃশক্তি। ঈশ্বর সদয়, আমি নির্দ্দয়। ঈশ্বর প্রেমিক, আমি অপ্রেমিক। ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আমি অসর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বর সর্ব্বগুণী, আমি গুণ বিহীন। ঈশ্বর স্বাধীন, আমি পরাধীন। ৮।

চৈতন্য সগুণ সক্রিয়। চৈতন্য প্রভাবেই আমরা চেতন, চৈতন্য প্রভাবেই আমাদের দেহ সচেতন। ৯।

নারীর সুশ্রী মুখ হইলে তাঁহাকে শশীমুখী, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী

প্রভৃতি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মুখে এবং শশীতে আর পদ্মে কত প্রভেদ। শশীর অবস্থান আকাশে এবং পদ্মের জলে।। উপমার সঙ্গে উপমেয়র কত প্রভেদ। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে কোন্ উপমাই খাটে না। পার্থিব কোন উপমাতেই সচ্চিদানন্দকে বোঝান যায় না। ১০।

একটা মানুষে কত প্রকার কার্য্যকারিণী শক্তি থাকে। একটা মনে কত কথা, কত ভাব থাকে। এক ঈশ্বরে কত প্রকার শক্তি আছে। ১১।

ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিলে দুই শক্তি ও এক শক্তিমান্ অভেদ বুঝি। সৎকে শক্তি বলা হয় নাই। সৎই শক্তিমান্। চিৎ ও আনন্দ দুই শক্তি। ১২।

অগ্নি আর অগ্নির শক্তি অভেদ ভাবে অবস্থান করে, অথচ অগ্নির শক্তি অগ্নি থেকে পৃথক্ ভাবে ও অন্য বস্তুতে অবস্থান করিতে পারে। অগ্নির উপর জল বসালে জলও অগ্নির শক্তি বিশিষ্ট হয়। জল অগ্নি শক্তিময় হয়। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ বটেন আবার অথচ সেই শক্তিই সকল বস্তুতেই সঞ্চারিত হইয়া আছেন। ১৩।

লোক কথায় বলে "অমুকের অসাধ্য কিছুই নাই"। কোন জীবের অসাধ্য কিছুই নাই বলা যায় না। কারণ জীবের সকল কার্য্য করিবার সাধ্য নাই। কেবল ভগবানের অসাধ্য কিছু নাই বলা যায়। ১৪।

ঈশ্বরের ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর অপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং তিনি নিরীশ্বর ও নাস্তিক। ১৫।

ভগবানের নিত্য জ্ঞান, নিত্য প্রেম। ভগবানের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেম অনন্ত। ভগবানের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেম

নির্হেতু। জীবের জ্ঞানের ও প্রেমের হেতু আছে, জীবের জ্ঞান ও প্রেম অন্ত বিশিষ্ট। জীবের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেম হইতে পারে না। ১৬।

আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরই আমার পূর্ণ জ্ঞান নাই। অতীত কালের ঘটনাবলীর কিছু কিছু জানি, সব জানি না। ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ভগবান্ ত্রিকালজ্ঞ। তিনি কি না জানেন, তাঁর অগোচর কিছুই নাই। ১৭।

অভাব শূন্য জীব নাই। সাধু অসাধু সকলেরই কোন না কোন বস্তুর অভাব আছে। অভাব, "অভাব" যাহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত। আপনি বলিতেছেন, আমরা সাধু, আমাদের অভাব থাকিবে কেন? রাজাদের অভাব থাকিবে। আপনারা যদি একেবারে অভাব শূন্য হইতেন, তাহা হইলে, ক্ষুধায় আহার করিতে ও তৃষ্ণায় জলপান করিতে হইত না। আমি দেখি ক্ষুধায় অন্নের অভাব আপনারা খুবই বোধ করেন, তৃষ্ণায় পানীয়ের অভাবও বোধ করেন। তবে আমরা সাধু আমাদের অভাব থাকিবে কেন এই মিথ্যা কথাটী কন্ কেন? একেবারে অভাব শূন্য পরমেশ্বর ব্যতীত এই ঘোর কলিকালে জীব হইতে পারেনা। ১৮।

পুরুষ স্বয়ং ভগবান। সেই পুরুষেরই পুরুষার্থ আছে। সেই পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ হয় না। ১৯।

পরমেশ্বর চিরকালই পরমেশ্বর। তিনি কখন পরমেশ্বর এবং কখন অপরমেশ্বর হন না। পরমেশ্বর চিরকালই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান্। ২০।

পরম জ্ঞান অপেক্ষা অপর মহৈশ্বর্য্য নাই। সে মহৈশ্বর্য্য জীবের নাই। তাহা পরমেশ্বরের আছে। ২১।

পরমেশ্বরের মতন, পরম জ্ঞানও নিত্য। পরমেশ্বর অনন্ত। পরম জ্ঞানও অনন্ত। ২২।

জ্ঞানশক্তি "বিদ্যার" পতি "সুন্দর"। "সুন্দর" যে স্বয়ং শিব, এই জন্য তাঁহার নাম "শিবসুন্দর"। প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়ই রাজা। সেই রাজার নাম "বীরসিংহ"। তাঁহার কন্যা জ্ঞানশক্তি "বিদ্যা"। সেই জ্ঞানশক্তি বিদ্যাই "শিবসুন্দরকে" প্রকাশ করেন। অবিদ্যাশক্তিই সুন্দরকে আবৃত ক'রে রাখে। সেই অবিদ্যাশক্তিরই অপর নাম অজ্ঞান। ২৩।

শিবের আদ্যাশক্তি ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্য তাঁর আছে বোলে তিনি ঈশ্বর। আদ্যাশক্তি ত সামান্য ঐশ্বর্য্য নহে। সে ঐশ্বর্য্য যে পরমৈশ্বর্য্য। এইজন্য শিবকে পরমেশ্বরও বলা যায়। ২৪।

আদ্যাশক্তির অংশ সর্ব্বশক্তি। শিব সেই আদ্যাশক্তিমান, এই জন্য তাঁকে সর্ব্বশক্তিমানও বলা যায়। ২৫।

যে শিবের আদ্যাশক্তি ঐশ্বর্য্য, তাঁহার সমস্ত পার্থিব বস্তু তুচ্ছ। এই জন্য তিনি দিগম্বর। ২৬।

শিবের আদ্যাশক্তি ঐশ্বর্য্য অথচ তাঁহার মতন ভিখারী আর নাই। শিবের ভাব যাঁহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। শিবের মতন পাগল না হোতে পারিলে, উলঙ্গ হয়ে থাকা উচিত নয়। ২৭।

আমার বিদ্যা অনেক লোককে দিলেও আমার বিদ্যা কমে না, আমার বিদ্যা যেমন তেমনিই থাকে। অথচ আমার মতন তাহারাও বিদ্বান্ হয়। পরমেশ্বরের অংশ অবতার সকল পরমেশ্বর

হইলেও পরমেশ্বর কমেন না, তিনি যেমন তেমনই থাকেন, থাকিলেও আদ্যাশক্তি কমেন না, আদ্যাশক্তির অংশ আদ্যাশক্তি অনেক থাকিলেও আদ্যাশক্তি কমেন না, তিনি যেমন তেমনই থাকেন। ২৮।

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের অধীন, এইজন্য তাঁহাকে হৃষীকেশ বলা হয়। হৃষীক অর্থে ইন্দ্রিয় সমূহ। ইন্দ্রিয়সমূহ যে শ্রীকৃষ্ণের অধীন, ইন্দ্রিয়সমূহ যে শ্রীকৃষ্ণের কৃতদাস, শ্রীকৃষ্ণ যে ইন্দ্রিয় সমূহের ঈশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়। আর তাঁহার কৃপায় তাঁহার ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন। ২৯।

শিবের একটী নাম ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, তিনি বিশ্ব পালন করেন, বিশ্ব সংহার করিবার শক্তিও তাঁহাতে আছে। ঈশ্বর সৃজন, পালন ও নাশ এই তিনই করেন, তিনি বিশ্ব সৃজন করিবার কর্ত্তা, পালন করিবার কর্ত্তা ও নাশ করিবার কর্ত্তা, এই জন্য তাঁহার নাম বিশ্বেশ্বর। বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে, বিশ্ব তাঁহাতে যুক্ত। বিশ্ব তাঁহাতে যুক্ত আছে বলিয়া তাঁহার নাম বিশ্বেশ্বর। ব্যাকরণ অনুসারে বিশ্বেশ্বরের সহিত ঈশ্বরের সন্ধি এই প্রকারে হইয়াছে—বিশ্ব+ঈশ্বর=বিশ্বেশ্বর। যখন বিশ্ব হয় নাই, তখন কেবল ঈশ্বরই ছিলেন, এখন বিশ্ব হইয়াছে, এখন ঈশ্বর আর কেবল ঈশ্বর নাই, এখন ঈশ্বর আর তাঁহার সৃজিত বিশ্ব এই দুটী দেখিতেছি। বিশ্ব আর ঈশ্বর অভেদ নয় বটে, কিন্তু বিশ্ব ঈশ্বর থেকে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে না। বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের সন্ধি হয়ে গিয়াছে যে, বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের যোগ হয়ে গিয়াছে যে। যোগই ত লয় নয়, এই জন্য বিশ্ব আর ঈশ্বর মিলিত হইলেও, উভয়ে সন্ধি হইলেও, উভয়ে

যোগ হইলেও উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ৩০।

জগতের এক রাজা। সেই রাজা “রাম”। তাঁহার প্রজা যত জীবজন্তু। রাম ব্যতীত অপর কোন প্রকৃত রাজা নাই। রাজারাম ব্যতীত অপর কোন রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতাও নাই। প্রকৃত পক্ষে জীবের কোন ঐশ্বর্য্যই নাই। সর্ব্বৈশ্বর্য্য রামের আছে। প্রকৃতপক্ষে জীব নির্ধনী। রাম ধনী। ৩১।

জল যে কলসীর মধ্যে আছে, সে কলসীকে জলের কলসী বলা হয়। পরমেশ্বর বিশ্বে আছেন, এই জন্য বিশ্ব তাঁহার রূপ। বিশ্বের বিবিধ পদার্থের মধ্যে তিনি আছেন, এইজন্য বিশ্বের বিবিধ পদার্থ তাঁহার রূপ। তিনি বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে আছেন, এইজন্য বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার রূপ। ৩২।

কাষ্ঠকে বল্মীক মৃত্তিকা করে। কোন সুবিখ্যাত রাসায়নিককে উহা পরীক্ষার্থ দিলে, কাষ্ঠ মৃত্তিকা হইয়াছে বলিতেও পারে না, কোন্ কাষ্ঠ মৃত্তিকা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারেন না। ভগবান্ মনুষ্য হইলে অনেক ভক্তেও চিনিতে পারেন না। ৩৩।

কাষ্ঠ মৃত্তিকা হয় যখন, তখন ভগবান্ মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ, বলরাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্য হইবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? ৩৪।

পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর না বলিয়া পরমেশ্বরী বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তিনি পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই। তাঁহাকে পিতা বলিলেও কোন দোষ হয় না, মাতা বলিলেও কোন দোষ হয় না। তিনি আমাদের পিতাও বটেন, তিনি আমাদের মাতাও বটেন। ৩৫।

বিশ্বেশ্বরের মতন বৃদ্ধ নাই। তিনি যে চিরবৃদ্ধ। আমরা ত চিরবৃদ্ধ নই। আমরা শিশু ছিলাম, বালক ছিলাম, যুবা ছিলাম, প্রৌঢ় ছিলাম। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এমন বৃদ্ধ চিরকাল থাক্‌বো না, কিন্তু বিশ্বেশ্বর চিরকাল বৃদ্ধ থাকিবেন। তিনি কখন শিশু, কখন বালক, কখন যুবা, কখন প্রৌঢ় হন নাই। কাল যখন হয় নাই, তখনো তিনি ছিলেন। তাঁহার কি আদি আছে? তিনি যে অনাদি। ৩৬।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রেম করেন, তাঁহাকেও প্রেমিক বলা যায়। ঈশ্বর আমাদের নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাকেও রক্ষক বলা যায়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জ্ঞানী হয়েনই বা কি প্রকারে বলি? ঈশ্বর থেকে আমাদের উৎপত্তি সুতরাং ঈশ্বরই আমাদের মাতাপিতা। বিপদ্ কালে তিনি রক্ষা করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায়। তবে ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের প্রকৃত বন্ধু কে আছে? ৩৭।

পৃথিবীর প্রত্যেক জলাশয় অপেক্ষা চন্দ্র সূর্য্য কত বড়, অথচ প্রত্যেক জলাশয়ে চন্দ্র সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হন। প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্তের স্বচ্ছমন অপেক্ষা ভগবান্ কত বড়, তথাপি তিনি প্রত্যেকেরই মনে প্রতিবিম্বিত হন। ৩৮।

মানুষের পক্ষে সম্ভব আর অসম্ভব, ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই। সম্ভব অসম্ভবের জন্ম তাঁ থেকে, মানুষ যাহা অসম্ভব মনে করে, ভগবান্ তাহা সম্ভব করিতে পারেন ভগবান্ অবতীর্ণ হ'য়ে কত অসম্ভব সম্ভব করেন, এটী তাঁর জীবের প্রতি বিশেষ কৃপা। ৩৯।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে "বাঞ্ছাকল্পতরু" সে বিষয়ে আর

সন্দেহ নাই। একান্ত মনে তাঁহার কাছে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। তোমার যদ্যপি ভক্তি আবশ্যক হইত, তোমার যদ্যপি প্রকৃত ভক্তির অভাব বোধ হইত, তাহা হইলে তোমার ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন ইচ্ছা থাকিত না, তাহা হইলে তোমার ভক্তির প্রতিই সমস্ত অনুরাগ হইত, তাহা হইলে তুমি ভগবানের কাছে একান্ত মনে ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুই চাহিতে না। যখন তুমি ভক্তি ভিন্ন অপর কিছু চাহিবে না, যখন তোমার ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তখন তুমি ভক্তিও পাইবে। ৪০।

ভগবানের প্রতি নির্ভরও ভগবানের ইচ্ছায় হয়। জীবের নিজের ক্ষমতায় হয় না। ৪১।

চন্দ্র সূর্য্য এবং অন্যান্য পদার্থ স্বচ্ছ জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া ঐ সকল পদার্থ এবং জলাশয় অভেদ নয়। ভক্তের স্বচ্ছ মনরূপ জলাশয়ে ভগবান্‌চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া স্বচ্ছমন, ভক্তজীবও তিনি অভেদ নন। উভয়ে অনেক প্রভেদ আছে। ৪২।

সুকবি গায়ক যেমন নিজের রচিত কবিতা পাঠে ও নিজের রচিত গীত গাহিয়া আনন্দিত ও মোহিত হন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও তাঁহার সৃজিত মানবের স্তবস্তুতি বন্দনা শুনিয়া আনন্দিত ও বিমোহিত হন। ৪৩।

আগুনে হাত দিবামাত্র হাত পোড়ে। বিলম্বে পোড়ে না। ক্রমে ক্রমে পোড়ে না। জলে গা ডোবাবা মাত্র গা ঠাণ্ডা হয়। বিষপান করিবামাত্র শরীর আচ্ছন্ন করিতে থাকে। ভগবান্‌কে দর্শন করিবামাত্র মুক্তি হয়। ভগবান্‌কে দর্শন করিবামাত্র মগ্ন হয়। ভগবান্‌কে দর্শন করিবামাত্র প্রেমভক্তি হয়। ৪৪

সাকার বাদ।

সাকার ও নিরাকার। আকার নিরাকার নয়। ১।

সগুণ অর্থে গুণবিশিষ্ট। সাকার অর্থে আকারবিশিষ্ট। সাকার অর্থে আকার নহে। ২।

আকারের সৌন্দর্য্য, নিরাকারের সৌন্দর্য্য হইতে পারে না। নিরাকারকে সুন্দর বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আকারবিশিষ্ট সাকারকে সুন্দর বলা যাইতে পারে। ৩।

ব্রহ্মের অনন্ত সাকাররূপ। সেই সমস্ত কোন রূপেরই উপমা হয় না। সে সমস্ত অসাধারণ অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য সাকাররূপ। সেই সকলের কতকগুলি সম্বন্ধে আভাসেও বলা যায় না। কতকগুলি সম্বন্ধে কোন কোন পদার্থের উপমা দ্বারা আভাষ মাত্র বলা যায়। ৪।

চৈতন্য নিষ্ক্রিয় নহেন। চৈতন্যই চেতন করেন। যিনি চেতন করেন, তিনি সক্রিয় অবশ্যই বলিতে হইবে। ৫।

চৈতন্য জড়ের সহিত নির্লিপ্ত থাকিলে, জড় যে অচৈতন্য (অচেতন) থাকিত। পঞ্চভূতের কোন ভূত সচৈতন্য নহে? সৃষ্টির কোন্ পদার্থ সচৈতন্য নহে? ৬।

প্রত্যেক জড় চৈতন্যময় না হইলে, কোন্ জড় কার্য্য করিতে পারিত? কোন্ জড়ের গুণবিকাশ হইত? ৭।

স্থূল দেহ জড়যন্ত্র মাত্র। চৈতন্য যন্ত্রীই উহা দ্বারা নানা কার্য্য সম্পাদন করেন। ৮।

কোন প্রকার দাহ্যাশ্রয় ব্যতীত অগ্নির প্রকাশ এবং কার্য্য দেখিতে পাই না। স্থূল জড়াশ্রয় ব্যতীত চৈতন্যের কার্য্য সকল

দেখিবার উপায় নাই, স্থূল জড়াশ্রয় ব্যতীত চৈতন্যের অস্তিত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। ৯।

চৈতন্য এক ভিন্ন দুই নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাৎসর্য্য, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, বিনয়, নম্রতা, ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সমস্তই চেতন। কিন্তু চৈতন্য নয়। জড়দেহ স্থূল চেতন। উহারা সূক্ষ্ম চেতন। ১০।

নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বৃক্ষের নানা শাখা প্রশাখা, পুষ্প,ফল ও পত্র সকলে একই রস রহিয়াছে। একই চৈতন্য সমস্ত সৃষ্টের মধ্যেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১১।

একটী সঙ্গীতে অনেক কথা; অনেক কথায় অনেক অক্ষর আছে। কিন্তু সকলের মধ্যেই এক রাগিণী ব্যতীত দ্বিতীয় রাগিণী নাই। বহু সৃষ্ট এক চৈতন্যময়। ১২।

একই ধ্বন্যাত্মক শব্দ নানা বর্ণাত্মক শব্দের মধ্যে যে প্রকারে নিহিত আছে। সেই প্রকারে এক চৈতন্য সর্ব্বময়। ১৩।

একই প্রেম দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবাত্মক হইয়াছে। একেই চার, চারেই এক। চার ভাবের মধ্যেই এক প্রেম আছে। এক মনোভাব নানা ভাষায় নানা প্রকার শুনি। এক চৈতন্য সর্ব্ববস্তুময়। ১৪।

অন্ধকার গৃহে প্রদীপ, সলিতা এবং তৈল পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা একত্রে রক্ষিত হইলে, সেই অন্ধকার গৃহ আলোকিত হয় না। কিন্তু সেই গৃহে ঐ তিন আশ্রয়ে আলোক থাকিলে, সেই গৃহ আলোকিত হয়। প্রদীপ, সলিতা এবং তৈল জড়; অগ্নি যেন চৈতন্য। জড়াশ্রয় ব্যতীত চৈতন্যের কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। স্থূলদেহরূপ জড়াশ্রয়ে চৈতন্যকৃত নানা কার্য্যের প্রকাশ দেখি। ১৫।

জল-পাত্র তৃষ্ণা নিবারণ করে না। নিবারণ করে জল। জলাশয়ের নিম্ন প্রদেশ এবং চতুষ্পার্শ্ব তৃষ্ণা নিবারণ করে না। নিবারণ করে তন্মধ্যস্থ জল। যে পাত্রে রন্ধন হয়, সে পাত্র কেহ আহার করে না। আহার করে রাঁধা সামগ্রী। আধার আশ্রয় ব্যতীত কোন সামগ্রীই থাকিতে পারে না; আধার আশ্রয় ব্যতীত আমরা কোন সামগ্রীই প্রাপ্ত হই না। ঈশ্বরীয় উপদেশ সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রেমভক্তি মহাত্মাদের স্থূলদেহাশ্রয়েই প্রাপ্ত হই। ঈশ্বর প্রাপ্তিও স্থূলাশ্রয়ে হয়। ১৬।

জীবাত্মা সাকার স্থূল জড়দেহাশ্রয়ে নানা কার্য্য করেন, সাকার স্থূল জড় পানাহার করেন। তাঁহার সাকার নিরাকার উভয়ই মানা উচিত। তিনি যদি সাকার না মানেন, তাহা হইলে তাঁহার সাকারের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্বন্ধ, নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হওয়াই উচিত। তাহা হইবার তাঁহার নিজের ক্ষমতাও নাই। সাকার আশ্রয় ব্যতীত নিরাকারবাদ মতও প্রচার করা যায় না। ১৭।

দেহ দেহী পৃথক্ হইলেও উভয়ে একতা এবং অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে প্রকারে আছে, কোন ফলের ত্বক্, বীজ, শস্ত এবং রস পৃথক্ হইলেও যে প্রকারে পরস্পর একত্ব সম্বন্ধ আছে, এবং সেই অবস্থাতে ঐ চারের সমষ্টিকে যে প্রকারে ফল বলা হয়, সেই প্রকারে স্রষ্টা স্থষ্টি পৃথক্ হইলেও অপৃথক্। ১৮।

ঐ আম্র বীজ খণ্ড বিখণ্ড করিলে, উহা থেকে আম্র বৃক্ষ দেখিতে পাইবে না, ঐ আম্র বীজ পেষণ করিলে উহা থেকে আম্র বৃক্ষ নিষ্কাসিত করিতে পারিবে না, অথচ উহার মধ্যেই অব্যক্তভাবে আম্র বৃক্ষ আছে। অব্যক্ত ভাবে যখন আম্রবৃক্ষ থাকে, তখন তাহা নিরাকার। যখন তাহা ব্যক্ত হয়, তখন তাহা

আকার। প্রত্যেক বৃক্ষই আকার নিরাকার। প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক ফলই আকার নিরাকার। প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক ফল প্রত্যেক বৃক্ষে যখন অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা নিরাকার। ব্যক্ত হইলে তাহাই আকার। কাশীর ঐ মন্দিরের পাষাণ মূর্ত্তি ভগ্নকর, চূর্ণ বিচূর্ণ কর, তুমি বিশ্বনাথ দেখিতে পাইবে না। যাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে, যাঁহার পরাভক্তি হইয়াছে, যাঁহার ভগবত প্রেম হইয়াছে, তিনিই ঐ পাষাণ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ঐ পাষাণমূর্ত্তিকেই চিন্ময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হন। যেমন বীজই বৃক্ষ হয়, তদ্রূপ ঐ পাষাণই ভক্তের ভক্তিতে "চিন্ময়বিশ্বনাথ" হন। ঐ পাষাণ দিব্য পাষাণ। ঐ পাষাণের মধ্যে নিরাকার বিশ্বনাথ রহিয়াছেন। তিনি ভক্তের ভক্তিতে চিদাকার হন। ভক্তের ভক্তিতে তিনি "চিন্ময়সাকার" হন। ১৯।

ওল্ আর ওল্‌কপি গুণে ও আকারে এক প্রকার নহে। সাকার ঈশ্বরের, সাকার জীবের স্বভাব, চরিত্র, গুণ ও আকৃতি নহে। ২০।

সকল গ্রন্থই জড়। সেই সকলের মধ্যস্থিত ভাব চৈতন্য। আনন্দ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে আনন্দ হয়; শোক ও দুঃখ বিষয় পাঠে শোক ও দুঃখ হয়। রহস্য পাঠে হাস্য স্ফূরিত হয়। মূর্খ কোন প্রকার গ্রন্থের প্রত্যেক পত্র এবং পৃষ্ঠা দেখিলেও সেই গ্রন্থের মধ্যস্থিত চৈতন্য ভাবের কিঞ্চিমাত্রও তাহার মনে সঞ্চারিত হইবে না। তাহার পক্ষে ঐ গ্রন্থ অবশ্যই জড় বলিতে হইবে। দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকলও অজ্ঞানী এবং অভক্তগণের পক্ষে ঐ প্রকার জড়। ২১।

অবতার বাদ।

ব্রহ্ম ও এক শব্দ বাচ্য এবং প্রত্যেক জীব জন্তু এবং পদার্থও এক শব্দ বাচ্য হয় ও হইতে পারে। এক ব্রহ্ম এবং এক মনুষ্যে যেমন অনেক প্রভেদ, তদ্রূপ "ভগবান-মনুষ্যে"ও মনুষ্যে অনেক প্রভেদ। ১।

যাঁহাকে ভগবান বলিয়া জান; যিনি তোমাদের ধরা দিয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা চেনে না; তাঁহাকে যাহারা বিশ্বাস করে না, তোমরা তাহাদের প্রতি ভৎসনা পূর্ব্বক বলপ্রয়োগে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিও না। বীজ বপন করিবামাত্র কে পরিপক্ব সুফল প্রাপ্ত হয়? তোমরা এক সময়ে তাঁহাকে চিনিতে না; তোমাদেরও এক সময়ে তাঁহাতে বিশ্বাস ছিল না। তাঁহাকে তোমাদের চিনিবার সময় হইলে, তিনি নিজেই ধরা দিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্যক্তির যখন তাঁহাকে চিনিবার সময় হইবে, তখন তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। ২।

কোন্ ব্যক্তির কখন কোন্ রোগ হইবে তাহার উল্লেখ কোন গ্রন্থেই নাই। সেজন্য কি তাহার কোন প্রকার রোগ হইলে তাহা অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করিতে হইবে? নয়নে রোগ এবং তৎসংক্রান্ত লক্ষণ সকল দেখিলেই বা সেই রোগ কি প্রকারে অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করা যাইবে? ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক স্বভাবচরিত্র, ভগবানের অসাধারণ গুণ সকল যে কোন ব্যক্তিতে দেখিবে, তাঁহাকেই তোমার ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা উচিৎ, তাঁহাকেই তোমার ভগবান্ বলিয়া পূজা অর্চ্চনা করা উচিৎ। ৩।

তুমি চন্দ্রকে একখানি রজত নির্ম্মিত থালার মতন দেখিতেছ। কিন্তু বাস্তবিক উহা জ্যোতিৰ্ব্বিদ পণ্ডিতগণের মতে প্রায় পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ। তুমি সূর্য্যের আয়তন যতটুকু দেখ, বাস্তবিক সূর্য্য সে আয়তন অপেক্ষা অনেক বড়। সূর্য্য পৃথিবীর চেয়েও বড়। তুমি অজ্ঞান বসতঃই চন্দ্র সূর্য্য যেমন, তেমন দেখনা। তোমার চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে চন্দ্র সূর্য্য যেমন, তেমনই দেখিবে। তুমি নরনারায়ণ যেমন দেখ, বাস্তবিক তিনি তেমন নন্। তাহা অপেক্ষা তিনি কত মহান, কত অদ্ভূত তাহা প্রকৃত দিব্যজ্ঞান হইলে জানিবে। ৪।

সমুদ্রের অনেক তরঙ্গ উঠে, আবার সমুদ্রেতেই লয় হয়। রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অনন্ত ব্রহ্মসাগরের এক একটী তরঙ্গ, তাঁহারা ব্রহ্মেতেই লয় হন। কোন জীবই ব্রহ্মসাগরের তরঙ্গ কিম্বা বিম্ব নয়। তাহারা তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে। তাহাদের কেহই, তাঁহার অংশ তিনি নয়। রামকৃষ্ণ তাঁহার অংশ তিনি। ৫।

অর্দ্ধেক নর অর্দ্ধেক সিংহ মূর্ত্তি নৃসিংহ অবতারের পূর্ব্বে ও পরে কখন হয় নাই, সুতরাং তাহা অসাধারণ। অসাধারণ যাহা তাহাই হরি। ৬।

ধূর্জ্জটির অবতার "শ্রীশঙ্করাচার্য্য" চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার অদ্ভূত সন্ন্যাস, অদ্ভূত বিবেক, অদ্ভূত বৈরাগ্য, অদ্ভূত জ্ঞান, অদ্ভূত প্রেম, অদ্ভূত ভক্তি এবং অদ্ভূত সমস্ত সদ্গুণ ছিল। তাঁহার কেবল বাচনিক উপদেশ ছিলনা। তাঁহার সুনির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক স্বভাব চরিত্রই মহামহা উপদেশ গ্রহণের এক অপূর্ব্ব খনি ছিল। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে আর, অজ্ঞানে অভীভূত হইতে হয়না। তাঁহার মতন অসাধারণ পণ্ডিত অতি বিরল। তাঁহার

তুল্য অসাধারণ গুরুভক্ত প্রায় দেখা যায়না, তিনি যেন সকল সদ্গুণের আধার ছিলেন। তিনি যেন সকল সদ্গুণের ঘনীভূত মূর্ত্তি ছিলেন, তাঁহার নামই ছিল "শঙ্কর"। যাহার অর্থ সুখকর। শং অর্থে সুখ। ৭।

বেদব্যাস ব্যতীত অপর কোন ব্যাস হন নাই। কারণ তাহা হইলে বেদব্যাস চরিত ব্যতীত আরো কতকগুলি ব্যাসের চরিতও বিদ্যমান থাকিত। বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার ছিলেন, তিনি নানা সময়ের ভাষা অনুসারে এক সময়ে নানা পুরাণ রচনা করিয়াছেন। যে ভগবান্ বিশ্বরচনা করিয়াছেন, আরো কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী সকল সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ওকার্য্যটী অসম্ভব নয়। ভগবানের নরলীলায় অমন কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। ৮।

মহাসাত্বিক ভাগবত পুরাণে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অবতারগণের উল্লেখ ব্যতীত তাঁহার অসংখ্যাবতার হইবার কথাও আছে। নিম্নলিখিত শ্লোক তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে, যথা—
"অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃহরেরদ্ভুত কর্ম্মণঃ"। ৯।

কোন্ যুগের কয় অবতার তাহা গীতায় নাই। গীতার অবতার বাদ এইরূপ—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মন সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে।" ১০।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আদ্যাশক্তি কালীর ও অসংখ্য অবতার। তিনি উপাশকদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য, জগতের হিতের জন্য

এবং দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশার্থে সময়ে সময়ে বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে "মহানির্ব্বান তন্ত্রের" চতুর্থোল্লাসে স্বয়ং সদাশিব বলিয়াছেন—

> "উপাসকানাং কার্য্যার্থং, শ্রেয়সে জগতামপি।
> দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ।" ১১।

ভাঁড়ারে সকল রকম জিনিস রাখিতে হয়; যখন যে জিনিসের আবশ্যক হয়, তখন সে জিনিস বাহির করিতে হয়. নররূপী ভগবানের ভাণ্ডারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি অনেক সামগ্রী আছে, যখন যেটী বাহির করিবার আবশ্যক হয়, তখন সেটীই বাহির করেন। ১২।

সমন্বয়তত্ত্ব।

পরমেশ্বর এক। সেই একের নানারূপ, গুণ, নাম ও শক্তি আছে। ১।

এক পরমেশ্বর আকারে, রূপে ও নামে অসংখ্য। কিন্তু তাঁহার সকল আকার, সকল রূপ আর তিনি অভেদ। ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী আকারে, রূপে ও নামে এক নয়, অথচ তিনে অভেদ। ২।

শাঁস, খোসা ও আঁটীর সমষ্টি ফল হইলেও ঐ তিন আর ফল অভেদ হইলেও ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী বলি। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ও সর্ব্বশক্তি অভেদ হইলেও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি বলি। ৩।

ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ উপাধিতে জানা যায় তিনি শক্তি ও শক্তি-

মান উভয়ই। তিনিই সৎশক্তিমান, তিনিই চিৎও আনন্দ এই দুই শক্তি। ৪।

এক মনোভাব নানা ভাষায় নানা প্রকার শুনিবে। যে সকল ভাষা জানে, সে এক ভাবই বোধ করিবে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানামতের নানা প্রকার আচরণ। ফল এক। ঈশ্বরীয় নানা মূর্ত্তি দেখ, বোধে এক। ৫।

দেবনাগরী 'ক' ও বঙ্গভাষার 'ক' আকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু উভয়ই 'ক'। শিব কৃষ্ণ রূপে বিভিন্ন, স্বরূপে কোন ভেদ নাই। ৬।

অনেক শক্তিগ্রন্থে শিবকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। "অনন্ত সংহিতা" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। জগতের নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জানা যায়, ঈশ্বর এক ব্যতীত দুই নন্। অতএব সেইজন্য শিবকৃষ্ণ অভেদ বলিতে হয়। ৭।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দের অন্তর্গত চিৎ। চিৎই যোগমায়া। যোগমায়াই কালী। সুতরাং কালীকৃষ্ণ, অভেদ। ৮।

শ্রীরামকে "অধ্যাত্ম রামায়ণের" অরণ্য কাণ্ডীয় অষ্টম অধ্যায়ে জটায়ুকৃত স্তবে, "গিরিবরধারিণ মীহিতাভিরামম্" বলা হইয়াছে। গিরিবরধারী অর্থে গোবর্দ্ধন গিরিধারী। গোবর্দ্ধন ধারী শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং ঐ শ্লোকাংশ অনুযায়িক রামকৃষ্ণ অভেদ। ৯।

"নির্ব্বাণ ষট্‌কের" "চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহং" শ্লোকাংশে জ্ঞাত হই, শিব চিৎ ও আনন্দ উভয়ই। চিৎকালী ও রাধানন্দ উভয়ই শিব। ঐ তিনে ভেদ করিও না। ১০।

বিশ্বেশ্বর এক "বিষ্ণু পুরাণীয়" প্রথম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুকে"———বিশ্বেশ্বরো হরিঃ" বলা হইয়াছে। কাশীখণ্ডের মতে শিব বিশ্বেশ্বর। বিষ্ণু অভেদ। ১১।

"নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত" চতুর্থ রাত্রের অষ্টম অধ্যায়ের বালগোপাল স্তোত্রে "জগৎ শিব" বলা হইয়াছে। "বিষ্ণুপুরাণে" বিষ্ণুকে জগৎ বিষ্ণু বলা হইয়াছে। ১২ ।

রুক্মিণী লক্ষ্মীর অবতার ; "শ্রীমদ্ভাগবতে" আছে তিনি শিব ও অম্বিকার পূজা করিয়াছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি তিনি শিব শক্তিকে হতশ্রদ্ধা ও অভক্তি করিতে পারেন না। ১৩।

"মহা ভাগবতের" মতে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় গোপকন্যা রাধা হইয়াছেন। "নারদ পঞ্চরাত্রের" মতে সেই গোপির প্রসাদ ব্রহ্মর্ষি নারদ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছেন। সেই রাধার পূজা প্রত্যেক ভক্তিমান করিয়া থাকেন। ভগবান ও তাঁহার ভক্ত অতি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাদের প্রসাদ শিরোধার্য্য। ১৪ ।

"মহাভাগবত" অনুসারে স্বয়ং শঙ্করই প্রকৃতিরূপে রাধা হইয়াছেন স্বীকার করিতে হইলে, রাধা ভক্তের শিববন্দনীয়। শিবভক্তের রাধা বন্দনীয়। ১৫।

কোন কোন পুরাণে অপনারায়ণ বলা হইয়াছে। গঙ্গা ও অপ, সুতরাং তিনিও নারায়ণ। গঙ্গা প্রকৃতিরূপা নারায়ণ। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। ১৬।

সংস্কৃত সৎশব্দার্থে উত্তমও হয়। ব্রহ্মকে সৎ বলা হয়। ইংরাজীতে পরমেশ্বর বাচক "গড্" শব্দ "গুড্" শব্দের অপভ্রংশ। "গুড্" অর্থেও উত্তম, সৎ অর্থেও উত্তম। সুতরাং "গুড্" এবং সৎ অভেদ। "গড্" এবং সৎব্রহ্মও অভেদ। ১৭।

"চৈতন্য ভাগবতের" মধ্য খণ্ডে বর্ণিত আছে—"আদ্যাশক্তি

রূপে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।” আদ্যাশক্তি এক ভিন্ন দুই নহেন। বৈষ্ণবদের একটী আদ্যাশক্তি এবং শাক্তদের অপর একটী নহেন। ১৮।

এক শক্তি অখণ্ড থাকিয়াও বহু হইতে পারেন। দ্বীপালোক যেন শক্তি। সেই এক দীপ হইতে বহু দীপ জ্বালিলেও সে দীপ পূর্ণ থাকে। ১৯।

“বিষ্ণু পুরাণে” বিষ্ণুকে ব্রহ্ম, শিব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলে শিবকে ব্রহ্ম,“মহাভাগবতে ”শক্তিকে ব্রহ্ম, “শ্রীমদ্ভাগবতে” ও “ব্রহ্মবৈবর্ত্তে” কৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং অন্যান্য মতের নানা গ্রন্থে একই ব্রহ্মের নানা নাম আছে। যাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার অভেদ বুদ্ধি হইয়াছে। তিনি “বিষ্ণু পুরাণের” বিষ্ণুকে, শৈবগ্রন্থ সকলের শিবকে,“মহাভাগবতের” শক্তিকে,“শ্রীমদ্ভাগবতের” “ব্রহ্মবৈবর্ত্তের” কৃষ্ণকে অভেদ বোধ করেন। ২০।

“দেবী ভাগবতের” মতে কৃষ্ণকালী অভেদ। “ভগবদ্গীতায়” দেখি শ্রীকৃষ্ণ কালরূপী হইয়াছিলেন। “অধ্যাত্ম রামায়ণের” নানা স্থানে শ্রীরামচন্দ্রকে কাল এবং সীতাকে কালী বলা হইয়াছে। “অদ্ভূত রামায়ণেও” সীতাকালী হইবার কথা আছে। শিবই কাল। ভগবতী কালী। রামকৃষ্ণ শিবে ভেদ করিওনা। সীতা এবং ভগবতী কালীতে ভেদ করিওনা। “স্কন্দপুরাণের” মতে শিবই রাম হইয়াছিলেন “নারদ পঞ্চরাত্রে” রাধা দুর্গায় ভেদ নাই। “মুণ্ডমালা তন্ত্রে” মহামায়া “হরিহরাত্মিকা বিদ্যা ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মিকা ”। মহামায়া ভগবতীর অপর একটী নাম মাত্র। ২১।

মনুষ্য বহু। প্রত্যেক মনুষ্যের রুচি স্বতন্ত্র। নানা মনুষ্যের

নানা প্রকার খাদ্যে, নানা প্রকার পরিচ্ছদে, নানা প্রকার কথোপকথনে রুচি এবং আনন্দ। এমন কি প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও এক প্রকার নহে,এই জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে; নানা প্রকার শাস্ত্র হইয়াছে, সেই জন্য ভগবানও নানারূপী হন। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব। নিরাকারত্বে একত্ব। সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরীয় বহু সাকার এক বোধ এবং দর্শন হয়। এই প্রকার বোধ এবং দর্শনকে সাকারে অদ্বৈতজ্ঞান বলা যায়। মহাসিদ্ধাবস্থায় সাকার নিরাকার অভেদ জ্ঞান হয়। এই প্রকার জ্ঞান অতি দুর্লভ। ২২।

নানা ভক্ষ্য, ক্ষুধা এক, প্রত্যেক ভক্ষ্য দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। নানা শাস্ত্র নানা মত। ঈশ্বর এক। প্রত্যেক মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৩।

শঙ্করাচার্য্য, বেদব্যাসকে অদ্ভুত কৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ব্যাস তাঁহাকে অদ্ভুত শিব বলিয়াছেন, শঙ্কর পরম শিবের অবতার, এই জন্য তাঁহাকে অদ্ভুত শিব বলা হইয়াছে। তাঁহার শক্তি ব্রহ্ম বিদ্যা পার্ব্বতী। ২৪।

শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই মোহান্ত আছেন। তারক নাথের মোহান্ত শৈব। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চৌষট্টি মোহান্ত ছিলেন। অনেক অদ্বৈতবাদিদিগের মঠে যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনিই মোহান্ত। ২৫।

এক ব্যক্তি কখন হাসে কখন কাঁদে। হাস্য ক্রন্দন পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ দুই যদি একাধারে থাকিতে পারে, তবে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিই বা একাধারে থাকিতে পারিবেনা কেন? ২৬।

"মুসলমানেরা" খোদার দরগার সম্মুখে হাজৎ প্রভৃতি নানা ভোগের সামগ্রী প্রদান করেন। আর্য্যরাও ঈশ্বরের নানা প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে ভোগ দিয়া থাকেন। ২৭।

ঈশ্বর নিজে যে প্রকারে রাম অবতারে দেব ও ধর্ম্মদ্বেষী রাবণ প্রভৃতি কতকগুলি রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে প্রকারে কৃষ্ণ অবতারে কংস প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে প্রকারে পরশুরাম অবতারে তিন সপ্তবার ধরা নিক্ষত্রীয়া করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে প্রকারে বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে বিষ্ণুরূপে মধুকৈটভ বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে শিবরূপে ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি দুর্ম্মদাসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে সেই শিবরূপে দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে দুর্গারূপে দুর্গাসুর বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে কালী প্রভৃতি নানা শক্তিরূপে নানা অসুর বধ করিয়াছিলেন। সেই প্রকারে তাঁহারই প্রেরিত দাস "মহাত্মা মহম্মদ" তাঁহারই আদেশানুসারে দেশকাল পাত্রানুসারে আত্মরক্ষার জন্য, আত্মধর্ম্ম রক্ষার জন্য, নিজদলস্থগণের ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষার জন্য, প্রকৃত ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য, বিধর্ম্মী কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে স্বগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আবশ্যক মতে সৃজন, পালন এবং নাশ তিনিই করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতীত, তাঁহার শক্তি ব্যতীত ঐ তিন আর কেহই করিতে পারে না। ২৮।

বঙ্গ দেশীয় কোন কোন নারী "গোকাল ব্রতে" গাভী পূজা

করেন। মুশার সময়ের কতকগুলি "ইস্রালীয়" লোক গোবৎস পূজা করিয়াছিলেন। ২৯।

মহাভাবে সকল সমাধিই আছে। উন্মাদ প্রভৃতি চেতন সমাধির অন্তর্গত। মূর্চ্ছাই সবিকল্প সমাধি। নির্ব্বিকল্প সমাধি মৃত্যুদশা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ণ দশদশাই হইত। সুতরাং বলিতে হইবে তাঁহার সকল সমাধিই হইত। ৩০।

পঞ্চম অংশ।

অজ্ঞান।

যে সকল প্রাচীন ব্যক্তিরা "দাবাবোড়ে", "পাসা", "তাস" প্রভৃতি ক্রীড়ায় আসক্ত, তাঁহারা মায়াময় সংসারে অধিক মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বৃথা ক্রীড়ায় যাঁহাদের আমোদ, তাঁহারা সংসারে অধিক আসক্ত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ১।

আসক্তি নানা প্রকার। সকল আসক্তিই বন্ধন। সকল আসক্তির মধ্যে পুরুষের প্রকৃতিতে আসক্তি এবং প্রকৃতির পুরুষে আসক্তি মহাবন্ধন। সে বন্ধন মুক্ত হওয়া অতি সুকঠিন। ২।

চিটেগুড়ও মিষ্ট বটে। কিন্তু তাঁহা খেতে যেয়ে অনেক মাচিই মারাগিয়াছে। সুন্দরী যুবতী যেন চিটেগুড় আর তাতে মুগ্ধ ব্যক্তি যেন মাছি। নবাৎ, কদ্‌মা, মঠ ও চিনিতে মাছি বসিলে মরে না। নবাৎ প্রভৃতি যেন সন্ন্যাস আশ্রম। চিটেগুড় যেন গার্হস্থ। ৩।

ভবকারাগারে অনেক মহল আছে। সুধু এক মহল থেকে মুক্ত হোলে কি হবে? ৪।

সর্ব্বাঙ্গে ঘা। দুচার্‌টে শুকালে কি হবে? তোমার অনেক বন্ধন। কেবল দুচার্‌টে বন্ধন মুক্ত হইলে কি হবে? ৫।

কূপের মণ্ডুক যেমন উপরে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও

সংসার-কূপে পড়িয়া রহিয়াছ, উঠিতে পারিতেছ না। গুরুদেব যদি তোলেন, তবেই উঠিবে। ৬।

অধিককাল অস্ত্রে মরিচা ধরিয়া থাকিলে শেষে অস্ত্রের অস্ত্রত্ব পর্য্যন্ত যায়। তাহা কেবল কতকগুলি লৌহচূর্ণরূপে পরিণত হয়। মনরূপ অস্ত্রে অধিক কাল সংসারভোগবাসনারূপ মরিচা ধরিয়া থাকিলে শেষে মনের মনত্ব পর্য্যন্ত যায়। তাহা সংসারভোগবাসনার মূর্ত্তি হয়। ৭।

প্রভুত্ব ও দাসত্ব উভয়ই বন্ধন। ৮।

ভক্তিতে অপরাধের ভয় আছে, সেই অপরাধের ভয় ও বন্ধন। প্রেমে একের অপরের প্রতি অনুরাগ আছে, এবং তাহাতে প্রেমাস্পদের বিরহে মনোকষ্টও হয়। তাই বলি প্রেমও বন্ধন। কোন প্রকার বন্ধন যাঁহার নাই, তিনিই ঈশ্বর। জীব একেবারে বন্ধন শূন্য হইতে পারেনা। তবে তাহার যত বন্ধন কমে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। সাধনা করিতে করিতে ক্রমে অনেক বন্ধন বিহীন হওয়া যায়। ৯।

জগতের সকল জড় এবং চেতন পদার্থের প্রতিই আমার মমতা নাই। কেবল কতকগুলির প্রতি আছে। কতকগুলির প্রতি থাকাতেই কত কষ্ট, না জানি সকলগুলির প্রতি থাকিলে আরো কত কষ্ট হইত। ১০।

যার প্রশংসায় সুখ হয়। তার নিন্দাতেও দুঃখ হয়। ১১।

অজ্ঞান অবস্থায় যে বিচার করা হয়, তাহার ফল অভ্রান্ত নয়। সে বিচারে সৎকে অসৎ ও কখন অসৎকে সৎ বোধ হয়। অজ্ঞান অবস্থায়ও অনেক বিচার, অনেক আলোচনার স্ফূরণ হয়। ১২।

নির্ধন লোকের অনেক সন্তান সন্ততি হইলে, তিনি যেমন

হাতাযোবড়া হয়ে পড়েন, জ্ঞানহীন লোকের অনেক শিষ্য হইলেও তাঁহাকেও তদ্রূপ হাতাযোবড়া হ'য়ে পড়তে হয়। ১৩।

তুমি ছিলে কি না, পরে থাক্‌বে কি না, জান না। এখন আছ, এই মাত্র জান। অথচ তুমি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতেছ। তোমার মত জ্ঞানী হইলেই প্রতুল আর কি? ১৪।

চক্ষু থাকিতেও মূর্খ বোন গ্রন্থ পড়িতে পারে না। গ্রন্থ পড়িবার জ্ঞান বিদ্যা। জ্ঞানহীন ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও সম্মুখস্থ ভগবান্‌কে দেখিতে পান না। ১৫।

অন্ধকারের মধ্য হইতে কেহ তোমাব সঙ্গে কথা কহিলে তাঁহার কথা সকল শোন, কিন্তু সে ব্যক্তিকে দেখিতে পাও না। অনেকে অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্য হইতে দৈববাণী শোনেন, কিন্তু দেব দেখেন না। ১৬।

নিত্যজ্ঞানও ভাল। নিত্যঅজ্ঞানও ভাল। নিত্যজ্ঞানী হইলে নিত্যসুখ, নিত্যানন্দ ভোগের অধিকারী হইতে পার। নিত্য অজ্ঞানী হইলে সমস্ত গুণ, সমস্ত কার্য্যেব বাহিরে থাকা যায়। নিত্য অজ্ঞানী হইলে তোমার ভিতরে সমস্ত গুণ, সমস্ত কার্য্যকারীশক্তি থাকিতেও তুমি সম্পূর্ণ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইবে, সে অবস্থায় তোমাব কিছুরই অভাব বোধ থাকিবে না। সে অবস্থায় অভাবের অভাব হইবে। সে অবস্থায় তোমার সুখ দুঃখ বোধ থাকিবে না। সে অবস্থায় তোমার আনন্দ নিরানন্দ বোধ থাকিবে না। সে অবস্থায় তুমি নিজে আছ, তাহা পর্য্যন্ত বোধ করিবে না। ১৭।

বিবেক-বৈরাগ্য।

দেহই আমি অথবা দেহ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু আমি? মৃত দেহ আমিও বলে না এবং কোন কার্য্যও করে না। তবে কি প্রকারে বলিব দেহই আমি। ১।

অনাত্মা শরীরের সঙ্গে অশরীর আত্মার এরূপ ঘনিষ্ট যোগ যে, সেই অনাত্মা শরীরে আত্মবোধ হইতেছে। সেই অনাত্মায় আত্মজ্ঞান নিবন্ধন এরূপ অজ্ঞানে থাকিতে হইয়াছে। অনাত্মাকে আত্ম বোধ করা কত বড় অজ্ঞান। আত্মার সঙ্গে অনাত্মার বিয়োগ হইলে ঐ অজ্ঞান অপনীত হয়। ২।

আমি আত্মা এই প্রকার নিশ্চয় বোধকে আত্মজ্ঞান বলা যায়। আমি শরীর এ প্রকার জ্ঞানকে অনাত্ম জ্ঞান বলি। অনাত্ম জ্ঞান, জ্ঞান নয়, তাহা অজ্ঞান। আত্মা ব্যতীত সমস্তই অনাত্মার নানা অংশ। ৩।

অস্থি, মাংস, শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি এই জড় দেহ। ঐ সকল ব্যতীত উহা অপর আর একটা কিছু নহে। দশেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহ। ঐ সকল ব্যতীত সূক্ষ্ম দেহ অপর আর একটা কিছু নহে। জড় দেহে অস্থি মাংস প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম মন প্রভৃতি। ৪।

স্থূল শরীর জড় ও অনিত্য। উহা রক্ষার জন্য জড় সামগ্রী সকলেরও আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু উহা আত্মা ব্যতীত এক তিলার্দ্ধ কাল রক্ষিত হ'তে পারেনা। ৫।

নিজের অনিচ্ছায় কাহারো অনুরোধে কোন কার্য্য সম্পাদন বন্ধন। ৬।

কি সামাজিক কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, উভয় প্রকার দল করাই বন্ধন। উভয়বিধ দলের সংস্রবে থাকাই বন্ধন। ৭।

সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উভয় দলেরই প্রভু ও দাস হওয়া বন্ধন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির পক্ষে প্রভুত্ব ও দাসত্ব উভয়ই মহা বিঘ্নজনক। ৮।

তোমার অনেক সন্তান সন্ততি ছিল। তাহাদের এখন কেহই নাই। তাহাদের সকলেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। এখন তাহাদের একবার দেখিবারও উপায় নাই। তাহাদের প্রতি তোমার বিশেষ স্নেহ মমতা থাকায় তাহাদের অভাবে তোমার বিশেষ মনোকষ্ট ও দারুণ শোক বোধ হইতেছে। তবে আবার অন্যের সন্তান সন্ততির প্রতি যে সকল কার্য্য করিলে স্নেহ মমতা হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কার্য্য কর কেন? বারে বারে স্নেহ মমতায় এত শোক দুঃখ পাইয়াও অন্যের সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা করিয়া অভিনব শোক দুঃখের বীজ বপন করিতেছ কেন? ৯।

তোমার ভিতরে দয়া রহিয়াছে। সেই দয়া বশতঃ অন্যের দুঃখ দেখিলে তাহা মোচন করিবার ইচ্ছা হয়, সেই দয়া বশতঃ শোকার্ত্তের শোক নিবারণ করিবার ইচ্ছা হয়। অথচ তোমার দুঃখ মোচন ও শোক নিবারণ করিবার শক্তি না থাকায় ক্ষোভিত হইতে হয়। মুমুক্ষের প্রতি দয়া বৃত্তিও অল্প বন্ধনের কারণ নয়। ১০।

বিবেক থেকে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। বিবেক, বৈরাগ্য প্রসবিনী। অধিক বিবেক যাঁহার, তাঁহার অধিক বৈরাগ্য। অল্প যাঁহার তাঁহার অল্প। ১১।

"তৎসৎ" তদ্ব্যতীত সমস্ত অসৎ যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বিবেকী। ১২।

প্রকৃত বিবেক যাঁর হইয়াছে, তাঁহার সদাসৎ বুঝিবার সামর্থ হইয়াছে। তিনি সতে রত, অসতে বিরত হন। ১৩।

তোমাকে যে অধিক যত্ন করে, তোমাকে যে অধিক স্নেহ করে, তোমার প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ আছে, সে তোমার পরম শত্রু। তোমার প্রতি তাহার স্নেহ যত্ন অনুরাগে, তোমারও তাহার প্রতি স্নেহ যত্ন অনুরাগ হইতে পারে। তাহার প্রতি তোমার স্নেহ যত্ন অনুরাগ হইলেই তুমি বদ্ধ হইবে। তাহার প্রতি তোমার স্নেহ যত্ন অনুরাগ হইলেই ভগবানের প্রতি তোমার যে স্নেহ যত্ন অনুরাগ আছে তাহা কমিবে। ১৪।

বিষ্ঠার দুর্গন্ধ শুঁকিতে কার রুচি হয়? বিষ্ঠা দেখে ঘৃণা কার না হয়? অসচ্চরিত্র মন্দ লোকের প্রতি কাহার না ঘৃণা হয়? তার সংসর্গ কোন্ ভাল (সৎ) লোকের ভাল লাগে? কিন্তু অসৎ তোমার চেষ্টায় যদি সৎ হয়, সে চেষ্টা করা উচিত ও কর্ত্তব্য। অসতের প্রতি দয়া থাকাও ভাল। সদাসৎ উভয়ের প্রতি দয়া কর। কিন্তু অসৎ সঙ্গ অতি সাবধানে করিবে। ১৫।

সর্প দংশন না করিলেও সর্প দেখিয়া ভয় হয়। অসৎ লোক আমাদের কিছু অনিষ্ট না করিলেও তাকে দেখে ভয় হয়। সাবধান হইবার চেষ্টা হয়। ১৬।

কোন একটী ইংরাজী কথা বঙ্গভাষায় লিখিলে সে কথাটীকে বঙ্গভাষাবিৎ কখনই বাংলা কথা বলিবেন না। একজন অসাধু সাধুর বেশ করিলে, প্রকৃত সাধু তাঁহাকে কখনই সাধু বলেন না। ১৭।

প্রবল ঝটিকার সময় তটে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ নদীতে বহু আরোহীর সহিত বহু নৌকা জলমগ্ন হইতে দেখিলে, তাহার নৌকাতে আরোহণ করা উচিত নয়। ভব সমুদ্রে অনেক তরঙ্গ। সংসার তরীতে নির্ভর করিয়া মন! আরোহী হইও না। ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া এই ভব সমুদ্রে অনেক মনরূপ আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে। দেখ ঐ এখনও পর্য্যন্ত অনেকে হাবুডুবু খাইতেছে; দেখ ঐ অনেকে তলিয়ে গেল। মন সাবধান। তুমি যেন বিপদগ্রস্থ হইও না। ১৮।

গৃহস্থাশ্রমে থেকে যিনি সন্ন্যাস রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই পরমসন্ন্যাসী। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহারই বৈরাগ্য হইয়াছে, বৈরাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বৈরাগী সন্ন্যাসী যিনি, তাঁহার আর সংসারে ভয় কি? সংসারেও তাঁর অরুচি হইয়াছে। যাহাতে অরুচি হইয়াছে, সে জিনিষ সম্মুখে থাকিলে, তাহাতে কি আর রুচি হয়? বরঞ্চ তাহাতে আরো অরুচি বাড়ে। সংসারেও তদ্‌সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের অরুচির নামই বৈরাগ্য। ১৯।

সংসারে বিতরাগ ও ঘৃণাই বৈরাগ্য। ২০।

সর্ব্ব বাসনার নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য। ২১।

ঈশ্বর লাভে পরম সুখ। ঈশ্বর সম্ভোগে নিত্যসুখ। সাংসারিক সুখ অনিত্যসুখ। ২২।

নিজ দেহে পর্য্যন্ত যাঁহার মমতা নাই, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। বৈরাগীর কোন বন্ধন নাই। কিঞ্চিৎ মমতা থাকিতে পূর্ণ বৈরাগী হওয়া যায় না। বৈরাগীর সমস্ত তুচ্ছ হইয়াছে। ২৩।

একেবারে মমতা শূন্য যিনি হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত

বৈরাগী। মমতা যাঁহার নাই, তাঁহার কোন বস্তুতে কিম্বা কোন বিষয়ে অনুরাগ নাই। মমতা হইতে শোক, দুঃখ, মোহ আসে। ২৪।

প্রকৃত বৈরাগী যে বিদেহী হইয়াছেন। তাঁহার দেহে পর্য্যন্ত যে মমতা নাই। তিনি দেহে থাকিয়াও যে দেহের সহিত নিঃসম্বন্ধ। সেই জন্য তাঁহার কোন প্রকার কায়িক ক্লেশ বোধও নাই। ২৫।

শোক দুঃখে, নানা প্রকার ভয়ানক নির্যাতনে, উৎকট রোগ পীড়ায়, যিনি শান্ত থাকিতে পারেন, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নানা কুপ্রবৃত্তি যাঁহার মনকে অধিকার করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত বীর ও জিতেন্দ্রিয়। দুর্লভা মাননী তিতিক্ষা তাঁহারই লাভ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। ২৬।

যাঁহার পরমার্থ লাভ হইয়াছে, তাঁহার অর্থে বিরাগ হইয়াছে। ২৭।

ধনী ও নির্ধনীর ক্ষুৎপিপাসায় যেমন কোন প্রভেদ নাই, তদ্রূপ ধনী ও নির্ধনীর বৈরাগ্যেও কোন প্রভেদ নাই। অধিক ধনে বৈরাগ্যও যা, আর অল্প ধনে বৈরাগ্যও তা। যাঁহার মনে বৈরাগ্য হয়, তাঁহার অধিক ধন যেমন অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, অল্পধনও তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। তিনি অল্প এবং অধিক ধন সামান্য চক্ষে দেখেন। ২৮।

ক্ষুধা না থাকিলে অতি উত্তম খাদ্যও যেমন বোধ হয়, আর অতি অধম খাদ্যও তেমন বোধ হয়। বৈরাগীর পক্ষে অল্প এবং অধিক ধন তুল্য। ২৯।

অতি দরিদ্রসন্তান বৈরাগী হইলে তাঁহাকে কেহ বহু ধন

দিলেও সেই ধনে তিনি আসক্ত হন্ না। সুতরাং তিনি উহা অধিক কিম্বা অল্প লাভও বিবেচনা করেন না। ৩০।

“পরমহংসাবস্থার” শেষাবস্থায় সদাসৎ সঙ্গ ত্যাগ হয়। তখন সাধু অসাধু উভয়বিধ সঙ্গই থাকে না। তখন একেবারে নিঃসঙ্গ হন। বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থায় অসাধু অসৎসঙ্গ ত্যাগ, সাধু সৎসঙ্গ বিধি। ৩১।

নানা কুপ্রবৃত্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদের সঙ্গ যখন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই প্রকৃত নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে। তুমি তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলে, অসংখ্য লোকের সংসর্গে থাকিলেও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। শিশু ও বালকের কাম নাই, তাহারা পরমাসুন্দরী যুবতী মণ্ডলীর মধ্যে থাকিলেও তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। ৩২

যখন তোমার ভিতরে সদাসৎ কোন বৃত্তির বিকাশ থাকিবে না, তুমি তখনই প্রকৃত একাকী হইবে। ৩৩।

“শ্রীচৈতন্য,” “শঙ্করাচার্য্য” ও “রূপ-সনাতন” একেবারেই সংসার পরিত্যাগে বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্যে কিছু দিনের জন্য সংসার করিয়া নির্জ্জনে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া, পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া কিছুদিন সংসারী হ’য়ে, আবার কিছু দিন অন্যত্র যেয়ে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন না। ৩৪।

মুক্তি।

সংসারে অনুরাগই বন্ধন। সংসারে বিরাগই (বৈরাগ্যই) মুক্তি। আবার বলি, ভগবানে অনুরাগই মুক্তি। ভগবানে বিরাগই বন্ধন। ১।

জড় দেহের সহিত লিপ্ত থাকাই বন্ধন। জড় দেহ থেকে স্বতন্ত্র অবস্থাই মুক্তি। দেহ ত্যাগই মুক্তি যদি আর না দেহী হ'তে হয়। জীব দেহ কারাগারে বন্দী। সদাসৎ উভয় বিধ মনোবৃত্তি সকলই তাঁহার বন্ধন। ষড়রিপুই মহা বন্ধন। মন থাকিলেই মনোবৃত্তি সকল থাকিবে। মন থাকিতে জীব একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। মনের অভাবে কেহ জীবিত থাকিতেও পারে না। ঐ প্রকার মুক্তি হ'লে কার্য্য, গুণ ও ভাব একেবারেই থাকে না। ২।

হাড়্‌গিলে, শকুনি ও শৃগাল কুক্কুরেরাও মড়ার মাংস খায়, অনেক সময়ে শ্মশানে থাকে, তবে কি তাহারা সকলে মহাপুরুষ হইয়াছে? শূকরে বিষ্ঠা খায়, সে জন্য তাহাকেও কি মহাপুরুষ বলিতে হইবে? পরমজ্ঞান ব্যতীত শ্মশানে বাস করিলে, শবের মাংস ভক্ষণ করিলে এবং বিষ্ঠা খাইলে, কেহই নির্ব্বিকার হইতে পারে না। পশু পক্ষিরাও উলঙ্গ থাকে, বালক বালিকা ও শিশুরাও উলঙ্গ থাকে, উলঙ্গ থাকিলেই "পরমহংস" হওয়া যায় না। বনে ও গাছ তলায় অনেক পশু থাকে, তবে তারা কি সাধু হইয়াছে? সংসার হইতে মুক্ত না হইলে ষড়রিপুর এবং অন্যান্য নানা কুবৃত্তির উৎপীড়ন হইতে মুক্ত না হইলে, কেহই প্রকৃত সাধু হইতে পারে না। মুক্তি ব্যতীত ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রেমও হয় না। জ্ঞান ব্যতীত বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্যই মুক্তি। ৩।

স্নেহই মমতার কারণ। মমতা তোমার বিষম বন্ধন। নির্ম্মমতাই মুক্তি। ৪।

তুমিত এখন কেবল নও। তোমার কত শক্তির সঙ্গে, কত মনোবৃত্তির সঙ্গে আন্তরিক যোগ রহিয়াছে। তোমার কত বাহ্য

বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে। যখন তোমার কিছুর সঙ্গে যোগ থাকিবে না, যখন তোমার কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে না, তখন তুমি কেবল হবে। তখন তুমি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় হবে। কৈবল্য ব্যতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হওয়া যায় না। কৈবল্য অর্থে মুক্তি, কৈবল্য অর্থে স্বরূপে অবস্থান। ৫।

দেহে দেহে সম্বন্ধ মায়িক সম্বন্ধ, ঐ সম্বন্ধ অনিত্য সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধ অসুখ, অশান্তি ও নিরানন্দজনক। আত্মাতে আত্মাতে অমায়িক সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধ চিরসুখ, শান্তি ও নিত্যানন্দপ্রদ। ৬।

আমার শরীর অনাত্মা। আমি আত্মা। অনাত্মা শরীরের সঙ্গে আত্মার যোগ আছে বলিয়া, আত্মা এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অনাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ রহিতই মুক্তি। সেই মুক্তিকেই কৈবল্য বলা যায়। সেই কৈবল্যের বিষয়ই "বেদান্তে" এবং "পাতঞ্জল দর্শনের" কৈবল্য পাদে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ৭।

নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা ও মুক্তি। উহার অভাব পুনর্বন্ধন। যাঁহাদের নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়, তাঁহারা সমাধি অবস্থায় মুক্ত। সমাধির অভাবে বদ্ধ। যাঁহাদের সমাধি হয় না, তাঁহারা সর্ব্বদাই বদ্ধ। ৮।

অধীনতা, চিন্তা, অসুখ এবং শোক বন্ধন ও অশান্তির কারণ। মুক্তিতে ঐ সকল থাকেনা। মুক্তি নিশ্চিন্তার জননী। ৯।

মুক্তিতে শান্তি হয়। শান্তি হ'লে আনন্দ লাভ হয়। ১০।

অনেক লোকের প্রতি ভালবাসা থাকিলে অনেক শোক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে যখন যে মরিবে, তখন তাহার

জন্য শোক বোধ হইবে। তাহাদের মধ্যে যখন যার দুঃখ হইবে, তখন সেই দুঃখে দুঃখ বোধ হইবে। কেবল নিজ পুত্র কলত্র প্রভৃতির শোক সহ্য করিতেই অসমর্থ, কেবল তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেই অসমর্থ, তবে তুমি অপর বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যুতে বহুশোক কিকোরে সহ্য করিবে? তবে তুমি অপর বহু লোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে স্থির থাকিবে? যখন তোমার কাহারো জন্য শোক অশোক এবং সুখ দুঃখ বোধ হইবে না, তখনই তুমি কতকগুলি বন্ধন মুক্ত হইবে। ১১।

এক বাসনা শক্তির নানা প্রকার বিকাশ দেখা যায়। এই জন্য নানাপ্রকার বাসনা বলা হয়। বাসনা ক্ষয় ব্যতীত মুক্তি হয় না। ১২।

অনাত্মার সঙ্গে আত্মার এরূপ যোগ রহিয়াছে, অনাত্মার সঙ্গে আত্মার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে। অনাত্মার আত্মবোধ বিষম বন্ধন। বিদেহ কৈবল্য ব্যতীত সে বন্ধন ঘুচিবার আর স্বতন্ত্র উপায় নাই। ১৩।

যখন তুমি কেবল হবে। যখন তোমার আভ্যন্তরিক কোন শক্তির সহিত পর্য্যন্ত যোগ থাকিবেনা। যখন তোমার কোন বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকিবেনা, তখনই তোমার সমস্ত ভোগ ফুরাইবে। যোগহীন না হইলে একেবারে সমস্ত ভোগের অবসান হয় না। যাঁহার অন্য কিছুর সঙ্গে যোগ আছে, তাঁহার কোন না কোন ভোগও আছে। ১৪।

নির্দ্দয় হওয়া অপেক্ষা সদয় হওয়া ভাল। কারণ কাহারো প্রতি নির্দয় হইলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। দয়া নির্দ্দয়া উভয়ই বন্ধন। উভয়েতেই মন অভিভূত হয়। যিনি একেবারে

দয়া ও নির্দ্দয়া শূন্য, তিনিই প্রকৃত মুক্ত। দয়া নির্দ্দয়া উভয়ই মায়ার ঐশ্বর্য্য। ১৫।

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর" কৃপায় যাঁহার হৃদয় সরল হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়ে নিয়ত ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, তাঁহার আর ভাবনা কি? তাঁহার আর ভয় কি? তিনি যে সংসার বন্ধন হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়াছেন। ১৬।

যিনি সমস্ত মনোভাব মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনিই মুক্ত ও প্রকৃত সরল। ১৭।

যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিজ জীবনে অনুরাগও নাই, বীতরাগও নাই। ১৮।

নানা প্রকার যোগই একের নানা বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের কারণ। যিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কিছুর সঙ্গে যোগও নাই, তাঁহার কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধও নাই। ১৯।

এ দেহ অনিত্য যাঁর বোধ হইয়াছে, এ দেহ অনাত্মা যাঁর বোধ হইয়াছে, তিনি শ্মশানে এ দেহের দাহন দেখিলে, শোক দুঃখ বোধ করেন না। তিনি এই অনাত্মা অনিত্য দেহের দাহন দেখিলে নিরানন্দ হন না। শ্মশান তাঁহার পক্ষে নিরানন্দের স্থান নয়, শ্মশান তাঁহার পক্ষে শোক দুঃখের স্থান নয়। তিনি দেহের অনিত্যতা শ্মশান বিশেষ রূপে বুঝিতে পারেন। এই জন্য তিনি শ্মশানেও ভোজনামোদে রত হইতে পারেন। ২০।

কারাগারে বন্দিরাও থাকে, কারাধ্যক্ষ এবং প্রহরীগণও থাকে, কিন্তু তাহারা বন্দীদের মত বদ্ধ নয়। যে সকল মুক্ত পুরুষ সংসারে থাকেন, তাঁহারাও বদ্ধ নন। ২১।

সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস দুই প্রকার। বৈধি সন্ন্যাস ও স্বভাব সন্ন্যাস। ১।

পঞ্চাশ বৎসরের পরে রিপুগণের তেজঃ কমে, এই জন্য পঞ্চাশবর্ষের পরে সন্ন্যাসের বিধি আছে। "চৈতন্য" ও "শঙ্করাচার্য্য" ভগবানের অবতার ছিলেন, এই জন্য "চৈতন্য" চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে ও "শঙ্কর" যোড়ষ বর্ষে সন্ন্যাস গ্রহণেও তাঁহাদের সন্ন্যাস রক্ষা হইয়াছিল। মনে কামের উদয় হইলে সন্ন্যাস নষ্ট হয়। ২।

সম্ভ্রান্ত, ধনী, পণ্ডিত ও যুবতী সংসর্গ সন্ন্যাসীর বর্জ্জনীয়। ৩।

সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্য হেয়বোধও বন্ধন। ৪।

সন্ন্যাসে গুরুর উপাধি প্রাপ্তি হয়। কিন্তু "শ্রীশঙ্করাচার্য্য" ও "চৈতন্যদেব" প্রাপ্ত হন নাই। যে সন্ন্যাসী "গদি" প্রাপ্ত হন, তিনি নাম ও উপাধি উভয়ই প্রাপ্ত হন। ৫।

সকল দেশের প্রকৃত সন্ন্যাসীরই নারী ত্যাগ করা নিয়ম। "খ্রীষ্টান" ফাদাররা পর্য্যন্ত বিবাহ করেন না। ৬।

সন্ন্যাসী কি পাথরখানা, তাই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা পাবে না? পাথরত অজ্ঞান, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকার প্রশংসা কি? ভগবান্ তাহাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিহীন ও অজ্ঞান করিয়াছেন। পাথরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই বলিয়া কি পাথর জ্ঞানী হইয়াছে? সন্ন্যাসীকে ভগবান্ ক্ষুধা তৃষ্ণা বিশিষ্ট করিয়াছেন, এবং তিনি সন্ন্যাসীকে পরম জ্ঞানও দিয়াছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা যাঁর আছে, তাঁর কি সন্তানের প্রতি স্নেহ নাই? ক্ষুধা তৃষ্ণা কি মাতা পিতার প্রতি ভক্তির বাধক হয়? ক্ষুধা তৃষ্ণা কি বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন হয়? কোন প্রকার পার্থিব তত্ত্ব জানিবার কি বিঘ্ন হয়? তবে তাহা দিব্য-

জ্ঞানেরই বা বিঘ্ন হবে কেন? সাধন ভজনেরই বা বিঘ্ন হবে কেন? ৭।

সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্যের আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞান প্রকৃত স্বাভাবিক সন্ন্যাস। ঐ প্রকার আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানী সন্ন্যাসীর জানিবার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না, সুতরাং সর্ব্বদা গুরুর নিকটেও থাকিতে হয় না। ৮।

সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাশ্রম নাই। প্রকৃত সন্ন্যাসীর শিবত্ব হয়। ৯।

"মহাভারতে" চতুর্থাশ্রমীকে ভিক্ষুক বলা হইয়াছে। "মনুর মতে" ভিক্ষুকই যতি। "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে" সেই যতিকেই অবধূত বলা হইয়াছে। ১০।

যাহার সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে, যাহার নিজের কিছু নাই, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক, তিনিই যথার্থ চতুর্থাশ্রমী। ১১।

সাঁওতাল ও ধাঙ্গড়রাও ত কৌপিন পরে, তবে কি তাহারা সন্ন্যাসী? তাহা নয়। সন্ন্যাসী স্বভাবে। ১২।

স্বভাবে যদ্যপি তুমি সন্ন্যাসী না হইতে পার, তবে তোমার কেবল বৈধি সন্ন্যাসে প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসীর স্বভাব বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, সরলতা, জিতেন্দ্রিয় ও নির্লিপ্ততা প্রভৃতির সমষ্টি। ১৩।

কেহ দরিদ্রতা বশতঃ সন্ন্যাসী হয়েছে। কেহ পত্নীর সহিত বা অপর কোন আত্মীয়ের সহিত বিবাদ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েছে। কেহ হত্যা প্রভৃতি ভয়ানক কার্য্য করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে লুক্কায়িত আছে। সন্ন্যাসীর অধিক সম্ভ্রম। সেই সম্ভ্রম পাইবার জন্য কেহ বা সন্ন্যাসী হয়েছে। কোন কোন ব্রাহ্মণ বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়-

গণ নিস্তেজ হওয়ায় সন্ন্যাসীর পূজা পাইবার জন্য, সন্ন্যাস আশ্রমী হয়েছেন। প্রকৃত বিবেক-বৈরাগ্যপ্রসূত যাঁহার সন্ন্যাস, তাঁহার সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তিনিই শান্তি লাভ করিয়াছেন। তিনিই নিত্যানন্দের অবিকারী। ১৪।

দেহ বিশিষ্ট যত জীব সমস্তই কায়স্থ। গৃহবাসীকে গৃহস্থ বলে। কায়াবাসীকে কায়স্থ বলে। সন্ন্যাসীর গৃহ নাই, এই জন্য সন্ন্যাসী গৃহস্থ নন। সন্ন্যাসীর বাসস্থান গাছতলা, এই জন্য তিনি গৃহস্থ নন। ১৫।

নিরঞ্জন নিষ্কলঙ্ক মন যাঁর, তিনিই অবধূত। ১৬।

"শঙ্করাচার্য্য" অবতীর্ণ হইবার আগে থেকে তন্ত্রের মত প্রচলিত আছে। সে মতের "কুলাবধূতবা" গিরি পুরী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসীদের অন্তর্গত নন। ১৭।

"মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের" মতের সন্ন্যাসীদের "সামবেদ"। সে মতের সন্ন্যাসীদের মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"। সে মতে নাম সন্ন্যাস নাই, কেবল কর্ম্ম সন্ন্যাস আছে। ১৮।

স্বেচ্ছায় কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না। কেবল সন্ন্যাসীর বেশধারী হইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, কৃষ্ণের ন্যায় বেশ করিলে সে কি প্রকৃত কৃষ্ণ হয়? ১৯।

গৃহী, সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকদিগের নিকট পরিচিত হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকটে অপরিচিত হইবার জন্য ব্যস্ত। ২০।

গৃহস্থের সন্ন্যাসীর মতন স্বভাব ও আচরণ হইলে, তাঁহাকে আর গৃহস্থ বলা যায় না। তখন তাঁহাকে সন্ন্যাসীই বলা হয়। নানা প্রকার কার্য্যে নানা প্রকার উপাধি আছে। এক-জন

প্রহরী তাহার উপরের পদ পাইলে, তাহার প্রহরী উপাধিও থাকে না, এবং প্রহরীর বেশও থাকে না। সে তখন যে পদ পায়, সেই পদানুযায়িক তাহার উপাধিও বেশ হয়। ২১।

"জনক রাজা" গার্হস্থ্যে থাকিয়া কুশাসনে উপবেশন করিতেন, গৈরিক পরিধান করিতেন, তাঁহার সমস্তই সন্ন্যাসীর আচরণ ছিল। তাঁহাকে রাজর্ষিও বলা হইত। তাঁহার ন্যায় কেহ গার্হস্থ্যে থাকিলে ক্ষতি কি? ২২।

পিতা, মাতা, সুত, সুতা অনেকেরই নাই। তারা ত সন্ন্যাসী হইতে পারে নাই। বিবেক বৈরাগ্য ব্যতীত ঐ সকল না থাকিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। পিতা, মাতা, সুত, সুতা, এবং পত্নী বিবেক বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তির ঐ সমস্ত আত্মীয় সত্ত্বেও বিবেক বৈরাগ্য হয়। তবে ঐ সমস্ত সত্ত্বে সন্ন্যাস হইবে না কেন? ২৩।

"চৈতন্যের" মাতা এবং পত্নী ছিলেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। "শঙ্করাচার্য্য"ও মাতা সত্ত্বে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ মাতার অনুমতিক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৪।

সন্ন্যাসী "বুদ্ধদেব" "চণ্ড" নামক কোন নীচ জাতির অন্ন খাইয়াছিলেন। "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের" মতে হংসাবধূত চণ্ডালের পর্য্যন্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন। ২৫।

কেবল সন্ন্যাসীর ভেক ধারণে, উপবীত ও শিখা ত্যাগে, জন্ম মৃত্যু ও জাতি শূন্য সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। তাহা হইলে সন্ন্যাসও সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রম হইত না। ২৬।

প্রকৃত সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয়। তিনি লজ্জার অধীন নন। তবে তাঁহাকে সলজ্জ সমাজে ভিক্ষা করিতে হয় বলিয়া, দীর্ঘ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণ কৌপিন ব্যবহার করেন। ২৭।

কত লোক ধার কোরে বাবুগিরি করে। ধনী হলেই প্রায় ভোগ বিলাসী হয়। যে ধনীর ধন থাকৃতে নির্ধনীর মতন থাকে, সে ধনী কি সামান্য ধনী? যিনি জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হ'য়ে অতি সামান্য লোকের মতন থাকেন, তিনি অসামান্য। "শুকদেব গোস্বামী" আজন্ম সন্ন্যাসী, তাঁহার কোন প্রকার ভেক ছিল না। ২৮।

নিমন্ত্রণ অতি সামাজিক ব্যাপার। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যক হয় না। নিমন্ত্রণ দূরস্থ আত্মীয়গণকে, কুটম্বগণকে ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের করা যায়। প্রকৃত সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করেন না। ইচ্ছানুসারে যথা তথা আহার করিতে পারেন। ২৯।

জ্ঞান।

যে শক্তি লাভ করিলে সমস্ত তর্ক বিতর্ক, সমস্ত যুক্তি বিচার নিরস্ত হয়, সেই শক্তিই জ্ঞান। যে শক্তি লাভ করিলে সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হয়, অবিশ্বাস দূরে পালায়, সেই শক্তিই জ্ঞান। যে শক্তি লাভ করিলে নিত্যসুখ শান্তি পাওয়া যায়, সেই শক্তিই জ্ঞান। ১।

জ্ঞান শক্তিকেই কাশী এবং মন্ত্র বলা যাইতে পারে। ২।

ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত হয় বোধই প্রকৃত জ্ঞান। ৩।

যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়," তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম-

জ্ঞানই বেদ। এ প্রকার বেদে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারো অধিকার নাই। এ প্রকার বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্ম প্রকৃত ব্রাহ্মণই জানিতে সমর্থ। ৪।

সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা কোরে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁরই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী কোন ধর্ম্ম নষ্ট করেন না। ৫।

নানা প্রকার জ্ঞান আছে। জ্যোতিষশাস্ত্র যিনি জানেন, তাঁহার সে সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, যিনি অঙ্কশাস্ত্র জানেন, তাঁহার সে সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান আছে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরই একনাম দিব্যজ্ঞান এবং অপর নাম পরমজ্ঞান। ৬।

যে জ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্ম নিশ্চয় করা যায়, তাহা অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়। সে জ্ঞান দুর্ল্লভ জ্ঞান। সে জ্ঞানের তুলনা নাই। ৭।

চৈতন্যশক্তিই জ্ঞানশক্তি, সেই চৈতন্যশক্তির অপর নাম চিৎশক্তি। চিৎ, চৈতন্য ও জ্ঞান অভেদ। এক প্রকার শক্তিরই ঐ তিন নাম। ৮।

এক বৃক্ষ যেমন নানা শাখা প্রশাখা উপাধিক্রমে নানা, তদ্রূপ এক জ্ঞানও নানা। ৯।

যেমন বৃক্ষের অংশ তাহার মূল, পত্র, রস প্রভৃতি সমস্তই, তদ্রূপ জ্ঞান বৃক্ষের অংশ বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, ভক্তি, ও প্রেম প্রভৃতি। যেমন বৃক্ষ বলিলে বুঝি মূল, পত্র প্রভৃতির সমষ্টি, তদ্রূপ জ্ঞান বলিলে বুঝি বিবেক বৈরাগ্য ও বিশ্বাস প্রভৃতির সমষ্টি। রসহীন হইলে যেমন বৃক্ষ ও শুষ্ক হয়, তদ্রূপ ভক্তিহীন হইলেও জ্ঞানবৃক্ষ শুষ্ক হয়। সরস জ্ঞান ফল-

দায়ক, নিরস জ্ঞান ফল প্রদান করে না। নিরস জ্ঞান মৃত জ্ঞান। সরস জ্ঞান জীবিত। বিশ্বাস জ্ঞানের অংশ জ্ঞান। তাহা জ্ঞান বৃক্ষের মূল, ভক্তি, জ্ঞানের অংশ জ্ঞান, তাহা জ্ঞান বৃক্ষের রস। শান্তি ও আনন্দ, জ্ঞানের অংশ জ্ঞান, তাহারা জ্ঞান বৃক্ষের দুই ফল। মূলের অভাব হইলে বৃক্ষ মৃত ও রসহীন হয়। বিশ্বাসরূপ মূল বিহীন হইলে জ্ঞানরূপ বৃক্ষ মৃত, শুষ্ক ও ভক্তিরূপ রস বিহীন হয়, সে অবস্থায় জ্ঞান বৃক্ষে আর শান্তি ও আনন্দরূপ ফল ফলে না। মনরূপ ক্ষেত্রে যাঁহার জ্ঞানরূপ বৃক্ষ আছে, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ১০।

জ্ঞান অনাদি ও আদি। জ্ঞান শক্তি নিত্য, অজ ও অমর। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, আদি, নিত্য, অজ ও অমর, তদ্রূপ জ্ঞানশক্তিও ঐ সকল। জ্ঞানশক্তি ব্রহ্মময়ী। জ্ঞানশক্তি ব্রহ্মের অন্তর বাহে ব্যাপ্ত ও পূর্ণ। সেই জ্ঞানশক্তিরই একনাম আদ্যাশক্তি ও অনাদ্যাশক্তি। সেই জ্ঞান শক্তিরই চিৎ ও কালী দুইটী নাম। যেমন একই শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, যেমন একই শরীর অস্থি, মাংস ও শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি। অস্থি মাংসও শোণিত একই শরীরের তিন অংশ হইলেও তিন, তিন প্রকার জিনিস। তদ্রূপ একই জ্ঞানশক্তির নানা শক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। একই জ্ঞানশক্তি নানা শক্তির সমষ্টি, ঐ অস্থি, মাংস, শোণিত এক শরীরের অংশ হইয়াও যেমন তিন পদার্থ, এক হইয়াও যেমন একের তিন প্রকার বিকাশ, তদ্রূপ সেই এক জ্ঞানশক্তির নানা প্রকার শক্তি নানা বিকাশ মাত্র। জ্ঞানশক্তি যেমন নিত্য, তদ্রূপ তার শাখা প্রশাখা সমস্ত শক্তিও

নিত্য। প্রেম ভক্তি শক্তিদ্বয় ও সেই জ্ঞান শক্তির দুই শাখা। সেই প্রেম ভক্তি ও নিত্য। জ্ঞানশক্তিকেই মহাশক্তি ও মূল শক্তি বলা হয়। ১১।

চিৎশক্তি অর্থে জ্ঞানশক্তি। তন্ত্রে সেই চিৎশক্তিরই নাম কালী শক্তি। কোন কোন মতে "শুকদেবকে" জ্ঞানের অবতার বলা হয়। "শুকদেব" ও কালী অভেদ। "বৈদিক" আনন্দকেই "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" প্রভৃতিতে রাধাশক্তি বলা হইয়াছে। সেই রাধানন্দময়ী কালী রাধার অন্তর বাহ্যে কালী ব্যাপ্ত। চিৎশক্তি কালী আনন্দময়ী। চিৎ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞানশক্তি আনন্দ রাধাশক্তির অন্তর বাহ্যে ব্যাপ্ত ও পূর্ণ। জ্ঞানশক্তি আনন্দশক্তিময়ী। জ্ঞানশক্তি আনন্দশক্তির জীবন। শরীরের জীবন না থাকিলে শরীর যেমন মৃত, তদ্রূপ আনন্দে জ্ঞানরূপ জীবন না থাকিলে, আনন্দ মৃত ও নির্জীব। চিৎশক্তির অংশ আনন্দ নয়। কিন্তু চিৎশক্তি আনন্দময়ী। ১২।

সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী জ্ঞানশক্তি। সেই জ্ঞানশক্তির মধ্যেই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছেন। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ঐ জ্ঞানশক্তির দুই বিকাশ মাত্র। বৃক্ষের মধ্যে যেমন গুপ্তভাবে, অব্যক্ত ভাবে কত ফল থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানশক্তির মধ্যে সর্ব্বশক্তি অব্যক্ত থাকে, আবশ্যক মতে সেই অনাদ্যা জ্ঞানশক্তি থেকেই সর্ব্বশক্তি ব্যক্ত ও বিকাশিত হয়। সৃষ্টিকালে প্রথমতঃ ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হ'যে, পরে ক্রিয়াশক্তির ব্যক্ত বা বিকাশ দ্বারা সৃজন হইতে থাকে। সৃষ্টিক্রিয়া হইবার পূর্ব্বে অনাদ্যা নিত্যাজ্ঞানশক্তি হইতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, পালিনী ক্রিয়াশক্তির বিকাশের পূর্ব্বে সেই জ্ঞানশক্তি হইতে ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হয়,

সৃষ্টি নাশিনী ক্রিয়াশক্তির বিকাশের পূর্ব্বে জ্ঞানশক্তি হইতে সৃষ্টি নাশ করিবার ইচ্ছাশক্তি উদিত হয়। ১৩।

জীব জন্তুর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই একএকটী পৃথক্ শক্তি আছে। কর্ণে শ্রবণশক্তি, নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি, মুখে বাক্যশক্তি আছেন; ঐ সকল শক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাও স্পষ্ট বোঝা যায়। ঐ সকল প্রত্যেক শক্তিই এক জ্ঞান শক্তির শাখা প্রশাখা, জ্ঞান আছে বলিয়াই উহাদের প্রত্যেকের স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। জ্ঞানশক্তিরই অপর নাম বোধশক্তি। এক জ্ঞান শক্তিই একরূপে বাহ্যজ্ঞান ও অপররূপে অন্তবস্থ বা আন্তরিক জ্ঞান। উহারা এক জ্ঞানেরই দুই প্রকার স্ফূর্ত্তি। ১৪।

যে জ্ঞান দ্বারা জীবের পরিত্রাণ হয়, সেই জ্ঞানের নামই তারকজ্ঞান। ১৫।

যে জ্ঞান দ্বারা মনের ত্রাণ হয়, তাহাকে মন্ত্র বলা যায়। ১৬।

আত্মজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান। ১৭।

পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। ১৮।

অদ্বৈতবাদী দণ্ডীদেরও গুরু আছেন। গুরু শিষ্য পৃথক্ বোধ থাকিলেত দ্বৈত জ্ঞান হইল। ১৯।

জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত অনেক শক্তি আছে। বুদ্ধিশক্তি জ্ঞানশক্তির এক শাখা, ভক্তি, মুক্তি, শান্তি প্রভৃতিও সেই জ্ঞানশক্তির এক একটী শাখা। ২০।

জ্ঞান ও গুণ। ব্রহ্মজ্ঞান যাহার আছে, তিনিও সগুণ। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইলে জ্ঞান অজ্ঞানের পার হওয়া যায়। ২১।

কোন বড় সহরের পথে চলিবার সময় কত লোক দেখিতে

পাওয়া যায়। সেই লোকের ভিতর কত সাধু, কত অসাধু, কত পণ্ডিত, কত অপণ্ডিত আছে, কিন্তু কে পণ্ডিত, কে অপণ্ডিত, কে সাধু, কে অসাধু দেখে বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের দেখি অথচ তাঁহাদের গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। গুণ সম্বন্ধে পরিচয় পেলে তবে সে সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। কেবল ভগবান্ দর্শন করিলেই তাঁহার সমস্ত গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। ২২।

শ্রীগুরুর কৃপাশক্তি প্রভাবে জ্ঞানশক্তি লাভ হয়। জ্ঞানশক্তি প্রভাবে জ্ঞেয় ঈশ্বরকে জানা যায়। ২৩।

ঐ আম্র বীজের মধ্যে যে প্রকারে আম্র বৃক্ষ আছে, সেই প্রকারে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই অব্যক্ত ভাবে জ্ঞান আছে। ২৪।

সৎগুরুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রভাবে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। ২৫।

জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সদসৎ বিচার করিবার সামর্থ্য হয়। সেই সামর্থ্য বলে জ্ঞানের স্ফূরণ হয়। ২৬।

জ্ঞান যেন শিবলোকরূপ উপরের ঘরে উঠিবার সিড়ি। সেই সিঁড়ির নীচের ধাপ্ বিশ্বাস। উপরের ঘরে উঠিতে হইলে যেমন সিড়ির সকল ধাপ্ মাড়ায়ে উঠিতে হয়, তদ্রূপ শিবলোকরূপ উপরের ঘরে উঠিতে হইলে জ্ঞানরূপ সিঁড়ির সকল ধাপ্ মাড়ায়ে উঠিতে হয়। যেমন আমার শরীরের নানা অঙ্গ আছে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ শরীরেরও বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি নানা অঙ্গ আছে। ২৭।

চকমকীর পাথরে অগ্নি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহা সমুদ্রে রাখিলেও নেভে না। চকমকীর পাথরের মত যাঁহার মন এবং সেই মনরূপ চকমকীর পাথরে যাঁহার জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাহা সংসাররূপ সমুদ্রে মগ্ন থাকিলেও নির্ব্বাণ হয় না। চকমকীর

পাথরে অগ্নি প্রজ্জলিত ও প্রকাশিত ভাবে থাকে না। তাহার মধ্যে অগ্নি অতি গুপ্তভাবে থাকে। সেই গুপ্ত অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় না। যাঁহার মন চক্‌মকীর পাথরের মত এবং সেই মনরূপ চক্‌মকীর পাথরে যাঁহার জ্ঞানরূপ অগ্নি গুপ্ত ভাবে আছে, তিনি নিরাপদ। তাঁহার সেই গুপ্ত জ্ঞানাগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইতে পারে না। প্রজ্জলিত বহ্নিও যেমন নির্ব্বাণ হইতে পারে, তদ্রূপ ঐ প্রজ্জলিত বহ্নির ন্যায় প্রকাশিত জ্ঞানাগ্নিও নির্ব্বাণ হইতে পারে। গুপ্তজ্ঞানই নিরাপদে থাকে। ব্যক্ত জ্ঞানের পক্ষে অনেক বিঘ্ন আছে। ২৮।

আলোকে আবৃত যেমন অন্ধকার থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ আলোক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে আবৃত কোরে রাখে। যতক্ষণ আলোক থাকে, ততক্ষণ অন্ধকার প্রকাশ হইতে পারে না। আলোকের অভাব হইলেই অন্ধকার দেখিতে পাই। জ্ঞানের অভাব হইলেই অজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ২৯।

দর্শনশক্তি থাকিতে অন্ধকারে সম্মুখস্থ সামগ্রী দেখা যায় না। মায়ারূপ অন্ধকারে জ্ঞেয় বস্তু আবৃত থাকা প্রযুক্ত, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। ৩০।

দূরে যে কতকগুলি আলোক দেখিতেছ, ওগুলি একটী সেতুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আলোকগুলি তৈল, বর্ত্তিকা এবং লাণ্ঠন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ওগুলি অবলম্বন শূন্য মনে করিও না। অন্ধকার প্রযুক্ত ওগুলির অবলম্বন দেখিতে পাইতেছ না। অজ্ঞান অন্ধকার প্রযুক্ত তোমার অবলম্বন যিনি, তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না। জ্ঞানালোকে সে অবলম্বনকে দেখা যায়। ৩১।

ক্ষুদ্র নয়নে আমরা কত বৃহৎ বস্তু দেখিতে পাই। ক্ষুদ্র জ্ঞানদ্বারা মহান্ ব্রহ্মকেও উপলব্ধি করা যায়। ৩২।

অজ্ঞানরূপ মূষিককে জ্ঞানরূপ বিড়াল নষ্ট করে। পরে বিড়াল আসিলে ইন্দুর উৎপাত করিতে পারে না। মনরূপ ঘরে জ্ঞানরূপ বিড়াল আসিলে আর অজ্ঞানরূপ ইন্দুর উৎপাত করিতে পারে না। ৩৩।

জ্বলন্ত অঙ্গার ক্রমেই ক্ষয় হইতে থাকে। জ্ঞানানলে ক্রমে পাপ ক্ষয় হয়। ৩৪।

সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে, সাধুসঙ্গ করিলে মলিন মন নির্ম্মল হয়। ৩৫।

অগ্নি সংস্রবে অঙ্গারও অগ্নি হয়। তাহার আর মালিন্য থাকে না। জ্ঞানাগ্নি সংস্রবে মনরূপ মলিন অঙ্গারও জ্ঞানাগ্নি হয়। ৩৬।

অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া অজ্ঞান অন্ধকার আবৃত ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। ৩৭।

এখন তোমার রাগের প্রকাশ আমি দেখিতেছি না, এবং তুমিও নিজে তোমার ভিতর রাগ রহিয়াছে তাহা এখন বুঝিতেছ না। অথচ অব্যক্ত ভাবে এখনো তোমার ভিতরে রাগ রহিয়াছে। ঐ রাগের ন্যায় জ্ঞান কখনো তোমার ভিতরে ব্যক্ত থাকে এবং কখন অব্যক্ত থাকে। ৩৮।

চারা গাছে ফল হয় না। ক্ষুদ্র জ্ঞানবৃক্ষেও শান্তি আনন্দরূপ ফল হয় না। বৃক্ষে সকল সময়ে ফল হয় না। জ্ঞানবৃক্ষেও সকল সময়ে শান্তি ও আনন্দরূপ ফল ফলে না, এইজন্য অনেক

জ্ঞানির সকল সময়ে শান্তি ও আনন্দ দেখা যায় না। কোন কোন জ্ঞানবৃক্ষে নিয়ত শান্তি ও আনন্দরূপ ফল দেখিতে পাই। ৩৯।

সকল বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান জীবের হ'তে পারে না। পূর্ণজ্ঞান ও নিত্যজ্ঞান কেবল ভগবানেরই আছে। ৪০।

পণ্ডিত দেখিলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয় না। জ্ঞানী দেখিলেই জ্ঞান হয় না। পণ্ডিত শিক্ষা প্রভাবে মূর্খকে পাণ্ডিত্য দিলে সে পণ্ডিত হইতে পারে। জ্ঞানী দয়া করে অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিলে সে জ্ঞানী হইতে পারে। ৪১।

আমি আছি বোধ থাকিলেই তুমি আছ, তিনি আছেন আরো অনেক কত কি আছে বোধ হয়। আমি আছি বোধ না থাকিলে তুমি আছ, তিনি আছেন এবং আরো কত কি আছে বোধ থাকে না। ৪২।

যে ধনই উপার্জ্জন কর না কেন, দিব্যজ্ঞান অপেক্ষা ধন আর নাই। তুমি সে ধনে বঞ্চিত। সে ধন যাহাতে লাভ হয়, সে চেষ্টা কর। সে ধন লাভ হইলে শোক দুঃখ পরিতাপ থাকে না। সে ধন নিত্যধন। পার্থিব ধন অনিত্য ধন। ৪৩।

নিজের অস্তিত্ববোধকশক্তি প্রত্যেক জীব জন্তুরই আছে। নিজের অস্তিত্ববোধকশক্তি যে শ্রেণীর জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান সে শ্রেণীর নহে। অন্যান্য বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমস্তও তাহার অন্তর্গত নহে। ৪৪।

"বেদ" "বেদান্ত" এবং নানা শাস্ত্রের অর্থ বোধই দিব্যজ্ঞান নয়। দিব্যজ্ঞানী গুরুর কৃপায় দিব্যজ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকে জানা যায়। ৪৫।

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত স্থায়ী সুখ শান্তি হইতে পারে না। ৪৬।

পরমজ্ঞানসম্ভূত সকল শাস্ত্র এককালে স্ফূরিত ও রচিত হয় নাই। তাই বলি পরমজ্ঞানসম্ভূত অনেক কথা বলিবার আছে। ৪৭।

সংস্কৃত পাণ্ডিত্যে নানা শাস্ত্রের অর্থ বোধ হয়। কিন্তু দিব্যজ্ঞান ব্যতীত সেই সকল শাস্ত্রের মীমাংসা করা যায় না। ৪৮।

দিব্যজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অসুখ অশান্তি থাকে, দিব্যজ্ঞান হইলে ঐ দুই বিদূরিত হয়। ৪৯।

আমি যে স্থূল শরীরে আছি, তাহা খণ্ড খণ্ড করিলে কেহ আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না। এই শরীরের মধ্যে চিজ্জ্যোতিঘন ষট্চক্র আছে, শরীর কাটিলে তাহা দেখা যায় না। তাহা দিব্যজ্ঞান প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়। ৫০।

প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইলে যাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বোধ কর, তাঁহাদের সঙ্গেই নিঃসম্বন্ধ ও নিঃসঙ্গ হইতে হইবে। তবে আর অন্যান্য লোকের সহিত আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা কর কেন? যতই বহু লোকের সহিত তোমার পরিচয় হইবে, ততই তোমার বন্ধন বাড়িবে। ৫১।

জ্ঞান আছে যাঁর, তিনি প্রকৃত বিদ্বান। বিদ্যা মানেই জ্ঞান। ৫২।

অগ্নি শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই উষ্ণ থাকে। শীতে অগ্নিকে শীতল করিতে পারে না। তেজবন্ত জ্ঞানীপুরুষ সর্ব্বাবস্থায় সমান থাকেন। ৫৩।

নিন্দা করা ও ঘৃণা করা অজ্ঞানের কার্য্য। প্রকৃত জ্ঞানী

কাহারও নিন্দা করেন না, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না ।৫৪।

অনেক গরীব লোকের ভাতের উপরে ব্যঞ্জন যোটে না, অনেক নির্ধন লোকে অতি সামান্য সামান্য আহার্য্য সকল আহার করে, সে জন্য কি তাহারা সাধু হইয়াছে ? গাভী ও ছাগলকে শুধু রুটী কিম্বা ভাত দিলে কপ্ কপ্ কোরে খেয়ে ফেলে। সে জন্য তাহাদের কি সাধু বলিবে ? শাক্ ভাত কিম্বা রাজভোগ খাইলে জ্ঞানী হওয়া যায় না। শাক্ ভাতে জ্ঞানের অনুকূল, এবং রাজভোগ জ্ঞানের প্রতিকূল হয় না। প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে উভয়ই সমান। মানুষ কাপর পোড়ে থাকিলেও মানুষ, উলঙ্গ থাকিলেও মানুষ। ৫৫।

জ্ঞানের পরিবর্ত্তন নাই। জ্ঞানীর সন্দেহ ও ভ্রান্তি নাই। জ্ঞানীর কখন বিশ্বাস, কখন অবিশ্বাস হয় না। জ্ঞানীর নির্ভর পর্ব্বত অপেক্ষাও অটল। জ্ঞানীর প্রেম ভক্তি যত আছে, এত আর কার আছে ? ৫৬।

জ্ঞান ভ্রান্তি শূন্য, জ্ঞান সংশয় শূন্য। জ্ঞানী অভ্রান্ত। ৫৭।

প্রকৃত দিব্যজ্ঞান যাঁর লাভ হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্ব সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। তাঁহার মনে কোন বিষয়ে তর্ক ও বিচার উপস্থিত হয় না। ঐ প্রকার জ্ঞানী শান্ত ও সুখী হইয়াছেন। তাঁহাদের শান্তি ও সুখের চ্যুতি হয় না। ৫৮।

প্রকৃত দিব্যজ্ঞানী কখন অভক্ত হইতে পারে না। প্রকৃত ভক্তও কখন অজ্ঞানী হইতে পারে না। জ্ঞান ও ভক্তিতে পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জ্ঞান থাকিলে ভক্তি থাকে, ভক্তি থাকিলে জ্ঞান থাকে। ৫৯।

জীবের ভগবান্ সম্বন্ধে যতই দিব্যজ্ঞান বাড়িতে থাকে, ততই ভক্তি বাড়িতে থাকে। জীব ভগবান্‌কে যতই জানিতে পারে, ভগবানের প্রতি ততই তার ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৬০।

পাণ্ডিত্যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। শাস্ত্রীয় শব্দ সকলের অর্থ বোধ হয়। কিন্তু পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। পাণ্ডিত্যে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান হয় না। শাস্ত্র পাঠে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। ৬১।

যাহার ভিতরে অজ্ঞান আছে, তাহার কথা বার্ত্তা ও অজ্ঞানীর মত, জ্ঞানীর মতন তাহার বার্ত্তা কখনই হইতে পারে না। সে জ্ঞানসম্ভূত কথা বার্ত্তা যদি কোন গ্রন্থ হইতে পড়িয়া কিম্বা কোন জ্ঞানীর প্রমুখাৎ শুনে বলে, তাহার সে সকল কথা খাপছাড়া খাপছাড়া হয়, এবং অনেকক্ষণ বলিতে পারে না। নিজের জ্ঞানসম্ভূত জ্ঞান কথা কিছুতেই ফুরায় না, শিক্ষা জ্ঞানের কথা ফুরায়ে যায়। কোন জ্ঞানী নিজের জ্ঞান গোপন করিবার জন্য যদি অজ্ঞানের কথা কন এবং আচরণ করেন, তথাপি তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন না। তাঁহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জ্ঞান যে অগ্নি, তাহা কি অজ্ঞানরূপ বস্ত্র আবরণে আবৃত করিয়া রাখা যায়? জ্ঞানী অজ্ঞানীর মতন কথা কহিলেও সেই সকল কথাতেও জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। ৬২।

সাধুপদ ব্রহ্মপদ, কোন মানুষ তোমাকে দিতে পারে না, কেহ তোমাকে সাধু বলিলে আপনাকে সাধুপদ বিশিষ্ট মনে করিও না, কেহ তোমাকে ব্রহ্ম বলিলে আপনাকে ব্রহ্মপদ বিশিষ্ট বিবেচনা

কোরো না। ও সকল পদবিত্ত তুচ্ছ বোধ কোরো। কোন মানুষ কি তোমায় সাধু কিম্বা ব্রহ্ম করিতে পারে? তুমি পুরুষ, তোমাকে কেহ প্রকৃতি বলিলে কি তুমি প্রকৃতি হ'য়ে যাবে? যতক্ষণ তোমাকে প্রশংসা করিলে আনন্দ ও নিন্দা করিলে নিরানন্দ হইবে, ততক্ষণ জানিবে তোমার অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ হয় নাই। সাধু বলিলে, ব্রহ্ম বলিলে যখন তোমার আনন্দ হবে না, নিন্দা করিলে যখন নিরানন্দ হবে না, তখনই জানিবে তোমার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে, এবং মায়া হইতে মুক্ত হইয়াছ। ৬৩।

মহাসিদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসও গার্হস্থ্য সম বোধ হয়। ঐ প্রকার সিদ্ধ যেন অরণি। অরণির অগ্নি, জলে স্থলে সমানই থাকে। ঐ প্রকার সিদ্ধও গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসে সমানই থাকেন। ৬৪।

অদ্বৈত জ্ঞান।

আত্মজ্ঞানের জন্য নানা প্রকার সাধনা। আত্মজ্ঞান হোলে পূজা, জপ, ধ্যান, স্তবস্তুতি, বন্দনা প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানই থাকে না। বিবিধ সাধনায় সিদ্ধ হোলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞানই বিবিধ সাধনার সিদ্ধি। আত্মজ্ঞানই বিবিধ সাধনার ফল। ১।

নিবিড় অন্ধকারে নিজের দেহ দেখ্‌তে পাই না। অথচ অন্ধকারের মধ্যে দেহের অভাব হয় না। তাহা আছে স্পর্শে জানি। আমি ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে অবস্থান করিতেছি, সেইজন্য নিজেকে দেখিতে পাই না, আত্ম দর্শন হয় না। অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে আত্ম দর্শন করি না বলিয়া কি বলিব, আমি নিজে

নাই? কেবল জড় দেহ মাত্র আছে? তাহা কখনই নহে। আমি আছি যে উপলব্ধিতে জানিতেছি।২।

"বেদান্তের" মতে আত্মার জন্ম, মৃত্যু, জাতি, নাই। অজ্ঞান বশতঃ আমার জন্ম মৃত্যু জাতি আছে বোধ হয়। যাঁহারা প্রকৃত আত্মজ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু, জাতি নাই, বোধ হইয়াছে।৩।

পূর্ব্বসংস্কার এবং প্রারব্ধ যাহাকে অধীনে রাখিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী। প্রারব্ধ ভোগও অজ্ঞান বশতঃ হয়।৪।

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানীই একাকি ও নিঃসঙ্গ। অদ্বৈত জ্ঞানীর কোন বন্ধন নাই।৫।

যাঁহার ব্রহ্মভাব হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ম নন। ব্রহ্মভাব লাভ ও মায়িক। প্রকৃত জ্ঞানী ব্রহ্মভাবও তুচ্ছ বোধ করেন।৬।

আমি আকার নই। আমি সাকার। সাকার মানে আকার-বিশিষ্ট। আমার দেহটা আকার। সেটা সাকার নয়। আমার দেহের সঙ্গে যতদিন সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমি সাকার নিরাকার উভয়ই বটি। এই দেহে থাকিয়াও যখন আমার দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তখন আমি বিদেহী হইব, তখন আমি কেবল নিরাকার থাকিব।৭।

বিদেহ হইলে দেহ বোধ থাকে না। সে অবস্থায় নিজ দেহের প্রতি মমতা থাকে না।৮।

যখন আমি ব্যতীত ঈশ্বর নাই বোধ হয়, তখন অপর ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। কিন্তু নিজ সম্বন্ধে নাস্তিক নই। সকল বোধ যাইয়া, পরে নিজ সম্বন্ধীয় বোধ যাইলে, আমি আস্তিকও নই, নাস্তিকও নই, তখন আমি বলাও থাকে না।৯।

যখন "জীবোঽহং" (আমি জীব) নই, যখন স্বভাব (Nature) নাই বোধ হয়, তখন, "শিবোঽহং" (আমি শিব) তখন আমি শিব, বহু বোধ ও করি না। ১০।

কাশীতে এক ব্যক্তির আলয়ে ছিলাম। এখানে আর এক ব্যক্তির আলয়েও আছি। আমি সেখানেও যাহা, এখানেও তাহা। কেবল দুই স্থানে আলয় বিভিন্ন মাত্র। আমি বর্ত্তমান দেহেও যাহা, অপর কোন প্রকার নূতন দেহ ধা রিলে তাহাই থাকিব, আমার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। ১১

প্রজ্বলিত অগ্নিতে বহুক্ষণ লৌহ থাকিলে, লৌহও অগ্নি হয়। কিন্তু লৌহ অগ্নি হইলেও লৌহ থাকে। "সোঽহং" (আমি সেই) ঐ প্রকারে। আমি যেন লৌহ এবং সেই লৌহের অগ্নি যেন স। আমি জীব যেন লোহ ও সেই লৌহে যেন শিব। দগ্ধ লৌহপিণ্ডের ন্যায় নরনারায়ণ। দ পিণ্ডের মত জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ। ১২।

ঐ কাষ্ঠখানি অগ্নির সংস্রবে অগ্নি হইয়াছে। ঐ কাষ্ঠখানি এখন অগ্নিও বটে, কাষ্ঠও বটে। আমি জীবও বটি। আমি শিব বটি। আমি নিত্য জীব। আমি নিত্য শিব। আমি সদাজীব আমি সদাশিব। ১৩।

জীবত্ব ও জীব উপাধি যাইলে, শিবত্ব ও শিব উপাধি হয়। পরে শিব নাম ও শিব উপাধিও থাকে না। অবশেষে আমিত্বও যায়। ১৪।

"শাঙ্করী বেদান্তের মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মধ্যে যে আত্মা" সর্ব্বজীবেও সেই আত্মা। ১৫।

"বেদান্ত" অনুসারে আত্মজ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান। সে জ্ঞানে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই। ১৬।

আত্মজ্ঞানে আমি ঈশ্বর ও নিরীশ্বর উভয়ই। আমি ব্যতীত অপর ঈশ্বর নাই, এই জন্য আমি ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর নাই, এইজন্য আমি নিরীশ্বর। ১৭।

আমি-তুমি-তিনিতে কোন ভেদ নাই। আমি যে আত্মা, তুমি সেই আত্মা। আমি যে আত্মা, তিনিও সেই-আত্মা। আমি-তুমি-তিনি একই, আমার তিন উপাধি মাত্র। পৃথিবীর নীচে একই জল আছে। সেই জলের কোথাও সমুদ্র উপাধি, কোথাও নদ উপাধি, কোথাও নদী উপাধি, কোথাও সরোবর উপাধি, কোথাও পল্বল উপাধি, এবং কোথাও বা কূপ উপাধি হইয়াছে। সেই জলের আরো কত কি উপাধি আছে। অজ্ঞান বশতঃ একাত্মাকে বহু বোধ করিতেছ। অজ্ঞান অপনীত হইলে সেই এককে একই বোধ করিবে। ১৮।

আমি জীবাত্মা নই, আমি আত্মা নই, আমি পরমাত্মা নই, আমি বিষ্ণু নই, আমি ঈশ্বর নই, আমি জগদীশ্বর নই, আমি মহেশ্বর নই, আমি পরমেশ্বর নই, আমি শিব নই, আমি ব্রহ্মা নই, আমি পরব্রহ্ম নই, আমি চৈতন্যও নই। ঐ সকল শব্দ এবং নামও উপাধি। আমি নির্ণাম, ও নিরুপাধি। আমিশব্দও নাম ও উপাধি। ১৯।

নিঃসঙ্গ কাহার সহিত হইব? আমি ভিন্ন দ্বিতীয়ত কেহ নাই। বহু বোধ ব্যতীত নিঃসঙ্গ হইবার আবশ্যক হয় না। ২০।

মহাপুরুষ।

সকল লোকই ঈশ্বরপ্রেরিত। ঈশ্বরের অপ্রেরিত কেহই নন। তবে জীবের নিস্তারের জন্য যাঁহারা প্রেরিত হইয়াছেন, জীবের কল্যাণের জন্য যাঁহারা প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের বিশেষ বন্দনীয়, তাঁহারাই "মহাপুরুষ"। ১।

প্রকৃত ভ্রষ্টাচারীই বা কে হইতে পারে? প্রকৃত অভ্রষ্টাচারীই বা কে হইতে পারে? ভ্রষ্টাচার ও অভ্রষ্টাচার যাঁহার নাই, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত "মহাপুরুষ"। ২।

কাশীতে এত শীত। সেখানেও শীতকালে ধোবারা আদুড়গায়ে জলে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচে। শীতে অনাবৃত শরীরে থাকিতে পারিলেই "পরমহংস" হয় না। পরমজ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই "পরমহংস"; তিনিই "মহাপুরুষ"। ৩।

কোন অবস্থা যাঁহার দুঃখজনক হয় না, তিনিই "পরমহংস", তিনিই "মহাপুরুষ"। ৪।

পূজ্যপাদ "বেদব্যাস" বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিগুপ্তভাবে গুহার মধ্যে রহিয়াছে। চকমকীর পাথরে অগ্নি যে ভাবে গুপ্ত রহিয়াছে, ফল্গুনদী যে ভাবে অন্তঃশীলা বহিতেছে, সেইরূপ অতি গুপ্তভাবে মহাপুরুষদের মধ্যে অতিগুপ্তভাবে তাহাদের হৃদয়রূপ গুহার মধ্যে ধর্ম্ম রহিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়রূপ গুহায় গুপ্তভাবে ধর্ম্মের অবস্থান, তিনিই প্রকৃত "মহাপুরুষ," তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। সেরূপ ধার্ম্মিককে চেনা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ৫।

নিরপরাধী যিনি, নির্দ্দোষী যিনি, তিনিত "মুক্তপুরুষ"। নিন্দা

প্রশংসা উভয়ই যে তাঁহাকে টলাতে পারে না। তিনি কাহারো নিন্দাও করেন না, তিনি কাহারো প্রশংসাও করেন না। ৬।

যাঁহার প্রশংসায় আনন্দ হয়, তাঁহার নিন্দায়ও নিরানন্দ হয়। প্রকৃত মহাপুরুষের প্রশংসায় আনন্দ ও নিন্দায় নিরানন্দ হয় না। ৭।

বালক অজ্ঞান সরল। মহাপুরুষ সজ্ঞান সরল। বালক কিসে উপকার হয়, কিসে অপকার হয় বোঝে না। মহাপুরুষ সমস্তই বোঝেন্। ৮।

বায়ু এক স্থানে সুস্থির থাকে না, সর্ব্বদাই চঞ্চল। সকল স্থান দিয়া গমনাগমন করে, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হ'য়ে থাকে না। বায়ুর ন্যায় কোন কোন মহাপুরুষ সর্ব্বদা অস্থির ও চঞ্চল। সকল স্থানে গমনাগমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না। ৯।

চক্‌মকীর ভিতরে অগ্নি যেমন অব্যক্তভাবে থাকে, তদ্রূপ মহাপুরুষের ভিতরেও কামক্রোধ প্রভৃতি অগ্নিও অব্যক্ত ভাবে থাকে। চক্‌মকীর মধ্যস্থিত অগ্নি যেমন চক্‌মকীকে দাহ করিতে পারে না, সেই অব্যক্তাবস্থায় তাহা অন্যান্য দাহ্যও দাহ করিতে পারে না। মহাপুরুষের মধ্যস্থিত কামাগ্নি তাঁহাকেও পোড়াইতে পারে না এবং অন্যান্য লোককেও দাহ করিতে পারে না। ১০।

একটু বাতাসে আঁম কাঁঠালের শুক্‌ন পাতাগুল এখান থেকে উড়ে ওখানে যায়, ওখান থেকে উড়ে সেখানে যায়। কিন্তু বড় বড় ঝড়েও পর্ব্বতকে উড়াতে পারে না, বড় বড় ঝড়ে পর্ব্বত টলাতে পর্য্যন্ত পারে না। মহাপুরুষরা ঐ পর্ব্বতের ন্যায় অটল। সংসারের মধ্যে থাকিলেও তাঁহাকে সাংসারিক ঝঞ্ঝাবাতে উড়াতে পারে না। ১১।

কয়েদিরা জেলে বদ্ধ থাকে, নিজ ইচ্ছানুসারে জেলের বাহিরে আসিতে পারে না, নিজের ইচ্ছানুসারে মুক্ত হইতে পারে না। জেলদারগাও জেলে থাকেন, কিন্তু তিনি কয়েদিদের মতন বদ্ধ নন, ইচ্ছা করিলে জেলের বাহিরে আসিতে পারেন। তিনি মুক্ত। সাধারণ জীব সংসারে বদ্ধ থাকে। মহাপুরুষেরা ইচ্ছা করিয়া সংসারে থাকিলেও তাঁহারা মুক্ত, তাঁহারা সংসারে আসক্ত নহেন। ১২।

গৃহিণী নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও নিজের সন্তানকে বিস্মৃত হন না। নানা কার্য্য করিবার সময়ও তাঁহার সন্তানের প্রতি স্নেহ বাৎসল্য থাকে। প্রকৃত মহাপুরুষ নানা কার্য্য করিবার সময়ও ভগবান্‌কে ভোলেন না। কোন কার্য্যে এবং অবস্থাতে ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ কমে না। ১৩।

কেবল শ্মশানে বাস করিতে পারিলেই মহাপুরুষ হওয়া যায় না। শ্মশানে মুর্দ্দফরাশরা বাস করে, কুক্কুররা বাস করে। কৈ তারা ত মহাপুরুষ হয় নাই। মন যাঁর শ্মশান হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত "মহাপুরুষ"। ১৪।

মহাপুরুষ নিজ মনরূপ শ্মশানে কুবৃত্তিদের জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দাহ করেন। ১৫।

সাধনার এক অবস্থায় ধন, সম্ভ্রম ও যুবতী অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। সিদ্ধ মহাপুরুষের ঐ তিন কোন মতেই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। যিনি আত্মাতে রমণ করেন, তাঁহার সামান্য ললনাতে রমণ করিবার ইচ্ছা হবে কেন? প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ যে জিতেন্দ্রিয়, তিনি যে উর্দ্ধরেতা। তাঁর কি যুবতী প্রতিবন্ধক হইতে পারে? যে সিদ্ধপুরুষের মন দাস হইয়াছে

তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তিরূপ শক্তিরাও দাসী হইয়াছে। তিনি কি মন আর মনোবৃত্তিদের ভয় করেন? ১৬।

যাঁহার কোন কামনা নাই, তাঁহার কোন কাম্য বস্তুও নাই। প্রত্যেক মহাপুরুষই কামনাশূন্য, সুতরাং তাঁহাদের কোন কাম্য বস্তুও নাই। ১৭।

উচ্চ শ্রেণীর মহাপুরুষেরা কর্ম্মের ফল ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম করিতে পারেন। তাহারা নিষ্কাম কর্ম্মও করিতে পারেন। ঐ প্রকার মহাপুরুষেরা গঙ্গাস্নানে কোন ফল হবে, কিম্বা পুণ্য সঞ্চয় হবে এ কামনা ক'রে গঙ্গাস্নান করেন না। তাঁহারা কোন কর্ম্মই কামনা ক'রে করেন না। এই জন্য তাঁহাদের সকল কর্ম্মই নিষ্কাম। ১৮।

শূন্যে ধূল উড়ে, কিন্তু শূন্যে ধূল লেগে থাকে না। মহাপুরুষ ঐ শূন্যের মতন পাপরূপ ধূলি, কোন প্রকার মালিন্যরূপ ধূলি তাঁতে লেগে থাক্‌তে পারে না। ১৯।

প্রকৃত নির্লিপ্ত মহাপুরুষের সন্ন্যাস গার্হস্থ্য উভয়ই ত্যাগ হইয়াছে। উভয় আশ্রমেই তাঁহার অনুরাগ নাই। তিনি গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাসী উভয়ের সঙ্গে মিশিবার জন্যই ব্যস্ত হন না। ২০।

নিদ্রাকে আবাহন না করিলেও যেমন নিদ্রা আসে, তদ্রূপ মহাপুরুষ সমাধিকে আবাহন না করিলেও সমাধিস্থ হন। ২১।

অন্যের দুঃখে দুঃখ বোধই দয়া। সেই দুঃখ বোধে দুঃখীর দুঃখ মোচনই পরোপকার। পরোপকার দয়াসম্ভূত, গৃহস্থের পক্ষে দয়া অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। আর তাহার পক্ষে পরোপকার ব্রত অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ ব্রতও আর নাই। দয়াধর্ম্মের অন্তর্গত পরোপকার ব্রত। উদাসীন প্রকৃত মোহান্ত। দয়া নির্দ্দয়া

উভয়ই মোহ বশতঃ উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রকৃত মোহান্তের জীবে দয়া নির্দ্দয়া উভয়ই থাকে না। ২২।

মহাপুরুষের সাধু চরিত্র। মহাপুরুষের চরিত্র কত অসাধুকে সাধু করে। না জানি তিনি কথা ক'য়ে উপদেশ দিলে আরো কি হয়? ২৩।

সোনাতে খাদ মিশান যাইতে পারে, কিন্তু হীরকে খাদ মিশান যায় না। সিদ্ধ পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা হীরকের ন্যায় নির্ম্মল। তাহা স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। সাধকের জ্ঞান সোনার মতন। তাহাতে অজ্ঞানরূপ খাদ্ নিশ্রিত ও হইতে পারে। ২৪।

কতকগুলি পুষ্প অতি সুন্দর এবং সুগন্ধ। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই শুকাইয়া ঝরে পড়ে। অনেক মহাপুরুষও অল্পকাল স্থায়ী। ২৫।

দিবারাত্র চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য উদিত থাকিলে, অন্ধকার প্রকাশিত হইতে পারে না। শুদ্ধ জ্ঞান অথবা শুদ্ধ ভক্তি যাঁহাতে নিয়ত প্রকাশিত আছে, তাঁহাতে অজ্ঞানের অথবা অভক্তির অধিকার থাকে না। ২৬।

ভগবান্ যত নীচ কুলেই অবতীর্ণ হউন না কেন, তজ্জন্য তাঁহার মাহাত্ম্যের কিছু লাঘব হয় না। কোন মহাপুরুষ অতি অপবিত্র নীচকুলে জন্মিলেও তাঁহার মাহাত্ম্য আছে। ২৭।

নদীর জল আবশ্যক মতে আমিও ব্যবহার করি, আর অন্যান্য লোকেরাও ব্যবহার করেন, তাতে আমার কোন আপত্তি হয় না। কারণ মনে জানি, নদী আমার নয়। নদী আমার নয় জানি বলিয়াই নদী "হেপাজাৎ" করি না। প্রকৃত মহাপুরুষ সকল বস্তুই ব্যবহার করেন, কিন্তু নিজের বলিয়া কোনটীও জানেন না। ২৮।

তর্কে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বর বিষয়ে হওয়া একেবারে অসম্ভব। মহাপুরুষেরা তর্কময়ী কথায় কাহাকেও পরাস্ত করেন না, করেন প্রেমে। ২৯।

সমুদ্র রত্নাকর। সমুদ্রের তীরে গিয়া একটীও রত্ন দেখা যায় না। কেবল তরঙ্গিত জলরাশি দেখা যায়। সেই সমুদ্র থেকে সময়ে সময়ে কোন কোন জল জন্তু ভেসে উঠে। কিন্তু একটীও রত্ন ভেসে উঠে না। এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের উপর দেখে বোঝা যায় না যে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান ভক্তি, প্রেম ও বিবেক-বৈরাগ্য আছে। সমুদ্র ঐ সকল রত্ন সেদে কাহাকে দেন না, অথচ যে নিতে সক্ষম হয়, সে নিতে পারে, তাহাতে সমুদ্রের কোন আপত্তি হয় না, তজ্জন্য সমুদ্র ক্ষতি বিবেচনা করেন না। ঐ সকল মহাপুরুষরাও জ্ঞান ভক্তি ও প্রেম ও বিবেক-বৈরাগ্য রত্ন কাহাকে সেদে দেন না। ৩০।

বনে কত প্রকার বৃক্ষ আছে। সে সকলের মধ্যে কত ঔষধির গাছ আছে। অচিকিৎসক ও সকলগুলি চেনেন না। মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে কত মহাপুরুষ আছেন, সকলেই কি তাঁদের চিনিতে পারেন? ৩১।

আগুন চিরকালই সমান আছে। শীতে আগুনের উত্তাপ ভাল লাগে। অশীতে ভাল লাগে না। একজন মহাপুরুষ চিরকালই সমান ভাবে থাকেন। আমার মনের অবস্থা অনুযায়িক তাঁহাকে ভাল লাগে, আর মন্দ লাগে। ৩২।

সমুদ্রে কত রত্ন আছে, কোন ডুবরিও জানে না। এমন কোন ডুবরি নাই যে, সকল রত্ন ছেঁকে তুলতে পারে। শিব

সাগরে কত বিবেক, কত বৈরাগ্য, কত জ্ঞান, কত ভক্তি, কত প্রেম আছে। সে সকল রত্নের সমস্ত কোন কালে কোন মহাপুরুষ পান নাই। শিবসাগরে কত রত্ন আছে, তাহাও কোন মহাপুরুষ জানেন না। ৩৩।

সিদ্ধি ও জীবন্মুক্তি।

অগ্নি জলের সাহায্যে তণ্ডুল প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ হইতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই আবশ্যক। ১।

জ্ঞান সাধনার অন্তর্গত নয়, ভক্তি সাধনার অন্তর্গত নয়, প্রেম সাধনার অন্তর্গত নয়, যোগ সাধনার অন্তর্গত নয়, পূজা সাধনার অন্তর্গত নয়, নির্ব্বাণ সাধনার অন্তর্গত নয়। এ সকল সিদ্ধির অন্তর্গত। ২।

ত্রিগুণ ত্রিপন্থাস্বরূপ। সত্বগুণ যেন বাঁধা রাস্তা। রজঃগুণ মেটে রাস্তা। তমগুণ দোঁকো রাস্তা। গন্তব্য স্থলে পৌঁছিলে পন্থাতিত হওয়া হয়। ঈশ্বর প্রাপ্তিতে গুণাতিত হওয়া যায়। ৩।

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে সকল আশা, সকল কামনা পূরণ হয়। তাঁহাকে পেলে কিছুরই অভাব বোধ হয় না। ৪।

তুমি জীবিত আছ, কিন্তু তোমার অনেক বন্ধন। তুমি জীবিত থাকিতে যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, তখনই আমি তোমাকে জীবন্মুক্ত বলিতে পারিব। ৫।

তোমার জীবনে অনেক বন্ধন। সেগুলির মধ্যে গোটাকত হোতে মুক্ত হইলে, তুমি সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত নহ। তবে একেবারে কোন বন্ধন মুক্ত না হওয়া অপেক্ষা, কতকগুলি বন্ধন মুক্ত হওয়াও ভাল। ৬।

দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না। ৭।

প্রারব্ধ ক্ষয় ব্যতীত বিধি নিষেধের পারে যাওয়া যায় না। যাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয় নাই, তিনি সম্পূর্ণ বিধি নিষেধের অধীন।৮।

এই দেহ আশ্রয়ে তোমার কত লোকের সহিত কত প্রকার সম্বন্ধ হইয়াছে। এই দেহে অবস্থিতি করিয়াও যখন তোমার কাহারো সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না, তখনি তুমি প্রকৃত জীবন্মুক্ত হইবে। ৯।

কায়ায় যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আমি কায়স্থ, অকায়স্থ আমি কি প্রকারে বলিব? বিদেহ কৈবল্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই কায়স্থ নন। কায়া ব্যতীত যখন আমি অবস্থান করিব, তখনি অকায়স্থ হইব। ১০।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনোবিকার। এই সকল মনোবিকার শূন্য যাঁহার মন হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত নির্ব্বিকার। বিড়াল, কুক্কুর, ইন্দুর, ছুঁচোরা সকল জাতিরই ভাত খায়, সকল জাতিরই এঁটো খায়। কুক্কুর, শৃগাল, গোমাংস, নরমাংস ও শূকর প্রভৃতির মাংসও খায়। সে জন্য এরা সকলে কি নির্ব্বিকার হয়েছে। ১১

যিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ১২।

দেহে অবস্থিতি করিয়াও যিনি বিদেহী হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। ১৩।

জীবের প্রতি যে কোন ভাব হয়, তাহাই অবিদ্যাসম্ভূত। আর ভগবানের প্রতি যে কোন ভাব হয়, তাহাই বিদ্যাসম্ভূত। জীবের প্রতি যে কোন ভাব হয়, তাহাই বন্ধন। জীবের প্রতি যাহার কোন ভাব নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত। ১৪।

যাঁহাকে কখন দয়ার পাত্র হইতে হয় না, তাঁহার দয়া এবং নির্দ্দয়া উভয়ই নাই। তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তিনি কাহারো ইষ্ট অনিষ্টের কারণ হন না। ১৫।

জীবন্মুক্তের কোন বন্ধন নাই। জীবন্মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন। ১৬।

জীবন্মুক্তি ব্যতীত একেবারে আশা শূন্য হওয়া যায় না। জীবন্মুক্তের কোন আশা কোন বাসনা নাই। ১৭।

প্রারব্ধ এবং পূর্ব্বসংস্কারের যিনি বশবর্ত্তী নন, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্তপুরুষ। যাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয় নাই, তিনি জীবন্মুক্তির অধিকারী হন নাই। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও পূর্ব্বসংস্কারও মহাবন্ধন। ১৮।

ধন, সম্ভ্রম ও রমণীর প্রতি জীবের যত আসক্তি, এত আর কিছুতেই নাই। ঐ তিনের আসক্তি যাঁহার ঘুচিয়াছে, তিনি যে জীবন্মুক্তপুরুষ। ঐ প্রকার আসক্তি শূন্য পুরুষ প্রত্যেক সৎলোকের পূজ্য ও বন্দনীয়। ১৯।

গার্হস্থ্য, যোগ তপস্যা এবং সন্ন্যাসের বিশেষ প্রতিকূল। অনুকূল, প্রতিকূল যাঁহার বন্ধন নয়, তাঁহার গার্হস্থ্যও প্রতিবন্ধক নয়। ২০।

পঞ্চমকারের ভিতরে থাকিয়াও যিনি পঞ্চমকারে লিপ্ত নন, তিনিই প্রকৃত বীরাচারী, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত। তাঁহারই প্রকৃত বীরভাব, তাঁহারই নাম বীরসিংহ। সেই জিতেন্দ্রিয় বীরসিংহের কন্যাই জ্ঞানশক্তি বিদ্যা হয়েছেন। ২১।

পাখীকে সাপে খায়, কিন্তু এমন সকল পাখী আছে, যে সকল পাখী সাপকে খায়। মানুষকে ষড়রিপু নষ্ট করে। আবার এমন মানুষ আছে, যে মানুষ তাহাদের নষ্ট করে। ২২।

শান্তি লাভ না হোলে, মনোস্থির হয় না। মনোস্থির যাঁহার হইয়াছে, তিনি একাস্থানে বহুকাল থাকিতে পারেন, কিছুতেই তাঁর মন চঞ্চল হয় না। যে পর্ব্বতের মতন অটল, সাংসারিক প্রলোভনরূপ ঝড় কি তাঁকে টলাতে পারে? ২৩।

মনুষ্যের দেহ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। তাহাতে জীবাত্মা প্রকৃতি। পুরুষ পরমাত্মা। যতকাল জীবাত্মার পরমাত্মা লাভ না হয়, ততকাল তিনি মায়াচ্ছন্ন, এবং ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। উভয়ের সম্মিলনে রমণ হয়। সেই রমণ নিত্যানন্দময়। জীবাত্মার ঐ প্রকার অবস্থাকে সংসার বন্ধন মুক্তাবস্থা বলা যায়। ঐ প্রকারাবস্থায় জড়াঙ্গিক রমণ থাকে না। ঐ অবস্থায় জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৪।

অশান্ত ব্যক্তির নানা চিন্তা। প্রকৃত শান্ত ব্যক্তিই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ২৫।

যাঁহার কোন বিঘ্ন নাই, যিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়াছেন। ২৬।

ষষ্ঠ অংশ

বিবিধ তত্ত্ব।

নিদ্রিতাবস্থায় আমি থাকি, অথচ আমি আছি বলিয়া আমার বোধ থাকে না। পরমেশ্বর আছেন এ বোধ তোমার হইতেছে না বলিয়া কি বলিতে হইবে তিনি নাই? ১।

অনেক সময়ে মনে অনেক কথা উদয় হয়, যে সকল কথা মনে ছিল বলিয়া পূর্ব্বে বোধ হয় নাই। অথচ তাহারা ছিল। ঐ প্রকারে যাঁহারা এখন ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোধ করিতেছেন না, কোন না কোন সময়ে তাঁহারাও বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা এখন বোধ করেন না বলিয়া ব্রহ্ম নাই বলিতে পারেন না, ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। ২।

আমাকে আমি দেখিতে পাই না বলিয়া কি আমি নাই? আমি আছি যে, বোধ করিতেছি। অতএব আমি অবশ্যই আছি। ব্রহ্মকে না দেখিলেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করি, সুতরাং ব্রহ্ম নাই বলিতে পারি না। ৩।

মনুষ্যের মুখ হইতে নানা প্রকার বাক্য নির্গত হয়। সে সকল আমরা শ্রবণ করি মাত্র, দেখি না। শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তন্মধ্যে একটী কথা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিম্বা জীবাত্মা দেখি না বলিয়া কি তন্মধ্যে উহারা বিদ্যমান থাকে না বলিব? জগদীশ্বরকে সকলেই প্রত্যক্ষ করেন না বলিয়া কি তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিব? প্রাকৃতিক চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, বায়ুর সঞ্চরণ, অগ্নি কর্ত্তৃক

দাহ, মনুষ্যের জন্ম, জীবিতাবস্থা এবং মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা সকল তাঁহার অস্তিত্বের জীবন্ত এবং জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই স্বভাব এবং স্বাভাবিক প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহাকে প্রমাণ করিতেছে—তাঁহার অসংশয়িত অস্তিত্বের অভ্রান্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ৪।

আমি আগুণ দেখিতেছি, কেহ আগুণকে জল বুঝিতে বলিলে আমি তাহাকে জল বুঝিব কেন? আমি ঈশ্বর দেখিতেছি, কেহ তাহাকে ঈশ্বর নয় বলিলে, আমার তাঁহাকে ঈশ্বর নয় বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। ৫।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত কথা স্বীকার করেন, যিনি ঈশ্বরের সমস্তমূর্ত্তি মানেন, তিনিই প্রকৃত আস্তিক। আমার ঐ প্রকার আস্তিকতা নাই, সুতরাং আমি এখনও প্রকৃত আস্তিক হইতে পারি নাই। ঈশ্বরের ঈশ্বর নাই এই জন্য তিনি নিরীশ্বর, তাঁহার ঈশ্বর নাই অতএব তিনি অপর কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না, এই জন্য তাঁহাকে নাস্তিক বলা যায়। আমি ত ঈশ্বর নই, তাই আমি নাস্তিক হইতেও পারি নাই। ৬।

ধর্ম্ম, সমাজের জীবন। ধর্ম্ম সমাজকে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় রাখেন। আস্তিকতাময় ধর্ম্ম। আস্তিকতার অভাব যার, ধর্ম্মেরও অভাব তার। ৭।

ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রিপুদিগের উৎপীড়ন হইতে নিরাপদ হওয়া যায়। একমাত্র ধর্ম্মবলে দুর্জ্জয় রিপুকুল নিস্তেজ হয়। ধর্ম্মই পতিত জীবের চরম আশ্রয়স্থল। ধর্ম্মই অবিমিশ্র সুখশান্তির কারণ। ৮।

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত জগতের সকল ভাষা জানিলেও তোমার ধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা নাই। ৯।

কাহারো সম্বন্ধে উন্নতি বাষ্পীয় শকটের দ্রুতগতির ন্যায় হয়, এবং কোন কোন ব্যক্তির অধিক বোঝাইকরা গো-যানের ন্যায় অদ্রুতগামিনী। ১০।

নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চা এবং সাধুসঙ্গ কখনো বিফল হয় না। ইহ জন্মেই তাহার হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। নানা শাস্ত্রে নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গ করার জন্য পরলোকে যে সমস্ত ফল ভোগ হইবার কথা উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই সত্য। ১১।

যাঁহার ধন নাই, তিনি ধন ত্যাগ কি প্রকারে করিবেন? সর্ব্বধর্ম্ম যাঁহার নাই, তিনি সর্ব্বধর্ম্ম কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবেন? অগ্রে সর্ব্ব ধার্ম্মিক হ'য়ে, পরে সে সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইতে হইবে। সর্ব্ব ধার্ম্মিক যখন হইতে হইবে, তখন কোন ধর্ম্মের প্রতিই বিদ্বেষ থাকিবে না। সে সকল পরিত্যাগ হইলেও সে সকলের প্রতি বিদ্বেষ থাকিবে না। সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হয় না। অগ্রে সর্ব্বধর্ম্মে অনুরাগ হইয়া, পরে সে সকল পরিত্যক্ত না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া যায় না। ১২।

তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম লাভ হইয়াছিল, এখন তিনি সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন। এখন তাঁহার ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই। অধর্ম্ম থাকিতে সর্ব্বধর্ম্ম লাভ হয় না। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ হইলেও আর অধর্ম্ম হয় না। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ হইলে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতই হওয়া যায়। ১৩।

কৃষ্ণের কৃপায় যাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণের শরণাগত হইতে পারিয়াছেন। বিধি নিষেধ উভয়ই ধর্ম্মের অন্তর্গত। সেই ধর্ম্ম ত্যাগ যাঁহার হইয়াছে, তিনিই বিধি

নিষেধের পারে গিয়াছেন। কৃষ্ণকে পাইলে কৃষ্ণের শরণাগত ধর্ম্মকর্ম্ম সকলও পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। ১৪।

হতাশ্বাসে যে নিরাশা আসে, তাহা বড় দুঃখের কারণ। সে নিরাশায় নিজ জীবন্ বিড়ম্বনা বোধ হয়। নিজ জীবনে বীতরাগ হয়। ১৫।

ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জলপান ও পীড়ায় ঔষধ সেবন, স্বার্থ ও কামনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন কি, প্রত্যেক কার্য্যই স্বার্থ ও কামনামূলক। প্রত্যেক কার্য্যই স্বার্থ ও কামনা-সম্ভূত। ১৬।

পরোপকার করিবার ইচ্ছা ব্যতীত, পরোপকার করা যায় না। সেই পরোপকার করিবার ইচ্ছাই কামনা। পরোপকার করাও আমার স্বার্থ, পরোপকার করিয়াও আমার সুখ হয়, এই জন্য তাহা করি। কোন কার্য্যই নিষ্কাম ভাবে করা হয় না, কোন কার্য্যই নিঃস্বার্থ ভাবে করা হয় না, যে কার্য্যে মানুষের দুঃখ বোধ হয়, সে কার্য্য মানুষ ইচ্ছা করিয়া করে না, বাধ্য হইয়াই করে। ১৭।

ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে, অন্নজলেও আসক্তি হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণাও আসক্তির অন্তর্গত। ১৮।

ক্ষুধা, নিদ্রা, কাম ও লোভ আসক্তিসম্ভূত। ১৯।

ক্ষুধা ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যে রুচি ও লোভ হয় না। কাম ব্যতীত কামিনীতে আসক্তি হয় না। সংসারে বিরাগ ব্যতীত ভগবানে অনুরাগ, ভক্তি ও প্রেম হয় না। ২০।

আহারে লোভের কারণ, ক্ষুধা। যুবতীতে আসক্তির কারণ কাম। ২১।

সাধারণ লোকের মধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশিত থাকে। অগ্নি যে কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকেও দাহকরে এবং অন্যান্য দাহ্যও দাহ করে। জীবেব মন যেন কাষ্ঠ, কাম ক্রোধ প্রভৃতি যেন অগ্নি। ২২।

কাম যুবককে সামান্য যুবতীতে রত করে, ভগবানে বিরত করে, এই জন্য কাম মন্দ ও অনিষ্টকর। সেই কাম যদ্যপি অসামান্য ভগবানে রত করে ও সামান্য যুবতীতে বিরত করে, তাহা হইলে তাহা অতি উত্তম ও ইষ্টকর। ২৩।

একগুলি সূত কত অল্প স্থানে গুটান থাকে। এক থান কাপড় অল্পস্থানে ভাজ করা থাকে, সংসারে ঐ প্রকারে বিস্তীর্ণ মন অবিস্তীর্ণ থাকে। ২৪।

ঐ প্রকার তুমি একটী রমণীর স্বামী হইয়াছ, এই জন্য অহঙ্কার করিতেছ? অহঙ্কার করিতে তোমার লজ্জা হয় না? তুমি নিজে যে ষড়রিপুর অধীন, কত কুবৃত্তির অধীন। তাহারা সকলে যে তোমাকে অধীন করিয়াছে, তাহারা সকলে যে তোমার স্বামী হইয়াছে। ষড়রিপুর উপর যাহার আধিপত্য আছে, সর্ব্বকুবৃত্তির উপর যাঁহার আধিপত্য আছে. সকল ইন্দ্রিয়কে যিনি বশ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত স্বামী। প্রেমভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী যিনি, তিনিই স্বামী। সকল সদ্বৃত্তির যিনি অধিকারী, তিনিই স্বামী। যাহার অধীনে সকলে আছে, তিনিই স্বামী। যিনি কাহারো অধীন নন, তিনিই স্বামী। ২৫।

যে সকল কুবৃত্তি তোমার আশ্রিত, যে সকল কুবৃত্তি তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে,তাহারাই তোমার কত অনিষ্ট করিতেছে। অন্যে অনিষ্ট করিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ২৬।

তোমার মনে নানা কুভাব রহিয়াছে, তোমার মন শুদ্ধ নয়। তোমার শরীরে মূত্রপুরীষ রহিয়াছে, তোমার শরীর অস্থি মাংস শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি, তোমার শরীর শুদ্ধ নয়। তোমার নিজের অন্তর বাহ্য অশুদ্ধ অথচ তুমি অন্যকে অশুদ্ধ বলিয়া তিরস্কার কর কেন? নিজে যাহাতে শুদ্ধ হইতে পার, অগ্রে তাহারই চেষ্টা কর। ২৭।

তোমার ভিতরে মূত্রপুরীষ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তোমার বাহিরে এত শূচিই বা কেন? অন্তর শূচি যাহাতে হয় তাহাই কর। ২৮।

তোমার সর্ব্বাঙ্গে অস্থি মাংস শোণিত আছে, আর ঐ শবের সর্ব্বাঙ্গেও অস্থি মাংস শোণিত রহিয়াছে, তবে উহা স্পর্শ করিয়া তুমি স্নান করিতেছ কেন? তোমার নিজের অস্থি মাংসবিশিষ্ট শরীর থাকিতে স্নান করিয়া কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে? ২৯।

তুমি নিজেকেই বিশ্বাস কর না, তবে অন্যকে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? তোমার সর্ব্বদা এক প্রকার মনের ভাব থাকে না, সেই জন্য তোমার নিয়ত এক প্রকার মতও থাকে না। তোমার কখন কি মনের ভাব হইবে, পূর্ব্বে জানিতে পার না বলিয়া তোমার আত্ম প্রত্যয়ও নাই। অজ্ঞান বশতঃই তোমার মতের বারম্বার পরিবর্ত্তন হয়। তুমি যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতে, তাহা হইলে তোমার একমতই চিরকালের জন্য রহিয়া যাইত। ৩০।

তুমি শরীরকে সুস্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছ কেন? তুমি নিজে যাতে সুস্থ হবে তার চেষ্টা কর। দিব্যশান্তি, দিব্যসুখে আত্মা সুস্থ হন, দিব্যজ্ঞান পরাভক্তিতে আত্মা সুস্থ হন। এ সকলের অভাবে আত্মা বড়ই অসুস্থ হন। মহাপুরুষদের ঐ

সকল আছে। এই জন্য তাঁহাদের মতন আর কেহই সুস্থ নন। তাঁহারা নানা ভোগ বিলাসের দ্বারা শরীরকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করেন না। ৩১।

শারীরিক বলবৃদ্ধি হইলে কাম ক্রোধের বৃদ্ধি হয়। মানসিক বল বৃদ্ধি হইলে ক্রমে কাম ক্রোধ নিস্তেজ হয়। শারীরিক বলে অনেকের অনিষ্টই প্রায় করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার মানসিক বল আছে, তিনি ভ্রমেও কথন কাহারো অনিষ্ট করেন না। তোমার মানসিক বল যত বৃদ্ধি হইবে, ততই তুমি শান্তি পাইবে। শারীরিক বল অনেক সময়েই অশান্তির কারণ হয়। ৩২।

তোমার দেহ তরণী। সেই তরণীর দশেন্দ্রিয় দশজন দাঁড়ী, সে তরণীর মাজি মন। তুমি সে তরণীর আরোহী। মায়ারূপ সমুদ্রে মনরূপ মাজি দশেন্দ্রিয়রূপ দাঁড়ীগণের সাহায্যে দেহরূপ তরণী চালাইতেছেন। ঘটনাক্রমে ঐ মায়া সমুদ্রে দেহতরী মগ্ন হইলে, কুবৃত্তি রূপ জলজন্তুরা তোমাকে সংহার করিবে। ৩৩।

কাশীতে অনেক বাঁদর আছে। তথায় ছাদে বড়ী শুকাইতে হইলে সর্ব্বদা চৌকী দিতে হয়। একেবারে চৌকী না দিলে বাঁদরে বড়ী খাইয়া ফেলে। তোমার নিজের ভিতরেই নানা কুবৃত্তিরূপ অনেক বাঁদর রহিয়াছে। সর্ব্বদা হরির ধ্যান, জপ, স্তবপাঠ, হরি সংকীর্ত্তন ও হরির বিষয়ে সর্ব্বদা আলোচনারূপ প্রহরা না দিলে, তোমার ভক্তি প্রেম ও জ্ঞান ঐ কুবৃত্তিরূপ বাঁদরে নষ্ট করিতে পারে। ৩৪।

খাদ্য নিকটে না থাকিলেও ক্ষুধা হয়। খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না বলিতে পার না। ভোগ্য বস্তুর অভাবে ভোগ বাসনার অবসান হয় বলিতে পার না। ৩৫।

কাম্য বস্তুর অভাবে কামনা ত্যাগ হয় না। কামনার অভাবে কাম্য বস্তু ত্যাগ করা যায়। ৩৬।

কাম্য বস্তু লাভ না করিতে পারিলেই অশান্তি হয়। আমাদের কাম্য অনেক। সকলগুলি পূরণও হয় না। যেটী পূরণ হয়, সেটীতে শান্তি হয়। যেটী পূরণ হয় না, সেটীতে অশান্তি হয়।৩৭।

ভগবান্ যাঁহাদের কাম্য, তাঁহাদের অপর কাম্য নাই। তাঁহাকে লাভ করিলে, তাঁহাদের আর অশান্তি থাকে না। অন্যান্য কাম্য বস্তু লাভ করিয়া অনেক দিন সম্ভোগ করিলে, তাহাদের প্রতি অরুচিও হইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া বহুদিন সম্ভোগ করিলেও তাঁহার প্রতি অরুচি হয় না। ৩৮।

সময়ে সময়ে অমন তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যকেও মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সময়ে সময়ে অজ্ঞানরূপ মেঘে জ্ঞানরূপ সূর্য্যকে আবৃত করে। ৩৯।

সংসারে অনেক বিপদ্, অনেক বিঘ্ন, অনেক প্রলোভন, অনেক শোক, অনেক দুঃখ, অনেক অশান্তি। এইজন্য সংসার যাঁহার ত্যাগ হইয়াছে, তিনি এক প্রকার মুক্ত। ৪০।

অতি অল্প লোকই বৈরাগ্য বশতঃ সংসার পরিত্যাগ করেন। অনেকেই যন্ত্রণায় ইহা ছাড়েন। ৪১।

সংসারে থাকিয়া সময়ে সময়ে যে কিছু কিছু আনন্দ লাভ হয়, তাহা বিমলানন্দ নয়। সাংসারিক প্রলোভন ও আসক্তি হইতে মুক্তি ব্যতীত বিমলানন্দ লাভ হয় না। ৪২।

পিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষির পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাও আছে, এবং সে মুক্ত হইলে উড়িতেও পারে। তাহার মুক্ত হইবারও

উড়িবার শক্তি সত্বেও মুক্ত হইয়া উড়িতে পারে না। মুমুক্ষু জীবও সংসারে বদ্ধ হইয়া আছেন, অথচ মুক্ত হইবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারও চিদাকাশে উড়িবার শক্তি আছে, অথচ বদ্ধ রহিয়াছেন বলিয়া উড়িতে পারেন না। ৪৩।

সকল লোকের রুচি এবং স্বভাব এক প্রকার নয়। ৪৪।

প্রত্যেক ব্যক্তি কৃত নানা কার্য্য তাঁহার স্বভাবের পরিচায়ক। নানা কার্য্যের আচরণে স্বভাবের প্রকাশ। নানা সদাসদ্বৃত্তিময় মন। সৎবৃত্তিগুলির স্ফূরণ সৎস্বভাব; অসৎবৃত্তিগণের স্ফূরণ অসৎ স্বভাব। ৪৫।

বিষ্ঠার দুর্গন্ধ বিষ্ঠার পরিচায়ক। আতর গোলাপের সুগন্ধ আতর গোলাপের পরিচায়ক। কথাবার্ত্তায় এবং স্বভাবে ভালমন্দ লোকের পরিচয় পাই। ৪৬।

উর্ব্বরাভূমিতে প্রয়োজনীয় জলসিঞ্চনদ্বারা বীজবপন করিলে বৃক্ষোৎপন্ন হয়। নদীর জলে বীজ বপিত হইলে গাছ হয় না। স্রোতে ভেসে যায়। সৎস্বভাব উর্ব্বরাভূমি। বীজ বিশ্বাস। ভক্তি বারি। সৎস্বভাবরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে ভক্তিবারি সিঞ্চনদ্বারা বিশ্বাস বীজ বপিত হইলে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ বৃক্ষোৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষের ফল আনন্দ। ৪৭।

জগতের কোন ধর্ম্মমতেই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেহই ধার্ম্মিক ও সাধু হইতে পারে না। "বাইবেলেও" অনেক স্থলে পিওর্ অর্থাৎ পবিত্র হইতে বলা হইয়াছে। ৪৮।

জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি ও বুদ্ধিই প্রধান। চিত্তশুদ্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক সাধনা-সাপেক্ষ। ৪৯।

যে সকল ব্যক্তির অধিক ধন ও সম্ভ্রম আছে, সে সকল ব্যক্তির

মধ্যে অনেকেই মহা অহঙ্কারী। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞান ও অভক্ত। ৫০।

বিড়াল হেগে জঞ্জালে গু যেমন ঢেকে রাখে, তদ্রূপ আমরা আমাদের দোষ সকল ঢেকে রাখি। ৫১।

নিজের বিষ্ঠায় তত ঘৃণা হয় না, যত অপরের বিষ্ঠায় হয়। তুমি নিজের অসচ্চরিত্রে তত ঘৃণা কর না, যত অপরের অসচ্চরিত্রে ঘৃণা কর। ৫২।

তোমাকে গালাগালি দিলে, তোমাকে নিন্দা করিলে, তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিলে, রাগত ও দুঃখিত হইও না। কারণ রাগ ও দুঃখ উভয়ই অশান্তিপ্রদ। ৫৩।

কোন জীব জন্তুকে বিনা অপরাধে মনোকষ্ট দেওয়া, তাহাদের উৎপীড়ন করা এবং নিরপরাধে তাহাদের হত্যা করাই মহাপাপ। আরো অন্যান্য অনেক প্রকার কার্য্যে ও পাপের সঞ্চার হয়। ৫৪।

যে সকল পাপ করিয়াছ, সে সকলের জন্য যে মুহূর্ত্তে তোমার তীব্র অনুতাপ হইবে; সেই মুহূর্ত্তে সে সকলের ধ্বংস হইবে। ৫৫।

তুমি যে চিররোগী, তোমার যে সর্ব্বদা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধারণে থাকার প্রয়োজন। তোমার যে নানা প্রকার আন্তরিক পীড়া রহিয়াছে, তোমার সে সকল হইতে পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বদাই ইষ্টদেবতাকে আবাহন করা উচিত, সর্ব্বদাই তাঁহার শরণাপন্ন থাকা উচিত, সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্মরণ করা উচিত। ৫৬।

তোমার অনাত্মা সম্বন্ধেই জ্ঞান হয় নাই, অথচ আত্মজ্ঞান লাভের অভিলাষ করিতেছ? আত্মজ্ঞান অতি দুর্লভ। তাহা কি সহজে লাভ হয়? ৫৭।

অজ্ঞানের বিবেক বৈরাগ্য, ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম হয় না। জ্ঞানলাভ ব্যতীত ঐ সকল হইতে পারে না। ৫৮।

ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার নিত্যসম্বন্ধ। অথচ অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে ভালবাস না। তোমার অস্তিত্ব তাঁহাতে। তুমি তাঁর, ইহা যদি যথার্থ বুঝিতে, তাহা হইলে তাঁহার চেয়ে আর কাহাকেও অধিক ভালবাসিতে পারিতে না। ৫৯।

যিনি কাশী এবং বিশ্বেশ্বরকে নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তিনি ত জীবন্মুক্ত, তাঁহার আর ভাবনা কি? কিন্তু সে ভালবাসা অতি অল্প লোকেরই কাশী এবং বিশ্বেশ্বরের প্রতি হয়। বারম্বার জন্ম মৃত্যু হইলে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কাশীতে মৃত্যু হইলে আর পুনঃজন্ম হয় না, সেই জন্য অনেকেই কাশী বাস করিতেছেন। ঐ প্রকার কাশীবাস কামনা এবং স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। নিঃস্বার্থ নিষ্কামভাবে কাশী বাস করা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? কাশী এবং বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া কয়জন কাশী বাস করিতে সক্ষম হন? পরমজ্ঞান এবং পরাভক্তি লাভ না হইলে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে কাশী বাস করা হয় না। শুদ্ধ প্রেমলাভ হইলেও কাশীবাসে কামনা ও স্বার্থ থাকে না। ৬০।

তুমি অজ্ঞান শিশু। অজ্ঞান শিশুবোধক আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান যাহাতে হয় তাহারই চেষ্টা কর। ৬১।

বস্তু বিচার করিতে করিতে আত্মানাত্মবিচার করিবার ক্ষমতা হয়। আত্মানাত্মবিচার বলে আত্ম বোধোদয় হয়। ৬২।

অনাসক্তিই নিবৃত্তি। আসক্তিই প্রবৃত্তি। ৬৩।

প্রবৃত্তিই অধীনতা ও বন্ধন। প্রবৃত্তিই অশান্তির কারণ। ৬৪।

নিবৃত্তিই স্বাধীনতা ও মুক্তি। স্বাধীনতা ও মুক্তিই শান্তির কারণ। ৬৫।

সংসারে নিবৃত্তিই সংসার থেকে মুক্তি। সংসারে প্রবৃত্তিই সাংসারিক বন্ধন। ৬৬।

নিশ্চিন্তা আর প্রাণের আরাম যাতে হয়, তাই ভাল। ৬৭।

যাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার অসুখ অশান্তিও নাই। যাঁহার যত অভাব, তাঁহার তত অসুখ অশান্তি। ৬৮।

যাঁহার মনোবিকার আছে, তাঁহার মনোস্থির হয় নাই। মনোবিকার থাকিতে মনোশ্চাঞ্চল্য যায় না, মনোবিকার থাকিতে শান্তিলাভ হয় না। ৬৯।

মাটীর হাঁড়ির ভিতরে মোহর রাখিলে মোহর ত আর মাটী হ'য়ে যায় না। গৃহস্থের মতন কাপড় পরিলে কি সাধু অসাধু হ'য়ে যেতে পারেন। সাধুতা বিহীন গৃহস্থ কি গৈরিক পরিলে সাধু হ'তে পারেন? ৭০।

মৃত্তিকার সংসর্গে কাষ্ঠ অল্পকাল থাকিলে, যেমন কাষ্ঠ মৃত্তিকা হয় না। তদ্রূপ অল্পকাল অসাধু সাধুসঙ্গ করিলে অসাধু সাধু হয় না। ৭১।

পশু পক্ষিরা ভক্ষ সামগ্রী, পানীয় কিম্বা অন্য কোন বস্তু সঞ্চয় করে না। সাধু হইয়া ঐ সকল পশু পক্ষীর আচরণ করিলে মহত্ব কি? ৭২।

বনে অনেক জন্তু আছে। সুধু বনবাস করিলেই মুনি ঋষি হওয়া যায় না। ৭৩।

বিকট শ্মশানে অনেক কুকুর শুয়ে থাকে, তারা ত শিব হয় নাই। সাধুর বেশ করিলেই সাধু হওয়া যায় না। ৭৪।

বরাহ ভল্লূক প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু কন্দমূল ভক্ষণ করে, সে জন্য তাহাদের কি মুনি ঋষি বলিবে? অনেক পাখী কেবল ফল মূল ভক্ষণ করে, তাহাদেরও মুনি ঋষি বলা যায় না। মুনি ঋষির গুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই মুনি ঋষি বলা উচিত। ৭৫।

মহা শীতে জলজন্তুরা জলে থাকে, সে জন্য কি তাহাদের মহাতপস্বী মহাপুরুষ বলিতে হইবে? শীতকালে কোন ব্যক্তি জলে বসিয়া থাকিলেই তাহাকে সাধু ও মহাপুরুষ বলা যায় না। জেলেরাও শীতকালে জলে নেবে মাছ ধরে। তাদেরও তপস্বী মহাপুরুষ বলিতে হইবে নাকি? ৭৬।

পাঁকে যে পোকার জন্ম হয়, তাহার পাঁকে ঘৃণা হয় না, কৃমির জন্ম বিষ্ঠায়, তাহার বিষ্ঠাতে ঘৃণা হয় না। পাঁকের পোকা পাঁকে থাকিতে ভালবাসে বলিয়া, বিষ্ঠার কৃমি বিষ্ঠায় থাকিতে ভালবাসে বলিয়া, তাহাদের পাঁক ও বিষ্ঠায় ঘৃণা হয় না বলিয়া কি তাহাদের নির্ব্বিকার বলিবে? বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে পারিলে এবং বিষ্ঠা গায়ে মাখিয়া থাকিতে পারিলেই নির্ব্বিকার হওয়া যায় না। ৭৭।

জড়ের স্তুতিনিন্দা সমান, গুয়ের ভিতরে ফেলিয়া রাখিলেও তাহার ঘৃণা হয় না। তুমি কি জড়ের মতন নির্ব্বিকার হইতে চাও? ৭৮।

সকল প্রকার পক্ষীই পক্ষী, অথচ পরস্পর গঠনের, বর্ণের ও স্বভাবের অনেক প্রভেদ আছে। পক্ষিদের মনুষ্যের মতন কথা নয়, অথচ কোন কোন জাতীয় পক্ষী যেমন মনুষ্যের মতন কথা কহিতে পারে, তদ্রূপ কোন কোন মানুষ দেবতার স্বভাব ও গুণ পান। ৭৯।

জ্ঞানসম্ভূতা নিরাশা; নির্ব্বাসনা ও নির্ম্মমতা মুক্তিদায়িনী। প্রকৃত জ্ঞানী আশাশূন্য, বাসনাশূন্য ও মমতাবিহীন। ৮০।

প্রকৃতজ্ঞানী কাহাকেও শত্রু বিবেচনা করেন না, কাহাকেও মিত্র বিবেচনা করেন না। তিনি সর্ব্বত্রে সর্ব্বজীবে নিজের বিকাশ দেখেন। তিনি কাহারো নিন্দাও করেন না, তিনি কাহারো প্রশংসাও করেন না। তিনি কাহারো প্রতি রুষ্টও নন, তিনি কাহারো প্রতি তুষ্টও নন। প্রকৃত ভক্তও কাহাকে নিন্দা করিতে পারেন না, প্রকৃত ভক্ত কাহাকেও ভর্ৎসনা করিতে পারেন না। তাঁহার কাহারো প্রতি রাগও হয় না। তিনি কাহারো হিংসাও করেন না। তিনি কাহারো মনোকষ্টের কারণ হন না। প্রেমিকও ভক্তের ন্যায় নিরীহ। প্রেমিকও কাহারো মনোকষ্টের কারণ হন না। প্রেমিকও কাহারো অনিষ্ট করেন না। ৮১।

নির্ব্বিকার মন হইলে শান্তি লাভ হয়, শুদ্ধজ্ঞানী আর শুদ্ধভক্তের মন নির্ব্বিকার। ৮২।

জ্ঞানাগ্নিতে যিনি অহঙ্কাররূপ ঘৃত আহুতি দিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত অগ্নিহোত্রী। তিনি অহঙ্কার আহুতি দিয়ে নিরহঙ্কার হইয়াছেন। ৮৩।

নির্ব্বাসনা ব্যতীত নিরাশা আসে না। গৃহস্থের পক্ষে নৈরাশ্য বড়ই অমঙ্গলজনক। নৈরাশ্য সন্ন্যাসীর পক্ষে বড়ই আদরের জিনিস। ৮৪।

যে সকল অধ্যাত্মগ্রন্থ কেবল সার গর্ভ উপদেশে পূর্ণ, সে সকল মানবের অধিক উপকারী। সে সকল অধ্যয়নে বৃথা পরিশ্রম ও সময় নষ্ট হয় না। যে সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে অল্প কথায়

অনেক ভাল ভাল উপদেশ পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থ বড় ভালবাসি। ৮৫।

কয়েকখানি "উপনিষৎ", "বেদান্ত", শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী, "ভগবদ্গীতা", "উত্তরগীতা", "ভগবতীগীতা", "নিরঞ্জনগীতা," "অবধূতগীতা", "মহানির্ব্বাণতন্ত্র", জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, "অষ্টাবক্র-সংহিতা" ও খৃষ্টিয়মতের "নিউটেষ্টামেণ্ট" ও "ইমিটেসান অফ ক্রাইষ্ট" নামক গ্রন্থে অল্প কথায় অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের একখানি পড়িলে যে উপকার হয়, অপরাপর গ্রন্থ শতখানা পড়িলেও সে উপকার হয় না। ৮৬।

প্রত্যেক অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে একাধিক কতভাব অব্যক্তভাবে থাকে, সেই সমস্ত ভাবগুলি একজন টীকাকার প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। যিনি যতটুকু বুঝিতে পারেন, তিনি ততটুকু প্রকাশ করেন। কেবল ভগবানই সকল শাস্ত্রীয় সকল ভাব জানেন, আর তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান, তিনিই জানিতে পারেন। এক বীজ তাহাতে অব্যক্তভাবে কত পত্র, কত পুষ্প ও কত ফল আছে। তাহার কেহ পত্র পাইয়াছেন, কেহ একটা ফল, কেহ একটী পুষ্প পাইয়াছেন। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের যে মহাত্মা যে টীকা করিয়াগিয়াছেন, তাহাই সত্য এবং অভ্রান্ত। কিন্তু প্রত্যেকেই শাস্ত্রীয় সকল ভাব প্রকাশ করেন নাই। ৮৭।

"বেদ-বেদান্তের" উপদেশ সকলও জড় দেহাশ্রয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড় দেহ অনিত্য হইলেও হেয় নয়। ৮৮।

যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনিও জড় দেহাশ্রয়ে প্রদান করেন। যিনি তাহা গ্রহণ করেন, তিনিও জড় দেহাশ্রয়ে গ্রহণ করেন। ৮৯।

অধিক ঝাল ব্যঞ্জন উদরস্থ হইলেও কিছুক্ষণ রসনা ঐ রসময় হইয়া থাকে। পাপাচরণ পরিত্যাগের পরেও কিছুকাল পাপময় মন থাকে; পাপ জনিত অশান্তি অনুভূত হয়। ৯০।

স্বপ্নে ভয় পাইলে নিদ্রাভঙ্গের পরে সে ভয় মিথ্যা বোধ হইলেও কিছুক্ষণ হৃৎকম্প হইতে থাকে। আত্মজ্ঞান হওয়ায় জগৎ মিথ্যা বোধ হইলেও কিছুকাল প্রারব্ধ জনিত নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৯১।

দুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না। দুঃখ সুখ প্রাপ্তির পথ। সাধন কালে কত কষ্ট সহ্য করিয়া তবে সুখস্বরূপ শিবশঙ্করকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯২।

জ্ঞান থাকিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়। সমস্ত জানিতে পারিলে সাবধান হইতে পারা যায়। ৯৩।

জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না। ৯৪।

কোন দেহীই সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তোমার দেহ বোধ থাকিতে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিবে না। ৯৫।

প্রজ্বলিত বহ্নির নিকট ব্যাঘ্র আসিতে পারে না। জ্ঞানাগ্নির নিকট ষড়রিপুরূপ ব্যাঘ্রগণের অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। ৯৬।

এমন কত মানুষ আছে, যাহারা বড় বড় ব্যাঘ্রকে বশ করেছে। ষড়রিপুকে যিনি বশে রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর। তিনিই প্রকৃত স্বাধীন। তিনিই প্রকৃত মুক্ত। ৯৭।

পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক উত্তম অলঙ্কার না পরিলেও তাঁহাকে সুন্দর দেখা যায়। কুৎসিত কুরূপাস্ত্রীলোক ভাল ভাল গহনা ও ভাল কাপড় পরিলেও তাঁহাকে সুন্দরী দেখি না। অসাধু সাধুর বেশ করিলে তাঁহাকে সাধুবোধ হয় না। সাধুর বেশ সাধু করিলে

তজ্জন্য তাঁহার সাধুতা কিছু বৃদ্ধি হয় না। তবে সাধুর বেশ সাধুকেই মানায় ভাল। ৯৮।

অনেক নারী নিজ সন্তানের জড়দেহকেই সন্তান বলিয়া জানেন। অধিকাংশ লোক ভেকই সাধুতার চিহ্ন জানেন। সেইজন্য ভিক্ষুক সাধুর ভেকের আবশ্যক। ৯৯।

কোন ব্যক্তি প্রহরীর পদ প্রাপ্ত হইলেও প্রহরীর পরিচ্ছদ না পরিলে, সাধারণ লোক তাহাকে মানে না। মহাসাধু হইলেও সাধুর বেশ ব্যতীত সাধারণ লোক চিনিতে পারে না, ভিক্ষাজীবি সাধুর ভিক্ষার জন্য ভেকের আবশ্যক। ১০০।

ইংরাজ রাজ্যের সকল স্থানের প্রহরীগণের এক প্রকার বেশ নহে, ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের সকল সাম্প্রদায়িক সাধুগণের এক প্রকার বেশ নহে। ১০১।

জলে জল মিশে, তেলে তেল মিশে, জলে তেলে মিশে না, সাধুতে অসাধুতে মিশে না। ১০২।

সদাসদের নিবৃত্তি হইলে জ্ঞান অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। শান্তি অশান্তির ও নিবৃত্তি হয়। শান্তিও জ্ঞানের অন্তর্গত। ১০৩।

স্বামী যিনি, সমস্ত অধীন তাঁর। তাঁহার অধীন যাহারা, তাহারা তাঁহার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। স্বামী জীবন্মুক্ত-নিত্যানন্দ। ১০৪।

“শ্রীবশিষ্ঠদেব” সংসারে থাকিয়াও পরমজ্ঞানী ছিলেন। “যোগাবশিষ্ঠরামায়ণ” তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচায়ক। বেদব্যাস মহামুনি হইয়াও সংসারী ছিলেন। অনুপম “বেদান্ত দর্শন” তাঁহার জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রমাণ “শঙ্করাচার্য্য” সেই মহাজ্ঞানসম্ভূত “বেদান্ত-দর্শনের” ভাষ্য করিয়াছেন। “শঙ্করাচার্য্য” মহাদেবের জ্ঞান অংশের

অবতার, "শঙ্করদিগ্বিজয়ে" তাঁহাকে পরমশিবের অবতারও বলা হইয়াছে। সেই "শঙ্করাচার্য্য" বেদব্যাসকে অদ্ভুতকৃষ্ণ বলিয়াছেন।১০৫।

এমন গুপ্ত অনেক স্বর্ণখনি আছে, যে সকল অদ্যাপি কোন মানবের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সে সকল খনিতে কত স্বর্ণ আছে। কত সাধু অতি গুপ্তভাবে আমাদের অগোচর হইয়া রহিয়াছেন। ১০৬।

গাহিতে বাজাতে জানি না, অথচ গান বাজনা শুনিলে কত মুগ্ধ হই। গান বাজনা শুনিলে কত আনন্দ হয়। চিত্রিত করিতে জানি না, অথচ চিত্র দেখিতে ভালবাসি। অনেকের মহাপুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই, অথচ মহাপুরুষ দেখিলে তাহাদের আনন্দ হয়, অথচ মহাপুরুষ দেখিতে বড় ভালবাসেন। ১০৭।

গুরুকৃপা ব্যতীত মন্ত্রযোগ হয় না। মন্ত্রযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগ হয় না, জ্ঞানযোগ না হইলে ভক্তি যোগ হয় না। ১০৮।

গুরুকৃপায় যাঁহার দীক্ষালাভ হইয়াছে, তাঁহার শিক্ষা করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে শিক্ষিত হইবার আবশ্যক। ১০৯।

গুরু তিন প্রকার। গার্হস্থ আশ্রমের গুরু, সন্ন্যাসের গুরু এবং শিক্ষা-গুরু। গার্হস্থ আশ্রমের গুরুকে দীক্ষাগুরুও বলা হয়। দীক্ষাগুরু এক ব্যতীত বহু করা যাইতে পারে না। সন্ন্যাসের গুরুও এক। আবশ্যক মতে অনেক শিক্ষাগুরু করা যাইতে পারে। ১১০।

বিদ্যা শিক্ষার সময় বিদ্যালয়ে একত্রে বহুবালক বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারা কৃতবিদ্য হইলে সকলে একস্থানে থাকে না। সকলে এক কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীও হয় না। গুরু সন্নিধানে একত্রে

সাধন ভজন অনেক শিষ্য করেন। সিদ্ধ হইলে এক স্থানে থাকেন না ; স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১১১।

কোন শিষ্যই গুরুর তিরোভাবে তাঁহার আসন ও পদগ্রহণ করিবেন না। শিষ্যের গুরুর সমকক্ষ হওয়া নিষিদ্ধ। গুরুর প্রতিনিধি হওয়াও নিষিদ্ধ। তিনি গুরুর দাসরূপে সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ করিবেন। ১১২।

"পাতঞ্জল দর্শনের" মতে আত্মা শক্তি। তাহাতে যে দৃক্‌শক্তির উল্লেখ আছে, তাহাই আত্মা। দৃক্ অর্থে দ্রষ্টা। ১১৩।

উক্ত দর্শন অনুসারে জানা যায়, আত্মা শক্তিও বটেন, আর শক্তিমান্‌ও বটেন। তিনি দৃক্‌শক্তি। তাঁহার দর্শনশক্তি। দর্শনশক্তিরই অপর নাম বুদ্ধিশক্তি। ১১৪।

শুষ্কপত্র এবং ধূলি জড় হইলেও বায়ুতে উড়ে যায়। স্থূলদেহও জড়। তা'তে জীবাত্মারূপ বায়ু থাকা প্রযুক্ত, তাহা অচল হইয়াও সচল হয়। ১১৫।

পুরুষ প্রকৃতি সাকার ও সগুণ। পুরুষ প্রকৃতি নিরাকার নির্গুণ নহেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রকৃতি আকার। কারণ জীবাত্মা আকারবিহীন হইলে, তিনি পুরুষও নন, প্রকৃতিও নন। ১১৬।

আমার এবং তোমার শ্রবণশক্তি একজাতীয় হইলেও আমার শ্রবণশক্তির সহিত তোমার শ্রবণশক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, দুটী শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আছে। এক শ্রবণশক্তি যে প্রকারে বহুজীবে বহু হইয়া পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আছে, তদ্রূপ নানা দেহে এক আত্মাই এক জাতীয় রূপ হইয়া পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ১১৭।

শিব জগদ্গুরু। তিনিই গুরু ব্রহ্ম, তিনিই গুরু সচ্চিদানন্দ। তাঁহাকে যিনি গুরু স্বীকার করেন না, তিনি তাঁহারও গুরু। আমি গুরুদাস। গুরুর প্রতিনিধি নই। দাসে যেমন প্রভুর আজ্ঞায় নানাকার্য্য করে, আমিও তদ্রূপ করি। ১১৮।

পরমাত্মা চৈতন্য। তিনি অধো-উর্দ্ধে পূর্ণ। তিনি সর্ব্বজীবের অন্তর বাহ্যে পূর্ণ। তিনি সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব শরীরের অন্তর বাহ্যে পূর্ণ। নারায়ণ বলিয়া কোন জীবের শরীরের সম্মুখে প্রণাম করিলে, সেই জীবকে বা সেই জীবের শরীরকে প্রণাম করা হয় না। সে প্রণাম নারায়ণকেই করা হয়। ১১৯।

সতের শক্তি সতী। তিনি সর্ব্বশক্তিমতী। সেই সতী শক্তিকেই মূলশক্তি, মহাশক্তি এবং পরাশক্তি বলা হয়। সৎ যেমন পুরুষ প্রকৃতি নন, সতীও তেমনি পুরুষ প্রকৃতি নন। অনাদিকাল হইতে সতীর সহিত সতের যোগ আছে। সৎ নিত্যযোগী, সাধারণ অনিত্যযোগী নন। তাঁহার মতন যোগী কে আছে? তিনি মহাযোগী। তিনি স্বয়ং শিব। যখন ব্যক্ত হন সৎসতী উভয়ে ব্যক্ত হন। যখন ব্যক্ত হন, তখন তাঁহারা উভয়েই সগুণ সক্রিয়। যখন অব্যক্ত থাকেন, তখন উভয়েই নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। ১২০।

বৃক্ষাশ্রয়ে বহু শাখাপ্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল থাকে। মস্তকে বহু কেশ আছে। পরমাত্মা আশ্রয়ে নানাসৃষ্টি রহিয়াছে। ১২১।

ব্যাপ্ত আকাশের মধ্যেই এই গৃহ রহিয়াছে, অথচ এই গৃহই আকাশ নহে। পরমাত্মারূপ আকাশের মধ্যে জীবাত্মারূপ গৃহ রহিয়াছে, অথচ জীবাত্মাই পরমাত্মা নন। ১২২।

“উৎকল খণ্ডের” মতে দারুব্রহ্ম। কিন্তু দারুতে ব্রহ্মের আবির্ভাব

বলা হয় নাই। অতএব "শ্রীক্ষেত্রের" কাঠের জগন্নাথ, ব্রহ্মের কল্পিত মূর্ত্তি নন, কিন্তু তিনি স্বয়ং দারুব্রহ্ম। ১২৩।

বীজ বৃক্ষ হয়। বৃক্ষ থেকে বীজ হয়। নারায়ণ নর হন। আবার নর থেকে নারায়ণ বিকাসিত হন। নারায়ণের রূপ নর। নরের মধ্যে নারায়ণ কখন অব্যক্ত ভাবে থাকেন, আর কখন বা নর থেকে ব্যক্ত হন। যেমন বীজের রূপ বৃক্ষ। বৃক্ষের মধ্যে বীজ কখন অব্যক্ত থাকে, আর কখন বা বৃক্ষ থেকে বীজ ব্যক্ত হয়। ১২৪।

কাশীতে যে পাষাণ বিশ্বেশ্বর আছেন,তাঁহাকে দেখিলে আমার ভক্তিভাবের উদয় হয়, অথচ পাষাণ ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছুই অপরূপ দেখি না। তাঁহাকে দেখে তিনি ভগবান্ ইহাও বোধ হয়। কাহারো নিকট শুনে কিম্বা কোন শাস্ত্র পাঠে ঐ প্রকার বোধ হয় না। ১২৫।

ভগবান্ যেমন বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ, বলরাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্ত অবতারে নরাকার হইয়াছেন, তদ্রূপ কাশীতে তিনিই পাষাণাকার হইয়াছেন। সে পাষাণ অদ্ভুতপাষাণ, সে পাষাণ বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত। ১২৬।

জল সকল বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া সকল বর্ণবিশিষ্ট হইতে পারে। নারায়ণ সকল রূপ ধারণ করিতে পারেন, নারায়ণ এমন রূপ নাই যে রূপবান হইতে পারেন না। ১২৭।

শিব দিব্য জ্ঞানোন্মাদও বটেন, শিব দিব্য প্রেমোন্মাদও বটেন। "শুকদেব" এবং "শঙ্করাচার্য্য" কেবল দিব্য জ্ঞানোন্মাদ। "চৈতন্ত" দিব্য প্রেমোন্মাদ। ১২৮।

বিষপান করিয়া যে ফল ভোগ করিতে হয়, শিব বিষপান

করিয়াও সে ফল ভোগ করেন নাই। শিবকে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। অশিব জীবকে প্রত্যেক কর্ম্মফলই ভোগ করিতে হয়। ১২৯।

কর্ত্তা যিনি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি যে ঈশ্বর। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। আমি কর্ত্তা মুখে বলি, আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই ত করিতে পারি না, আমি ত সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নই, প্রকৃত পক্ষে আমি অকর্ত্তা, ঈশ্বরই কর্ত্তা। সেই কর্ত্তার ভজনা কর, তোমার বিঘ্নবিপদ্ হবে না। তিনি যে ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তা! তাঁকে ভজিলে অধর্ম্ম কি কাছে ঘেঁসিতে পারে? ১৩০।

কর্ত্তা যিনি, তিনি সৃজন, পালন ও নাশ করেন, কর্ত্তা যিনি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন্। ১৩১।

সর্ব্বশক্তিমানের কোন ভয় নাই। যে সর্ব্বশক্তিমান্ নয়, তার ভয় নাই কি বলিতে পার? বলিলে সে কথা কি বিশ্বাস করা যায়? ১৩২।

ঐ উদ্যানে সুমিষ্ট আম্র বৃক্ষও আছে এবং তিক্ত নিম্ব বৃক্ষও আছে। সুমিষ্ট আম্র নিজে সুমিষ্ট এবং তিক্ত নিম্ব নিজে তিক্ত হয় নাই। ভগবান্ আম্রকে মিষ্ট এবং নিম্বকে তিক্ত করিয়াছেন। তিনি আম্রকে মিষ্ট এবং নিম্বকে তিক্ত কেন করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন আর কে বলিতে পারে? সদাসৎ উভয়বিধ লোকই ভগবান্ সৃজন করিয়াছেন। অসৎ নিজের ইচ্ছায় অসৎ এবং সৎ নিজের ইচ্ছায় সৎ হয় নাই। ১৩৩।

তুমি ঐ শিশুটীকে কত যত্ন, কত স্নেহ করিতেছ। উহার

বিরহ এক দণ্ড, এক লহমা সহ্য করিতে পার না। যদি হঠাৎ তোমার দেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে তুমি আর যত্ন করিতে আসিবে না, তাহা হইলে তুমি আর উহাকে স্নেহ করিতে আসিবে না, তাহা হইলে তুমি আর উহাকে রক্ষা করিতে আসিবে না। অথচ দয়াল ঈশ্বর উহাকে স্নেহ যত্ন ও রক্ষা করিবার পাত্র নিয়োজিত করিয়া দিবেন। ঐ শিশুর সকল আত্মীয় স্বজন যদি ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ শিশু কোন না কোন ব্যক্তির দ্বারা লালিত পালিত ও রক্ষিত হইবে। তুমি নিশ্চয় জেন ঈশ্বরই সকলের রক্ষাকর্ত্তা। আমাদের প্রতি তাঁর যত স্নেহ, তাঁর যত ভালবাসা, এত আর কাহারো নাই। তিনি আমাদের প্রতি যত দয়া করেন, এত আর কেহই করিতে পারে না। ১৩৪।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর স্বাধীন। ঈশ্বর আমাদের প্রভু, আমরা ঈশ্বরের দাস। ১৩৫।

জীবের বাঞ্ছা, জীবের কামনা, ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই পূরণ করিতে পারে না। জীব ভগবানের নিকট কামনা করিবে না, কাহার নিকট কামনা করিবে? ১৩৬।

তোমার কাহারো আশা পূরণ করিবার ক্ষমতা নাই। ঈশ্বরই ইচ্ছা করিলে, সকলের সকল আশা পূরণ করিতে পারেন। তাহার আশ্রিত হইলে আর আশা করিতে হয় না। ১৩৭।

অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক জানাই বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সে সকল পাণ্ডিত্যে জানা যায়। একজন মূর্খের দিব্যজ্ঞানসম্ভূত কথাবার্ত্তা ও বুদ্ধির পরিচায়ক। বুদ্ধি লাভ সকলেরই হয় না। "শঙ্করাচার্য্য" বুদ্ধিকে ভবানী বলিয়াছেন। ভগবানের কৃপায়

পাণ্ডিত্য ব্যতীত একজন মূর্খেরও দিব্যজ্ঞান হইতে পারে। পাণ্ডিত্য ব্যতীত একজন মূর্খেরও ভগবত কৃপায় ভগবচ্চরণে ভক্তি হইতে পারে। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। তাঁহারা উভয়েই পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতন ভক্ত অতি বিরল।১৩৮।

বালক প্রহ্লাদের ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, প্রকৃত নির্ভর ও নিষ্ঠাভক্তি ছিল। ভয়ে, বিপদে, প্রলোভনে, বিশ্বাস ও নির্ভরের পরীক্ষায় প্রহ্লাদের বারম্বার যথেষ্ট বিপদ্ হয়েছিল, তথাপি তাঁহার হরিতে অটল বিশ্বাস, প্রকৃত নির্ভর ও অবিচলিত নিষ্ঠাভক্তি ছিল। কত প্রাচীন লোকেরও সে প্রকার থাকে না। ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র হইলে অমনিই হয়। ১৩৯।

যাঁহার অভাবে বিরহ বোধ হয়, তাঁহার জন্য চিন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে করা যায় না। চিন্তা বিধিনিষেধের ভিতরের জিনিস নয়। বিরহ বোধ হই চিন্তা স্বভাবতঃ আসে। তাকে আবাহন করিতে হয় না। যার জন্য বিরহ হয়, তার চিন্তায় সততই মগ্ন থাকিতে হয়। বাস্তবিক ভগবান্‌কে যিনি কখন দর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক ভগবানের সঙ্গ-সুখ যিনি কখনো সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাকেই ভগবানের বিরহে, তাঁহাকেই ভগবানের অদর্শনে সতত চিন্তা করিতে হয়। তিনি নিয়ম করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবানের চিন্তা করেন না। নিরতই তিনি ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন। ১৪০।

মাকেই মা বলি এবং মাবোধ করি। অপর কোন স্ত্রীলোককে মা বলিও না, মাবোধ করিও না। ঈশ্বরকেই ঈশ্বর বলি এবং

ঈশ্বরবোধ করি। অপর কাহাকেও ঈশ্বর বলিও না এবং ঈশ্বরবোধও করি না। ১৪১।

ভগবান্ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়া সকল ক্ষত্রিয়কে ভগবান্ বল না। ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ হইয়াছিলেন বলিয়া সকল মৎস্য, কূর্ম্ম- বরাহকে ভগবান্ বল না। তবে কালী স্ত্রীরূপিণী বলিয়া সকল স্ত্রীলোককেই মাকালী বলিবে কেন? ১৪২।

ভগবানের সঙ্গে যাঁহার পরিচয় হইয়াছে, তাঁহার আর কোন মনুষ্যের সঙ্গে পরিচয় রাখিবার আবশ্যক হয় না। ভগবানের শরণাগত যিনি, তাঁহার আর কিছুরই অভাব নাই। অভাব যাহার আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা পূরণের জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করে। আর জীবকে যেচে যেচে প্রেমভক্তি যিনি প্রদান করেন, তিনিই সকল লোকের দ্বারে দ্বারে ফেরেন। আহা তাঁর মতন কি দয়া আর কারো আছে! আহা! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ! তোমার দয়া, তোমার স্নেহ অতুল। ১৪৩।

যে রামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্রই ভক্তিমতী শ্রবণাশবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র কোন উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করেন, তাহা সামান্য জীবে বুঝিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পরশুরামকেও ভগবানের এক অবতার বলা হয়, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পরশুরামেরও দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। কত যোগী, তপস্বী, মুনি, ঋষি যে রামচন্দ্রকে ধ্যানে প্রাপ্ত হন নাই, সেই রামচন্দ্র "গুহক চণ্ডালের" সহিতও মিত্রতা করিয়াছিলেন। রামের কার্য্য প্রণালী বুঝিবার শক্তি রামের কৃপা ব্যতীত হয় না। ১৪৪।

ভগবান্ "গীতাতে" ব্রহ্ম নির্ব্বাণের কথা বলিয়াছেন। তিনি কর্ম্মবন্ধন ও জন্মবন্ধনের কথাও বলিয়াছেন। ১৪৫।

লোকশিক্ষার জন্য "শঙ্করাচার্য্যের" ধ্যান ও সমাধি হইত। তিনি "দ্বারাবতীতে" শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন। তথা কৃষ্ণভক্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৪৬।

চৈতন্যে কাহারো পাপ গেলে তাহার আর পাপ থাকে না। চৈতন্যে জগায়ের পাপ গিয়াছিল, জগায়ের আর পাপ ছিল না। গঙ্গায় কালী ঢালিলে কালীও গঙ্গার জল হয়। ১৪৭।

কৃষ্ণ অবতারে ভগবান্ বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অবতারে ভগবান্ সংসার করিয়াছিলেন, তোমরা তাহাই দেখ। কিন্তু চৈতন্য অবতারে তিনি যে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাহা ত দেখ না। কৃষ্ণের মতন সংসারী হ'তে পারে কে? তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার। তাই তিনি সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ছিলেন। ১৪৮।

জীবের রোগ আরোগ্যের জন্য ভগবান্ই ঔষধি সৃষ্টি করিয়াছেন। রোগ হইলে ঔষধি সেবন করিতে হয়। মহামহা সাধুরাও রোগে ঔষধি সেবন করেন। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারেরাও ঔষধি সেবন করিতেন। ১৪৯।

আমার শরীরের বর্ণনা অনুসারে কেহ যদি কোন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সেই প্রতিমূর্ত্তি আমার শরীরের কল্পিতমূর্ত্তি। ব্রহ্মের নানা রূপের ও ঐ প্রকার কল্পনা করা হয়। ১৫০।

ঐ খানি আমার শরীরের চিত্র। ঐ খানি আমার চিত্র নহে। আমার শরীর যে সকল উপাদানে গঠিত, ঐ চিত্রে তাহার কোন উপাদানই নাই। আমার এই শরীরে বিবিধশক্তিসম্পন্ন আমি

আছি। ঐ চিত্রে আমিও নাই, আর আমার কোন শক্তিও নাই। ঐ চিত্র আমার শরীরের কল্পনা মাত্র। ব্রহ্মেরও নানা-রূপের কল্পনা বিদ্যমান্ আছে। যে সকল প্রতিমূর্ত্তি পূজা করা হয়, সে সমস্তই ব্রহ্মের কল্পিতরূপ। ১৫১।

ভক্তমানব কেবল নিজের মতই ভগবানের বর্ণনা করেন নাই। যখন যে ভক্ত ভগবান্কে যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেই রূপই বর্ণনা করিয়াছেন। যিনি তাঁহার মৎস্যরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার মৎস্যরূপেরই বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি তাঁহার কূর্ম্মরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার কূর্ম্মরূপেরই বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি তাঁহার বরাহরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার বরাহরূপেরই বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি তাঁহার নৃসিংহরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার নৃসিংহরূপেরই বর্ণনা করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার নানা মানবমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার নানা মানবমূর্ত্তিরই বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫২।

সাকার, সগুণ, সক্রিয় বলিয়াও ব্রহ্মকে কেহ কমাতে পারে না। নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় বলিয়াও ব্রহ্মকে কেহ বাড়াতে পারে না। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে আছেন। মনুষ্য তাঁহাকে কমাতে কিম্বা বাড়াতে পারিলে, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আর বলা হয় না। প্রকারান্তরে মনুষ্যকেই সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়। পরমেশ্বরকে মনুষ্যের অধীন করা হয়। ১৫৩।

পরমেশ্বরকে সাকার, সগুণ, ও সক্রিয় বলিলে, যিনি বলেন পরমেশ্বরকে কমান হয়, তিনি অতি অজ্ঞান। ১৫৪।

আমি এই দেহে আছি, এই জন্য এই দেহ আমার দেহ আমি এই রূপবান্ এই জন্য এইরূপ, আমার রূপ। পর

মেশ্বর বিশ্বে আছেন। যিনি বিশ্বরূপবান্। এই জন্য তিনিও বিশ্বরূপ। ১৫৫।

কোন বিষয়েই জীব পূর্ণ নয়। নর পরমসুন্দর, নারী পরমসুন্দরী হইতে পারে না। পূর্ণ সুন্দর নর নয়। পূর্ণ সুন্দরী নারী নয়। পুরুষরূপে পূর্ণসুন্দর ভগবান্। প্রকৃতিরূপে পূর্ণসুন্দরী ভগবান্। পুরুষরূপে পরম সুন্দর ভগবান্। প্রকৃতিরূপে পরমাসুন্দরীও তিনি। ১৫৬।

স্রষ্টার ন্যায় সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না, এই জন্য সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। ১৫৭।

কৃষ্ণধন অক্ষয়ধন। তাঁহাকে চোরে চুরি করিতে পারে না। জগতের ধন চোরে চুরি করিতে পারে, খরচ হোলে ফিরে পাও না। ১৫৮।

বলা হয় হরি আসিতেছে, হরি যাইতেছে, হরি খাইতেছে, হরি একটা নাম, বাস্তবিক তাহা আসে না, যায় না এবং খায়ও না। যার নাম হরি সেই আসে, সেই যায় এবং সেই খায়। অথচ হরিই ঐ তিন কর্ম্ম করিতেছে বলা হয়। ঐ প্রকারে নাম নামী অভেদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ১৫৯।

কোন অভিধানই “অমরকোষ” নহে। ভগবানের ভাণ্ডারই “অমরকোষ”। ১৬০।

এই জগতে ঈশ্বরের কত রকম ভাণ্ডার আছে। কত ধন ভাণ্ডার, কত জ্ঞানভাণ্ডার, কত ভক্তিভাণ্ডার এবং কত প্রেমের ভাণ্ডার আছে। আরো কত কি জিনিষের ভাণ্ডার আছে। সেই সকল ভাণ্ডার কতগুলি লোকের জিম্মায় রাখিয়াছেন। ঐ সকল ভাণ্ডার যাঁহাদের জিম্মায় আছে, তাঁহা-

রাও সামান্ত লোক নন। তাঁহাদের সকলের চরণে প্রণাম। তাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ। ১৬১।

ঈশ্বরের ধনের ভাণ্ডারীর কাছথেকে নির্ধন ধন পায়। ঈশ্বরের জ্ঞানভাণ্ডারীর কাছথেকে অজ্ঞান জ্ঞান পায়। ঈশ্বরের ভক্তির ভাণ্ডারীর কাছথেকে অভক্ত ভক্তি পায়। ঈশ্বরের প্রেমের ভাণ্ডারীর কাছথেকে অপ্রেমিক প্রেম পায়। ১৬২।

ঈশ্বরের যে ভাণ্ডার যাঁহার জিম্মায় আছে, তিনি সে ভাণ্ডারের সামগ্রী অপব্যয় করিলে, ঈশ্বর তাঁহাকে শাস্তি দিবেন। ১৬৩।

প্রত্যেক ভাষায় সদাসৎ উভয় বিষয়ই প্রকাশ করা যায়। এক আদ্যাশক্তিই বিদ্যা এবং অবিদ্যা রূপে প্রকাশ হইয়াছেন। ১৬৪।

“শ্রুতিতে” চিৎশক্তি যিনি, নানা তন্ত্রে তাঁহারই কালী নাম, নানাতন্ত্রে তাঁহারই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। “বৈদিক” চিৎশক্তির তন্ত্রে কালী নাম দেওয়ার কোন ক্ষতি নাই। “শ্রুতির” আনন্দশক্তিরই “ব্রহ্মবৈবর্ত্ত”, “পঞ্চরাত্র”, ও “রাধাতন্ত্র” প্রভৃতিতে রাধা নাম, তাঁহারই বিষয়ে ঐ সকলে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে আনন্দশক্তির রাধা নাম দেওয়ার কোন ক্ষতি নাই। তন্ত্র অনুসারে কালী বৈদিকচিৎশক্তি। “ব্রহ্মবৈবর্ত্তে” “নারদ পঞ্চরাত্র” ও “রাধাতন্ত্র” প্রভৃতি অনুসারে “বৈদিক” আনন্দশক্তিই রাধা। ১৬৫।

অনেকক্ষণ লৌহপিণ্ড অগ্নিতে পোড়াইলে লৌহপিণ্ডও অগ্নি হয়। জলের সঙ্গে ময়দা মাখিলে জলও ময়দা অভেদ হয়। ঐ উদাহরণদ্বয় অনুসারে বিশ্বময়ী কি প্রকারে অভেদ স্পষ্ট বোঝা যায়। লৌহপিণ্ড যেন বিশ্ব, আর অগ্নি যেন বিশ্বময়ীশক্তি। ১৬৬।

গঙ্গার উৎপত্তি বিষ্ণু পাদপদ্ম হইতে হইয়াছে বলিয়া, কোন কোন শাক্ত গঙ্গাজল পান ও ব্যবহার করেন না। শিব ত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। তবে সে গঙ্গাজল ব্যবহারে দোষ কি? ১৬৭।

তন্ত্রে মহাদেব অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে জ্ঞান দিয়াছেন। সর্ব্বতত্ত্বে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান, যিনি ব্রহ্ম, কেবল তাঁরই আছে। তিনিই কেবল অজ্ঞানের কথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের উপদেশ দিতে পারেন। ১৬৮।

বানর কদলী খাইতে ভালবাসে। তাহাকে অহিফেণ ও বিষ খাওয়াতে হইলে, কদলীর মধ্যে পূরিয়া খাওয়াতে হয়। নতুবা খায় না। কলির অধিকাংশ লোক "পঞ্চমকার" ভালবাসে। এই জন্য শিব পঞ্চমকারের ভিতর দিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ১৬৯।

দুধটা ত আর গাছের রস নয়। আমরা কি করি! আমাদের ওটা না হোলে চলে না। গোরুর দুধ থেকে ঘি হয়, তাতে বৈদিক হোম পর্য্যন্ত হয়। ভাগবতে দেখা যায়, কৃষ্ণ ঠাকুর দুধ, ঘি, ননী, বড় ভালবাসিতেন। দুধটাকে নিরামিষ্যের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবিক ওটা নিরামিষ্য নয়। বড় বড় "দণ্ডী", "পরমহংস", "ব্রহ্মচারী" ও নিরামিষ্য ভোজী, নানা সাম্প্রদায়িক সাধুদের মধ্যে ও আচারবিশিষ্টা বিধবাদের দুগ্ধপানে আপত্তি হয় না। অনেক ব্রতোপলক্ষে বিধবারা কেবল দুগ্ধপান করিয়াই থাকেন। অনেক বড় বড় সাধু সুধু দুধ খেয়ে থাকেন দেখা যায়। ১৭০।

মার শরীরের অংশ মার দুধ। মার দুধ সকল জীব জন্তুকেই খাইতে হয়। মার শরীরটা রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতির সমষ্টি।

সেই সমষ্টির অংশ দুধ হইলে, তন্ত্রের মাংস মকার ব্যবহার কে না করেন? কাহাকে না শিববাক্য পালন করিতে হয়? শিব যাহা কথায় বলিয়াছেন, তিনি আমাদের কাযে করাইয়া লইতেছেন। ১৭১।

এক পথ দিয়া এক ব্যক্তি বেশ্যা লইয়া যাইতেছে, এবং অপর ব্যক্তি সেই পথ দিয়া সাধুসঙ্গ করিতে যাইতেছে। একই তন্ত্রের মত অবলম্বন করিয়া, কেহ কালী চরণ পাইতেছে, আর কেহ বা পঞ্চমাকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ব্যবহার না জানায়, নিরয়গামী হইতেছে। ১৭২।

পশু ভূমিতে শয়ন করে। পশু দিগম্বর থাকে। মানুষের মতন পশুর ভোগ বিলাসের লালসা নাই। পশু কিছু সঞ্চয় করে না। পশু ধন এবং সম্ভ্রমের অভিলাষী নহে। কুক্কুর এবং বিড়াল প্রভৃতি পশুরা ছাই গাদাতেই প্রায় শয়ন করিয়া থাকে। তান্ত্রিক পশুভাববিশিষ্ট ব্যক্তির, পশুর সৎগুণ সকলই আছে। তন্ত্রের মতের পশ্বাচারী প্রকৃত তপস্বী। শিব বীরেশ্বরও বটেন, তিনি পশুপতিও বটেন। ১৭৩।

পরমাশান্তিরূপ কারণবারি দ্বারা যিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সৎকৌল, তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই পরমজ্ঞানী ও পরমশান্ত। তাঁহারই চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারই মনমালিন্য ধৌত হইয়াছে। তিনিই অবধূত হইবার যোগ্য। ১৭৪।

“গীতা” আমার সারাৎসার। “গীতা” কি সামান্য পুঁথি? গীতার টীকা পরমজ্ঞান, পরমজ্ঞান গীতার মহাভাষ্য। মাগো গীতা কি সকলে বুঝতে পারে? তুমি যে মা নিজে গীতা। ১৭৫।

ভগবান্ সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশই ভাগবৎ। যে সমস্ত উপদেশ

দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, সে সমস্তই বেদ। ভগবান্‌কে যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। সমস্ত ভাবেই তাঁহার অর্চ্চনা করা যায়। আমরা বুঝিতে পারি না, সমস্ত সম্বন্ধই তাঁহার সহিত আছে। যে কোন দেশে, যে কোন ভাবে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তিনিই ভক্ত। তাঁহার যে কোন নামে, যে কোন রূপের, যে কোন দেশে, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন প্রকারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন, সে সমস্ত নাম ও রূপ তাঁহারই। তাঁহার অনন্তরূপ, অনন্তনাম, অনন্তগুণ, অনন্তশক্তি, অনন্তকার্য্য, অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম। ১৭৬।

আর্য্যদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আদি গ্রন্থ বেদ। তাহাতে নানা সময়ে নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র ও নানা শাস্ত্র প্রকাশিত হইবে বলা হয় নাই। অথচ পরে সময়ে সময়ে যে সকল প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল বেদ সম্মত না হইলেও, সে সকল মান্য ও গ্রাহ্য করিতেছি। ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে যে সকল ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ নাই, সে সকল গ্রন্থ পরে প্রকাশিত হইলেই বা মান্য ও গ্রাহ্য করিব না কেন? ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ হইয়াছে, যে সকল হইতেছে ও হইবে, সে সকলই আমি গ্রাহ্য ও মান্য করি। ১৭৭।

জগতে কেবল একই ধর্ম্ম থাকিবে, যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আবার বেদের পরে নানা মুনির নানা মত হইত না। এত পুরাণ, এত তন্ত্র, এত শাস্ত্র হইত না। "গুরু-নানক" প্রভৃতি মহাত্মাগণের নূতন নূতন মতও প্রকটিত হইত না। যেমন এক স্থানে যাইবার নূতন নূতন পথ হইতেছে, তদ্রূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্তিরও নানা মহাত্মা কর্ত্তৃক নানা পথ

প্রদর্শিত হইতেছে। দিব্যজ্ঞান সম্ভূত যে কোন মহাত্মা কর্তৃক যে কোন যুগে, যে কোন মত প্রচারিত হইবে, তাহা মান্য করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির কল্পিত ধর্ম্মমত অবশ্য অগ্রাহ্য করি। ১৭৮।

সর্ব্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের ভিতর থেকেই পরমজ্ঞানের স্ফূরণ হইয়া থাকে। ইংরাজ মুসলমানের ক্ষুধার সঙ্গে একজন আর্য্যের ক্ষুধার কোন প্রভেদ নাই। জগতের সকল ভাষা দ্বারাই পরমজ্ঞান স্ফূরিত হইতে পারে। যে সকল ভাষার যে সকল কথা দ্বারা পরমজ্ঞান স্ফূরিত হইয়াছে, সেই সকল কথাই সংস্কৃত কথা। জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষাই সংস্কৃত ভাষা, জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের কথাই সংস্কৃত কথা। যখন সে সকল ভাষা, যখন সে সকল কথা পরমজ্ঞান ব্যক্ত করে না, তখন সে সকলকে অসংস্কৃত বলি। ১৭৯।

"চণ্ডীদাস" "বাসলীর" ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, সে সকল অতি অদ্ভুত ও চমৎকার, তিনি বাসলীর ভক্ত হইলেও রাধাকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশেষ ভক্তি ও প্রেম ছিল। সেই মহাত্মার রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় তাঁহার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলীই দিতেছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার পদাবলী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। মহাত্মা চণ্ডীদাসের গোঁড়াম ছিল না। ১৮০।

বুদ্ধদেবের মত হিন্দুরা মানেন না। অথচ তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন। বারাণসীর জোলায় পালিত পুত্র কবিরদাসের মত হিন্দুরা মানেন না। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে তাহার তোড়ানি খান। ১৮১।

যেমন সকল অশ্বই তোমার বাহন নয়, তদ্রূপ সকল মূষিকই

গণেশের বাহন নয়। গণেশের বাহন-মূষিক অতি পবিত্র এবং গণেশের প্রতি তাহার অত্যন্ত ভক্তি। গণেশের ভোগের জন্য যে সমস্ত সামগ্রী রাখা হয়, সে সমস্ত সে উচ্ছিষ্ট করে না। ১৮২।

বঙ্গে চৈতন্যদেব এত অধিক হরিনাম জাহির করিয়াছিলেন যে, এখনো পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্ব হিন্দুসম্প্রদায়ীরাই উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া শ্মশানে শব দাহ করিতে লইয়া যান। ১৮৩।

যাঁর সমস্ত জীব জন্তুর প্রতি স্নেহ ও দয়া আছে, তাঁর সমস্ত জীব জন্তুর প্রতিই মমতা আছে। এ প্রকার স্নেহ ও দয়াশীলের সমস্ত জীব জন্তুই তাঁহার। ঐ প্রকার স্নেহ ও দয়া অতি দুর্লভ ঐ প্রকার স্নেহ ও দয়া জীবের নাই। ঐ প্রকার স্নেহ ও দয়া হইলে খুব ভাল। ৫৮৪।

অনন্ত অবস্থা। সকল অবস্থা সকলে পায় না। বিদ্যা নানা। সকল বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে একজন শিখিতে পারে না। একজন এক প্রকার বিদ্যাই সম্পূর্ণরূপে শিখিতে পারে না। ১৮৫।

অসত্য নিত্যও নয় অনিত্যও নয়। সত্যের অভাব অসত্য।১৮৬।

যাহা আছে, তাহা অসত্য নয়। যাহা নাই, তাহাই অসত্য। যাহা নাই, তাহা নিত্যও নয়, অনিত্যও নয়। অনিত্যকে অসত্য বলিলে, অসত্য ও সত্য বুঝিতে হয়। অনিত্য অসত্য বলিলে তাহার অর্থ অচিরস্থায়ী সত্য বুঝিতে হয়। ১৮৭।

যাহা ছিল, তাহা সত্য, যাহা আছে, তাহা সত্য, যাহা থাকিবে, তাহা সত্য। ১৮৮।

সম্পূর্ণ সত্যবাদী কেহ নাই। সম্পূর্ণ সত্য কথা কেহ কহিতে পারে না। কথা কহিলে, সত্য মিথ্যা উভয় কথাই হয়। এইজন্য কোন কোন উদাসীন সত্য মিথ্যা উভয়বিধ কথাই কন না

একেবারে মৌনী হয়ে থাকেন। স্বাভাবিক মৌনাবস্থায় মহাপুরুষেরা সত্য মিথ্যার পরে যান। ১৮৯।

যেখানে সত্য আছে, সেখানে মিথ্যাও আছে। যেখানে মিথ্যা আছে, সেখানে সত্যও আছে। সত্য মিথ্যার পার যাও। ১৯০।

এক ব্যক্তির নানা ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি হওয়ার জন্য, তাঁহার অধিক সম্ভ্রম হইতে পারে, অধিক ধন হইতে পারে। তাঁহার নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকার জন্য তর্কে অনেককে পরাজিত করিতে পারেন। কিন্তু নানা ভাষায় অধিকার থাকায় মোহ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। শুভবুদ্ধিপ্রদায়ক দিব্যজ্ঞান ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি মোহমুক্ত হইয়াছেন? দিব্যজ্ঞানই শুভবুদ্ধির জনক। কুবুদ্ধির জনক অজ্ঞান। ১৯১।

পণ্ডিত শিক্ষা প্রদানে পাণ্ডিত্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু প্রেম ভক্তি প্রদান করিতে পারেন না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম ভক্তি প্রদান করিতে পারেন। ১৯২।

মানবের লিখিত কাব্য কাব্য নয়। সৃষ্টিই প্রকৃত কাব্য। সেই কাব্যের ঈষৎ বর্ণনা নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। মূর্ত্তি আর প্রতিমূর্ত্তিতে যে প্রভেদ, পরমেশ্বর কৃত সৃষ্টি কাব্যে ও মানবরচিত তাহার ঈষৎ বর্ণনায় সেই প্রভেদ। প্রকৃত স্বভাব কবি স্বয়ং পরমেশ্বর। ১৯৩।

জীবের উপরের আচরণটাই দেখ। ভিতরে কি আছে, দেখিতে পাও না। গৃহ আর তার ভিতরের গৃহী এক প্রকার নয়। নল দিয়া জল পড়ে। নল আর জল এক রকম নয়। ঠাকুরের গঠন যেমনই হউক না কেন, ভিতরের বস্তুই আসল। ১৯৪।

সর্ব্ব জীবের এক চৈতন্য। আচরণ অনুসারে পশু, পক্ষী, মানব

বলি, খোড়োঘরের মানুষ হর্ম্ম্যেও থাকিতে পারে। হর্ম্ম্য খোড়োঘড়ের প্রভেদ আছে।* কিন্তু মানুষ সেই এক। ১৯৫।

পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারই জীবিত। ঐ চারিটীতেই চার প্রকার শক্তি আছে, পৃথিবীতে বৃক্ষ বাড়ে, পৃথিবীর জীবন আছে জানিতেছি। জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, এবং সিঞ্চনে বৃক্ষ বাড়ে, তাহারও জীবন আছে জানিতেছি। অগ্নিতে দাহ হয়, তাহারও জীবন আছে জানিতেছি। বায়ু বহিতেছে, আমাদের অঙ্গ শীতল করিতেছে, তাহারও জীবন আছে বুঝিতেছি। ১৯৬।

এক অজড়ের সঙ্গে অপর অজড়ের সম্বন্ধ আছে, তাহা উভয়েরই বোধ আছে। কিন্তু এক জড়ের সঙ্গে অপর জড়ের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উভয় জড়েরই বোধ নাই। জড়ে জড়ে অবোধাত্মক সম্বন্ধ। অজড়ে অজড়ে বোধাত্মক সম্বন্ধ। ১৯৭।

নির্ব্বোধ জড়। কারণ জড়ের কোন বোধ নাই, জীব আছে, সে বোধ ত তার আছেই। তবে সকল জীবেরই সকল বিষয়ে বোধ থাকিতে পারে না। তবে কোন জীবই একেবারে নির্ব্বোধ হইতে পারে না। ১৯৮।

কেবল নিজের সুখের জন্যই যত্ন পাওয়া উচিত নয়। ঐ প্রকার যত্ন মহাস্বার্থপরতার পরিচায়ক। ১৯৯।

পরের সুখে সুখ বোধ, পরের দুঃখে দুঃখ বোধ, অতি অসাধারণ লোকেরই হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের কেবল নিজের সুখেই সুখ বোধ হয়, এবং নিজের দুঃখেই দুঃখ বোধ হয়। এই প্রকার লোক অতি স্বার্থপর, নিজের আঘাত লাগিলে, স্বভাবতঃই যন্ত্রণা বোধ হয়। অপরের গায়ে আঘাত লাগিলে, যন্ত্রণা বোধ প্রায় কাহারো হইতে দেখা যায় না। ২০০।

তোমার পরমশত্রুর বিপদ্ হইলেও তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, বিপদ্‌কালে তাহারও বিপদ্ বৃদ্ধির কারণ হইবে না, পরমশত্রুর পীড়া হইলে, যদ্যপি তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবার কোন লোক না থাকে, তাহা হইলে তাহারও সেবা শুশ্রূষা করা উচিত। ২০১।

সার কিসে নাই? বিষ্ঠা, গোবর, খোল ও ভস্ম ক্ষেত্রে দিলে, ক্ষেত্র উর্ব্বরা হয়। মেথর যে এত নীচ জাতি, কিন্তু সেই মেথরের অভাবে বিষ্ঠা পরিষ্কার হয় না। জগতে সকলেই পরস্পর উপকার করিতেছে। ২০২।

নাস্তিকদের মতে যে সমস্ত সারগর্ভ সদুপদেশ আছে, সে সমস্তও গ্রহণীয়। ২০৩।

যে সমস্ত পার্থিব সামগ্রী সঞ্চয় কর, সে সমস্ত তুমি চিরকাল ব্যবহার করিতে পারিবে না, এমন সব সামগ্রী সঞ্চয় কর, যে সকল তোমার চিরকাল উপকারজনক হইবে। ২০৪।

তুমি ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য নানা প্রকার সামগ্রী সঞ্চয় কর। বিপদ্ ঘটিবে জানিতে পারিলে, অগ্রে সাবধান হও। কৈ তুমি পরকালে সুখ সচ্ছন্দে থাকিবার জন্য জ্ঞানরত্নও সঞ্চয় কর না! যমদণ্ড হইতে মুক্ত হইবার উপায় এখন থেকে ত কর না? ২০৫।

যাহার সুখ দুঃখ আছে, আনন্দ নিরানন্দ আছে, নিদ্রা জাগরণ আছে, যাহার নানা কার্য্য আছে ও নানা কার্য্যের কাল আছে, তাহার পাপ পুণ্যও আছে, পাপপুণ্যের ফলভোগও আছে। ২০৬।

স্থূল শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের যতক্ষণ সম্বন্ধ, ততক্ষণ জীবন। স্থূল শরীরের সঙ্গে তাহাদের যতক্ষণ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ শরীরে

আঘাত লাগিলে কষ্ট বোধ হয়, শরীর দগ্ধ করিলে লাগে, কাট্‌লে লাগে। ২০৭।

চক্ষু দ্বিপ্রকার। অন্তর্চক্ষু ও বহির্চক্ষু। বহির্চক্ষু স্থূল জড়, তাহার মধ্যে অন্তর্চক্ষু বা দর্শনশক্তি না থাকিলে, তদ্দ্বারা দেখা যায় না। শরীরের সমস্ত বহিরঙ্গের মধ্যেই অন্তরঙ্গ আছে। বহিরঙ্গ সকল জড় ও স্থূল। অন্তরঙ্গ সকল সূক্ষ্মাসক্তি। ২০৮।

আমার এ চক্ষু জড় দেখিবার চক্ষু, আমার এ চক্ষু স্থূল দেখিবার চক্ষু। আমার এ চক্ষু আমাকে দেখিবার পর্য্যন্ত নয়। তবে ইহা ঈশ্বর কি প্রকারে দেখিবে? ২০৯।

চক্ষু দেখে না, আমি দেখি। হস্ত কার্য্য করে না, আমি কার্য্য করি। মুখ আহার করে না, আমি আহার করি। উপস্থের কোন কার্য্য উপস্থ করে না। আমি করি। চক্ষু প্রভৃতি নানা শারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার নানা ক্রিয়াযন্ত্র। কিন্তু তাঁহাদের কেহই কর্ত্তা নহে। ২১০।

একই ক্রিয়াশক্তির সৎকার্য্য এবং অসৎকার্য্য দুইটী প্রধান বিকাশ। সৎকার্য্য আবার এক প্রকার নয়। অসৎকার্য্যও বহু প্রকার আছে। এক আনন্দই নানারূপে বিকাশিত হইয়া থাকে। বিষয়-ভোগ জনিত যে আনন্দ হয়, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট আনন্দ নাই। আর দিব্যানন্দাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনন্দ নাই। ২১১।

শরীর ধারণে নানা সম্বন্ধ হয়। রাম মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ ছিল। ২১২।

কেবল বিশ্বাসেই জগৎ চলিতেছে, একথা বলা যায় না

কারণ আমাদের সকলকে বিশ্বাস নাই, সকল বিষয়েও বিশ্বাস নাই। জগৎ, বিশ্বাস অবিশ্বাস উভয়েই চলিতেছে। ২১৩।

আমি রন্ধন করিতে জানি না, অপরে রন্ধন করিয়া দিলে কি আমি খাইতে পারি না? তাহা আহার করিবার কি আমার অধিকার নাই? গান গাহিতে জানি না বলিয়া কি, গান শুনিবারও আমার অধিকার নাই? গান শুনিলেও ত আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয় গান শুনিলে, বিশেষ আনন্দও হয়। বেদে যাঁহাদের অধিকার নাই বলিতেছেন, বেদ তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিলে, তাঁহাদের উপকার না হইবারই কারণ কি? তুমি ইংরাজী জান না, বাঙ্গালা জান। সেই ইংরাজী, বাঙ্গালায় বোঝায়ে বলিলে অবশ্যই বুঝিতে পার। ২১৪।

তুমি বলিতেছ, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। কিন্তু "শঙ্কর দিগ্বিজয়ের" মতে চতুর্ব্বেদ চারিটী কুকুর হইয়াছিলেন। কুকুর অপেক্ষা শূদ্রকে অশুদ্ধ বলিতে পার না। কুকুর ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডালের পর্য্যন্ত অন্ন ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। কুকুর গোমাংস প্রভৃতি শূদ্রের অখাদ্য মাংস পাইলেও ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ২১৫।

পুরুষকে পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি দেখি না, অগ্নিকে বরাবরই অগ্নি দেখি। প্রকৃত জ্ঞানীকে অজ্ঞানী দেখিবার সম্ভাবনা নাই, প্রকৃত ভক্তকে অভক্তই বা দেখিব কেন? ২১৬।

কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের মতে শিব একজন বিষ্ণুর ভক্ত, কিন্তু "শিবাষ্টক" নামক স্তবে তদ্বিপরীত দেখা যায়। সে মতে বিষ্ণু সেই শিবের দুই পা। যথা মূল শ্লোকে—"গিরিরাজ সুতান্বিতং বাম তনুং। তনু নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুং। বিধি বিষ্ণু শিবস্তব পাদযুগং। প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।" ২১৭।

যে শিব আজ পূজা করেন, সে শিব কাল পূজা করেন না কেন? আবার নূতন শিব গড়িয়া পূজা করেন কেন? একশিবে কি বরাবর পূজা চলে না? ২১৮।

যে শিব রুদ্ররূপে সর্ব্বসংহার করেন, যে শিব মৃত্যুঞ্জয়, যিনি অমর তাঁকে তুমি সংহার মুদ্রা দ্বারা সংহার কর কি প্রকারে আমি তাহা বুঝিতে পারি না। যিনি অনাদি, যিনি কালের প্রকাশের আগে থেকে আছেন, তাঁকে তুমি সংহার কর, এ আবার কি কথা? তিনি যে নিত্য, অনিত্যকে সংহার করা যায়, নিত্যকে কি সংহার করা যায়? তুমি যদি শিবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পার, তুমি যদি শিবকে সংহার করিতে পার, তবে আর তুমি সে শিবকে পূজা কর কেন? তুমি যদি শিব গড়্‌তে পার, তবে তোমার এত দুঃখ, এত শোক, এত রকম পীড়া কেন? এমন শক্তি তোমার, তবে তোমার এত অভাব কেন? তবে তোমার অভাবের অভাব হয় না কেন? শিব শক্তিমান্, আদ্যাশক্তি তাঁর ঐশ্বর্য্য, সেই আদ্যাশক্তির বিকাশ নানা শক্তি, সে জন্য তিনি সে সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি এমন সর্ব্বশক্তিমান্ শিবকে নিঃশক্তির মত কোরে কখন বাঁচাও, কখন মার, তবেত তুমি সামান্য নও। তবে তুমি কে, আমায় বল? তুমি সর্ব্বশক্তিমানের উপর শক্তিধর, তুমি কে আমায় বল? তিনি কি তবে তোমার ভক্তি-বশে কখন মরার মতন হ'য়ে থাকেন, আর কখন যেন জীবিতের মতন থাকেন? প্রভো বিশ্বনাথ! তুমিই কি শিব? আবার তুমিই কি মৃত্যুঞ্জয়? ২২৯।

যিনি ভগবান্ নন, তিনি কি ভগবান নন্ জানেন না? যিনি সাধু নন, তিনি কি সাধু নন জানেন না? নিজে ভগবান্ নন

জানিয়াও যিনি, অপর যাহাতে তাহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করে, এরূপ চাতুর্য্যপূর্ণ উদ্যম করেন, তিনি অধম হইতেও অধম। তাঁহার মুখ দর্শন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অসাধুর সাধুর বেশে, সাধুরূপে গণ্য হইবার প্রয়াসও বিশেষ দোষনীয়। তাঁহার পরিত্রাণ সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে। ২২০।

সুমিষ্ট আম্র ভক্ষণ করিলে, আর তাহার খোসাকে যত্ন করে না। আম্রের জন্য খোসাকে যত্ন। খোসার জন্য আম্রকে যত্ন কর না। দেহীর জন্য দেহকে যত্ন। দেহের জন্য দেহীকে যত্ন কর না। দেহী দেহত্যাগ করিলে, দেহে আর যত্ন থাকে না। সত্বর দেহকে শ্মশানে সমাধি ক্ষেত্রে, অথবা কোন নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হও। ২২১।

আমার যদি কোন অভাব না থাকিত, আমার যদি কোন অভাব বোধ না থাকিত, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতাম। তাহা হইলে বলিতে পারিতাম ঈশ্বর আমাকে যে বুদ্ধি ও যে সকল শক্তি দিবার সে সমস্তই দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কাছে আর আমার কিছু প্রার্থনা করিবার আবশ্যক নাই। আমি দেখিতেছি, কোন মনুষ্য যদি আমাকে একেবারে সাহায্য না করে, তাহা হইলে আমাকে মহা বিপদে পড়িতে হয়, তবে আমি কি প্রকারে বলিব যে, ঈশ্বরের সাহায্যে আর আমার দরকার নাই। যত দিন বাঁচিব, ততদিন কত মনুষ্যের সাহায্য আমাকে লইতে হইবে, আমাকে কত মানুষের কাছে কর্ত্ত কি শিখিতে হইবে, তবে আমি কি প্রকারে বলিব ভগবানের নিকটে আমাকে কিছুই প্রার্থনা করিতে হইবে না, তাঁহাব সাহায্য আর আমার আবশ্যক হইবে না, তাহাই বা কি প্রকারে নিশ্চয় করিব ? ২২২।

পরমেশ্বর তোমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর অধিক দিতে পারেন না, তাহাও বলিতে পার না। কারণ তিনি তোমাপেক্ষা কত লোককে অধিক বুদ্ধিও দিয়াছেন। ২২৩।

পরমেশ্বর তোমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তোমার সমস্ত অভাব পূরণ হইতেছে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বলিতে পারিতে, তোমার পরমেশ্বরের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিবার আবশ্যক নাই। তাহা হইলে বলিতে পারিতে, তিনি তোমাকে যাহা দিবার তাহা দিয়াছেন। ২২৪।

এমন কে আছে, যে কখন কোন অপরাধ করে নাই? কিম্বা কোন দোষ করে নাই? এবং এমন কে আছে, যাহাকে কখন কোন অপরাধ করিতে হইবে না? কিম্বা কখন কোন দোষ করিতে হইবে না? যাহাকে কখনও অপরাধ করিতে হইয়াছে, যাহাকে কখনও দোষ করিতে হইয়াছে, তিনি অন্যে দোষ করিলে, তাহাকে ক্ষমা না করেন কেন? তিনি অন্যে দোষ অপরাধ করিলে তাহাকে ভর্ৎসনা নিন্দা না করিয়া, বন্ধু ভাবে, অতি আত্মীয় ভাবে, তাহার দোষ অপরাধ যাহাতে সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা করেন না কেন? যাঁহার দোষ অপরাধ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তিনি অন্যের দোষ অপরাধ ঘোষণা করেন কেন? যাঁহার দোষ অপরাধ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অন্যে দোষ অপরাধ করিলে তাঁহার নিকট নিন্দনীয় হয় কেন? তিনি মিত্রভাবে সেই দোষ অপরাধের সংশোধনের চেষ্টা করেন না কেন? ২২৫।

যতদিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইব, ততদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা মিথ্যা বলিতে পারিব না। যতদিন জগতের কোন কিছুর দ্বারা পীড়িত হইব, ততদিন জগতের কোন কিছু মিথ্যা বলিতে পারিব না।

এখনো শোক দুঃখে অভীভূত হইতেছি। শোক দুঃখ মিথ্যা বলিব কি প্রকারে? রোগে কষ্ট হয়। রোগ মিথ্যা কি বলিতে পারি? স্বপ্নাবস্থার ভয় অসত্য হইলেও, স্বপ্নাবস্থায় সত্য বোধ হয়। নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্ন দূর হইলে, স্বপ্নাবস্থায় ভয় মিথ্যা বোধ হয়। আমি যখন "জগৎ মিথ্যা", "ব্রহ্ম সত্য" বুঝিব, তখন জগতের কোন বস্তু আমার সুখ দুঃখ পরিতাপের কারণ হইবে না, তখন আমাকে জগতের কোন বস্তু মোহিত করিতে পারিবে না, তখন বৃথা শোকে অভীভূতও হইতে হইবে না। আমি মুখে "জগৎ মিথ্যা", "ব্রহ্ম সত্য" বলি। ২২৬।

"গুড়াক" অর্থে নিদ্রা। সেই নিদ্রার যিনি ঈশ্বর, তিনিই "গুড়াকেশ"। "গীতায়" অর্জ্জুনকে গুড়াকেশ বলা হইয়াছে। কারণ অর্জ্জুন নিদ্রার ঈশ্বর হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নিদ্রা অর্জ্জুনের ঈশ্বর হইতে পারেন নাই। অর্জ্জুন নিদ্রাকে সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়াছিলেন। নিদ্রা অর্জ্জুনের দাসী ছিলেন। অর্জ্জুন নিদ্রার প্রভু ছিলেন। এই জন্য অর্জ্জুনকে অনিদ্র ও জিতেন্দ্রিয় বলা যায়। জীব নিদ্রার বশীভূত, জীব নিদ্রার অধীন, এই জন্য জীব নিদ্রার ঈশ্বর নয়। নিদ্রাই বরঞ্চ জীবের ঈশ্বরী। অর্জ্জুন নরনারায়ণ ছিলেন, তাঁহার মনোবৃত্তিদের উপরে প্রভুত্ব ছিল। জীব অতি সামান্য, সে মনোবৃত্তিদের সম্পূর্ণ অধীন, সে মনোবৃত্তিদের কৃতদাস হইয়াছে। ২২৭।

উপদেশ দেওয়া সহজ। তদনুযায়িক কার্য্য করা অতি কঠিন। ২২৮।

মনুষ্যের পদে পদে ভ্রম। মনুষ্য সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য হ'তে পারে না। ২২৯।

"গীতায়" ভগবানের অতি উত্তম উত্তম উপদেশ আছে। তদনুযায়িক কয়জন চলিতে পারে? ২৩০।

শেষ জীবনে ধার্ম্মিক হইলেও লাভ আছে। ২৩১।

যদি নিশ্চয় জান, ভগবান্ যাহা করিবার করিবেন, তাহা হইলে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়। ২৩২।

কোন মহাত্মা যদ্যপি তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার অভ্যুদয়ের জন্য কায়মনোবাক্যে স্নেহময়ী নিস্তারিণীর নিকট প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে উদ্ধার করেন। তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে স্নেহের অঞ্চলে আবৃত করিয়া নিরাপদ্ করেন। তাহা হইলে অবশ্যই সেই প্রসন্নময়ী তোমার প্রতি প্রসন্ন হন। ২৩৩।

তোমার অবিদ্যামায়াচাদরে গা ঢাকা রয়েছে। সেখানা বড় মলিন হয়েছে। ভাল ধোবাকে কাচতে দাও, ফর্সা হ'য়ে আসুক। অবিদ্যাচাদর ফর্সা হ'লে, সেই যে বিদ্যা হ'য়ে যাবে। ২৩৪।

শরীরের খোল জামা। ইচ্ছা করিলে পরিতে পার খুলিতে পার, ইচ্ছা করিলে এক ঘর থেকে অপর ঘরে যাইতে পার। কিন্তু ইচ্ছা করিলে, এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যেতে পার না। ২৩৫।

আমার শরীর চেন, আমাকে চেন না। প্রকৃত সাধু কেবল আমাকে চিনিতে পারেন। তুমি আমাকে এই শরীরেই চেন না। আমি এ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে গেলে কি প্রকারে চিনিবে? ২৩৬।

আকাশ এই গৃহে পরিপূর্ণ আছে বলিয়া কি, এই গৃহকে

তুমি আকাশ বলিবে? পরমাত্মা আমাতে পরিপূর্ণ আছেন বলিয়া কি আমিই পরমাত্মা বলিব? ২৩৭।

আমি দর্শক। দর্শনশক্তির দ্বারা আমি ভগবান্‌কে দেখি।২৩৮।

আমি অকর্ত্তাই আছি। অকর্ত্তা আর হব কি? আমি কর্ত্তা বলিলেই কি আমি কর্ত্তা হ'তে পারি? আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই যদি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি কর্ত্তা এ বোধ আমার থাকিতে পারিত। আমি কর্ত্তা বোধ হইবার কারণ ত কিছু দেখি না। ২৩৯।

দাস দাসী যেমন প্রভুর পত্নীকে মা বলে, আমিও তদ্রূপ আমার প্রভু মৃত্যুঞ্জয়ের পত্নীকে মা বলি। ২৪০।

হরি সংকীর্ত্তনে নৃত্য করা অসভ্যতা বলিবার যো নাই, কারণ অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব বিবিও নাচেন। ২৪১।

আমাকে আমি স্পর্শ কর্ত্তে পারি না। আমাকে আমি দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু আমি আছি বোধ করি; উপলব্ধি করি। আছি যখন, তখন নিজ সম্বন্ধে নাস্তিক কি প্রকারে হব, আমি না থাকিলে আস্তিকতা নাস্তিকতা উভয়ই থাকে না। ২৪২।

নিজের চিন্তা, নিজের ধ্যান, নিজে কেন করিব! চিন্তা ত দূরস্থের করা হয়। ২৪৩।

যে পুঁথি পাঠ করা হইবে, তাহার পাঠক, ধারক ও শ্রোতা তিনেরই সেই পুঁথি উত্তম রূপ জানা চাই। কিন্তু কাশীতে দেখিয়াছি, কোন কোন সময়ে মূল সংস্কৃত পুঁথির শ্রোতা কোন কোন মূর্খকে নিযুক্ত করা হয়। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে ঐ প্রকারে অনেক ভ্রষ্টাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে। ২৪৪।

"শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু" "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের" সমসাময়িক

ছিলেন, তবে তাঁহাকে কি প্রকারে শ্রীচৈতন্তের অবতার বলা যাইতে পারে? শ্রীচৈতন্তের লীলা সম্বরণে শ্রীনিবাসে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ২৪৫।

যতক্ষণ অত্যল্প মল পরিত্যাগের আবেগ থাকে, ততক্ষণ উহা পরিত্যাগের স্থানে বসিয়া থাকিতে হয়। যতকাল অত্যল্প মাত্র সংসার ভোগের ইচ্ছা থাকে, ততকাল সংসারে থাকিতে হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইলে আর থাকিতে হয় না। ২৪৬।

রোজ ঘর ঝাড়িলে ঘর পরিষ্কার থাকে। মনরূপ ঘরও যদি রোজ ঝাড়া হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর জঞ্জাল হ'তে পারে না। ২৪৭।

"বুদ্ধ" নাস্তিক ছিলেন। তিনি ও বৈরাগী হইয়াছিলেন, তিনিও পুত্রকলত্র পিতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৪৮।

বড়পুকুরে মাছ শীঘ্র বড় হয়। ভগবৎ বিষয়ের চেয়ে প্রশস্ত ও বড় বিষয় নাই, তাহাতে সর্ব্বদা মন থাকিলে, অতি শীঘ্র তাহা সুপ্রশস্ত ও বড় হয়। ২৪৯।

প্রেমভক্তিধন, বিদ্যাধন অন্যকে দিলে নিজের কমে না। ২৫০।

সকল সময়ে ফুল ফল সকল গাছে হয় না। প্রায় অনেক বৃক্ষেরই পুষ্প এবং ফলোৎপত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। প্রত্যেক ফলপ্রদ বৃক্ষে আমরা যে সময়ে ফল দেখি না, সে সময়েও তন্মধ্যে ফলোৎপাদিকাশক্তি অব্যক্ত ভাবে থাকে। সকল ভক্ত এবং প্রেমিকের ভক্তিপ্রেমরূপ ফল সকল সময়ে ব্যক্ত থাকে না। ২৫১।

ঐ কাষ্ঠ জ্বলিতেছে, উহা এখন অগ্নি হইয়াছে। উহা অগ্নি হইয়াছে বলিয়া কি উহা এখন কাষ্ঠ নয়? উহা এখন অগ্নিও

বটে, কাষ্ঠও বটে। ঐরূপে জীব শিব হইলেও জীবের জীবত্ব থাকে। যেরূপে হিউম্যানিটী (Humanity) জীবত্ব ও ডিভিনিটী (Divinity) শিবত্ব একত্রে থাকিতে পারে। ২৫২।

যতক্ষণ না কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগে প্রজ্বলিত হয়, ততক্ষণ কাষ্ঠে অগ্নির গুণ প্রকাশিত দেখি না, ততক্ষণ কাষ্ঠ কোন দাহ্য দাহ করিতেও পারে না। জীবের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হইলে জীবে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়। কাষ্ঠরূপ জীব, অগ্নিরূপ ঈশ্বর না হইলে, তেজরূপ দাহিকাশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যও দেখা যায় না। ২৫৩।

সকল মতই সত্য। সকল মত দ্বারাই ঈশ্বর পাওয়া যায়।২৫৪।

সমুদ্রে রাশি রাশি আবর্জ্জনা, রাশি রাশি বিষ্ঠা নিক্ষিপ্ত হইলেও সমুদ্র দূষিত হয় না। আমাদের মতের মধ্যে অসংখ্য বিকৃত মত প্রবিষ্ট হইলেও এ মত বিকৃত হইবার নয়। ২৫৫।

মহাজনের নিকট ক্রয় ক'রে পাইকের ব্যবসা করে, পাইকেরের নিকট ফড়ে। ফড়ের নিকট ফিরিওয়ালা সামান্য জিনিষ লয়ে দোরে দোরে ফিরি ক'রে বেড়ায়। যারা রাস্তায় রাস্তায় ধর্ম্ম প্রচার করে, তারা ফিরিওয়ালা। তাদের পুঁজি কম। মহাজন এক জায়গায় গট্ হোয়ে বসে থাকেন। ২৫৬।

সংসার সাগরে আমার ক্ষুদ্র মনতরী ভাসিতেছে। একে মায়ারূপ অন্ধকার রাত্র, তায় অজ্ঞানরূপ মেঘ করেছে। অল্প অল্প জ্ঞানবিদ্যুৎ নল্পাচ্ছে। সচ্চিদানন্দরূপ কূল কেমন ক'রে পাব।২৫৭।

বৈদ্য তুমি দৈহিক রোগ পীড়া নিবারণ করিতে পার। মানসিক পীড়া নিবারণের তোমার ক্ষমতা নাই। সে পীড়া নিবারণ কেবল ভগবান্ করিতে পারেন। ২৫৮।

রাজধনাগারে, ব্যাঙ্কে, ও টাকশালে সামান্য বেতনভোগী

ভৃত্যেরা, দশ পাঁচ টাকা বেতনভোগী পোদ্দারেরা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তোড়াবন্দি স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা সকল লয়ে যায়, ব্যাঙ্কের বাহিরে লয়ে যাবার যো নাই। বাহিরে যাবার সময় দ্বারবানের কাছে কাপড় ঝাড়া দিতে হয়। এই পৃথিবী ব্যাঙ্কে জীব এক স্থানের টাকা স্থানান্তরে লয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যাবার সময় কেবল কাপড় ঝাড়ায় হবে না। দেহরূপ কাপড় ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। ২৫৯।

ডাকাতে বাড়ী ঘেরিলে নিজ সম্পত্তি ও স্বজনবর্গকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে সময়ে নিজের প্রাণ লয়ে পলাইতে পারিলে বাঁচ। আমিও সংসার আপদ্ বিপদ্ ও নানা বিঘ্নরূপ ডাকাতদের হাত হইতে নিজে পলাইতে পারিলে বাঁচি। ২৬০।

প্রবল ঝটীকার সময় তরঙ্গিত সমুদ্রে যে কাণ্ডারী ক্ষুদ্র তরণী রক্ষা করিতে পারে, সেই নিপুণ কাণ্ডারী। সংসার সমুদ্রে যে জীবাত্মানাবিক মনরূপ তরী রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অতি নিপুণ নাবিক। ২৬১।

দেবতার নিকট অর্থ কামনা ক'র না। কামনা কর বিবেক বৈরাগ্য, কামনা কর ভক্তি, কামনা কর প্রেম। ২৬২।

বাগানের কাঁচামিঠে গাছের আঁব আগে খাও। সংসার উদ্যানে জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃক্ষের ফল আগে খাও। বাগানের পচা পুকুরের জল খেও না। ভক্তিসুধা সরসীর সুস্নিগ্ধ জল পান কর। ২৬৩।

জ্বর বিকারে লোক পচা পুকুরের জল পেলে খায়। জ্বরে কত লোকে আম্বল খেতে চায়, তুমি লোভ জ্বরে মাছ-মাংস খেতে, এখন জ্বর গেছে খাও না। ২৬৪।

অনেক প্রকার মানসিক জ্বর আছে। কেবল লোভটিই মানসিক জ্বর নয়। ২৬৫।

মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুও যেমন বিকট এবং কদাকার কোন ভয়ঙ্কর লোককে দেখিলে ভীত হয়, আঁৎকে উঠে, তদ্রূপ জগজ্জননীর স্নেহময় ক্রোড়স্থ হইয়াও ভক্ত অভক্তকে ভয় করেন। ২৬৬।

নিবিড়ারণ্যস্থিত অট্টালিকার (গৌড় নগরী নিবিড়ারণ্য হইয়াছে, তাহাতে অনেক অট্টালিকা অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।) সর্ব্বনিম্নতল গৃহে সর্প প্রবিষ্ট হইয়া দংশন করিতে পারে। ঊর্দ্ধস্তলে প্রবেশ করিবার অত্যল্পই সম্ভাবনা। সংসার অরণ্যের দেহরূপ অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চস্তলে মন যত থাকিবে, ততই তাহা ষড়রিপুরূপ বিষধরগণ হইতে নিরাপদ; সাংসারিক নানা আকর্ষণে এবং প্রলোভনরূপ ভীষণ কালসর্পগণের গ্রাস হইতে নিরাপদ। ২৬৭।

গৃহস্থের ভক্তি। সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞান। ২৬৮।

ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন সৎ উপায়ে ভরণপোষণের সুবিধা হইলে, গৃহস্থ কখনই ভিক্ষা করিবেন না। অন্য গৃহস্থ তাঁহাকে যে ভিক্ষা দিবে তদ্দ্বারা একজন প্রকৃত বৈরাগী প্রতিপালিত হইতে পারেন। ২৬৯।

ভিক্ষা ব্যতীত অন্য উপায়ে গৃহস্থের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা থাকিলে, যে গৃহস্থ ভিক্ষা করেন, তাঁহার তাহাতে মহা অপরাধ হয়। ২৭০।

যাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে, যিনি ভগবান্‌কে পাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তিনিই কেবল ভিক্ষা করিয়া নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারেন। ২৭১।

প্রকৃত বৈরাগ্যসম্পন্নব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য ভিক্ষা সঞ্চয়

করেন না। তিনি কোন প্রকার প্রভোলনে প্রলোভিত হন না। ২৭২।

যাহার প্রতি তোমার বিশেষ প্রেম আছে, তাহাকে তুমি বিশেষ জান। এই জন্য বলি প্রকৃত দিব্যজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার দিব্য প্রেমও আছে। দিব্যজ্ঞানী কখন দিব্যপ্রেমবিহীন হইতে পারেন না। দিব্যপ্রেমিকও দিব্যজ্ঞান শূন্য নন। ২৭৩।

দিব্যজ্ঞানযোগে যে ধ্যান করা হয়, তাহাও দিব্যপ্রেমের পরিচায়ক। দিব্যপ্রেমযোগে যে ধ্যান করা হয়, তাহাও দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক। ২৭৪।

পরব্রহ্মে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার যোগানন্দ লাভ হইয়াছে। প্রকৃত ধ্যানস্থ যিনি হন, সেই ধ্যানের সময় যে আনন্দ হয়, তাহাকে ধ্যানানন্দ বলা যায়। ভগবানে যাঁহার প্রেম হইয়াছে, তাঁহার প্রেমানন্দ লাভ হইয়াছে। ২৭৫।

যদি জীবের শোক দুঃখ নানা প্রকার রোগের কষ্ট এবং মৃত্যু যন্ত্রণা না থাকিত, তাহা হইলে সে নির্ব্বাণমুক্তি চাহিত না। তাহা হইলে সে জন্মাতে ভয় পাইত না। ২৭৬।

অবস্থা বিশেষে স্নেহ, মমতা, যত্ন, প্রেমের বিশেষ আবশ্যক আছে, অবস্থা বিশেষে দয়ার বিশেষ প্রয়োজন। ঐ সমস্ত যদি জীব জন্তুর না থাকিত, তাহা হইলে অসহায় শিশুর প্রতিপালন কি প্রকারে হইত? পীড়িত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষাই বা কি প্রকারে হইত? দরিদ্রের দারিদ্র্য ভঞ্জনই বা কি প্রকারে হইত শোকার্ত্তের শোক নিবারণের উদ্যমই বা কি প্রকারে হইত তাহা হইলে শান্তি হীনকে শান্ত করিবার চেষ্টাই বা কে করিত? ঐ সমস্ত মনোবৃত্তি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনজন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক

প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ করিবার উপায়ও ঈশ্বর করিয়াছেন। যাঁহারা রাম সর্ব্বস্ব জানিয়াছেন, যাঁহারা রামগত প্রাণ হইয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ২৭৭।

শারীরিক নানা পীড়া এবং আহার করা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কাহারো সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিলে চলিতে পারিত। ঐ সকলের সম্পূর্ণ অধীন যে ব্যক্তি, সে একেবারে নিঃসম্বন্ধ কি প্রকারে হইবে? দেখা গিয়াছে, মহামহা সাধুর পীড়া হইলেও সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক হয়। সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক হইলে, নিঃসম্বন্ধ কি প্রকারে হওয়া যাইবে? ২৭৮।

যাঁহার কিছুই অভাব নাই, তিনিই ধনী। যাঁহার কোন অভাব আছে, তিনি নির্ধন। ২৭৯।

তোমার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা তোমাকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসায় বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের ভালবাসা অস্থায়ী। তোমার রূপ বিকৃত হইলে তাহাদের ভালবাসা অন্তর্ধ্যান হইতে পারে। যে সকল গুণে তুমি তাঁহাদের ভালবাসার পাত্র হইয়াছ, সেই সকল গুণের ব্যতিক্রম দেখিলেই ভালবাসা অদৃশ্য হয়। তোমার রূপ গুণে মোহিত না হইয়া, তোমার রূপ গুণ হেতু না করিয়া, যাঁহারা তোমাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। তাঁহাদের ভালবাসাই নিষ্কাম শুদ্ধপ্রেম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ২৮০।

চক্ষু বুজিলে কিছু দেখিতে পাই না। চক্ষু খুলিলে সকল দেখি। ঐ প্রকারে যিনি সংসারে আসক্ত এবং অনাসক্ত হন, তিনি সংসারের অধীন নন। সংসার তাঁহার অধীন। ২৮১।

আমার বারম্বার দেহত্যাগই বারম্বার মৃত্যু এবং বারম্বার দেহ ধারণই বারম্বার জন্ম। ২৮২।

তুমি অজড় হইলেও তোমার জড়ের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি জড়ের দ্বারা তোমার সুখোৎপাদন হয়, আর কতকগুলির দ্বারা দুঃখ হয়। বিদেহ কৈবল্য ব্যতীত জড়ের সঙ্গে অজড়ের সম্বন্ধ ঘোচে না। জড়ের সঙ্গে অজড়ের সম্বন্ধ থাকায় অজড়কে নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ২৮৩।

জগতের সমস্ত লোকের ধন ও স্নেহে একটা লোকেরও জীবন রক্ষা হয় না। জীবন অমূল্য। এমন যে প্রেম, যাহাকে "বাইবেলে" 'গড' (God) বলা হইয়াছে, তাহাও জীবনের মূল্য হইতে পারে না। জীবনের তুলনায় তাহাও অতি সামান্য। ২৮৪।

নিজ জীবনে বীতরাগ অধিক দুঃখ শোক, অধিক অনুতাপ এবং অধিক হতাশ্বাস ব্যতীত হয় না। ২৮৫।

জীবনে বীতরাগ জ্ঞানের চিহ্ন নয়। ২৮৬।

নূতন কলসীও ফেঁসে যায়। সদ্যপ্রসূত শিশুরও মৃত্যু হয়। সকল লোকও মরে এবং অতি দুর্ব্বল লোক ও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। ২৮৭।

গাভী দুগ্ধদানে মাতার কার্য্য করে, এই জন্য গাভীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। ২৮৮।

যাহারা উপকার করে, তাহাদেরই কি অপকার করিতে হয়? তাহাদেরই কি হত্যা করিতে হয়? গাভী তোমাদের অতি শৈশব হইতে দুগ্ধদানে পোষণ করিতেছে। গাভী মাতার ন্যায় উপকারিণী, মাতৃদুগ্ধ কেবল শৈশবে পান কর। গাভীদুগ্ধ জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পান কর। মেষ এবং ছাগলের লোমে

তোমাদের শীত নিবারণের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। তাহাদেরও হত্যা করিয়া থাক। ২৮৯।

অনেক সময়ে এক ব্যক্তি অপরকে স্থূল বুদ্ধি বলিয়া গালি দেয় শোনা যায়। বাস্তবিক কাহারো স্থূলবুদ্ধি নাই। সকলেরই সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বুদ্ধি কোন স্থূল সামগ্রী নয়। উহা এক প্রকার শক্তি। ঐ শক্তির নানা প্রকার ক্রিয়াশক্তি আছে। ঐ নানা প্রকার ক্রিয়াশক্তিই ঐ একবুদ্ধিশক্তির নানা বিকাশ। ২৯০।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা লোভ সম্বরণ করিবেন। নির্লোভ হওয়াই খুব ভাল। যেমন অন্যের প্রত্যেক সামগ্রীতে লোভ হওয়া দোষ, তদ্রূপ অন্যের রমনীতে ও কন্যাতে লোভ হওয়াও দোষ। ২৯১।

পাইখানার পিপীলিকা অনেক সময়ে আমাদের কোন কোন খাদ্য দ্রব্যে এবং দেবতার নৈবেদ্যে বিচরণ করে। সম্পূর্ণ শুদ্ধাচার করাই দুষ্কর। ২৯২।

কে কার কি প্রতিগ্রহ করে? কার কি ধন আছে? সকল ধনই ভগবানের। ধনী নামে যাঁহারা খ্যাত, তাঁহারা সকলেই ভগবানের ভাণ্ডারী। যাহার কাছে থেকে যাহা পাও, তাহা ভগবানের প্রদত্ত। ভগবানের নিকট প্রতিগ্রহ করে না, এমন কে আছে? মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ নানা মনসিকবৃত্তি এ সমস্তই ভগবান্ দত্ত। ভগবানের সামগ্রী প্রতিগ্রহ না করিয়া কে জীবিত থাকিতে পারে? ২৯৩।

যিনি ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এক সময়ে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, যাঁহার মতে ব্রাহ্মণ-আত্মা ব্রহ্মার মুখ থেকে জাত হইয়াছেন বলিয়া সেই আত্মাকে ব্রাহ্মণ জাতি

বলা হয়। তিনি আবার "দণ্ডী" হইয়া কি প্রকারে একেবারে আত্মাকে জন্মবিহীন বলিয়া বসিলেন? তিনি সেই ব্রাহ্মণ আত্মার একেবারে জাতি নাই বা কি প্রকারে বলেন? ২৯৪।

সময়ে সময়ে ভ্রান্তিবশতঃ নিরপরাধিকেও অপরাধি বলিয়া বোধ হয়। ২৯৫।

নিরপরাধী জীব নাই। ২৯৬।

নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলে ক্রমেই অপরাধ করা কমিয়া যায়। ২৯৭।

অরক্ষিতা কন্যার প্রতি লোভ আসক্তি হওয়াও দূষ্য। কারণ কাহারো কোন বস্তুর প্রতি লোভই অপরাধের ও পাপের হেতু। ২৯৮।

কন্যার দেহ তাহার মাতা পিতার, কারণ তাহার দেহ তাহার মাতা পিতার দেহের অংশ। কন্যাকে শৈশবে ও বাল্যে তাহার মাতা পিতা বিশেষ যত্নে ও স্নেহে লালন পালন করেন, এই জন্য কন্যাতে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার। এই জন্য হিন্দুর কন্যার বিবাহের ভার তাঁহার মাতা পিতার ইচ্ছায় হয়। পিতা মাতা যাকে অর্পণ করেন, সে তারই হয়। এই জন্য সে কন্যার নিজের মতে ব্যভিচার দোষ। ২৯৯।

যে কন্যা এক জনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মা বাপও তাহাকে অন্যকে আর প্রদান করিতে পারেন না। কারণ এক জিনিষ অনেককে দেওয়া যায় না, যে কন্যা এক জনকে তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা যাঁহাকে দিয়াছেন, তাঁহারই হইয়াছে। ৩০০।

জলপান করিয়া বলিতে পার না, আমার তৃষ্ণাও নাই, তৃষ্ণা নিবৃত্তি করাও নাই। ভক্ষণ করিয়া বলিতে পার না, আমার

ক্ষুধাও নাই, ক্ষুধা নিবৃত্তি করাও নাই। অগ্নিতে হস্ত দিয়া বলিতে পার না, আমার হস্ত দগ্ধ হবে না। তুমি পাপ পুণ্য করিয়া বলিতে পার না, তোমার পাপ পুণ্য নাই। তুমি পাপ পুণ্য উভয়ই যখন করিবে না, তখনই তোমার পাপ পুণ্য থাকিবে না। ৩০১।

যদ্যপি কতকগুলি শাক্তশাস্ত্র অনুসারে যত পুরুষ তত শিব স্বীকার কর, যদ্যপি "অধ্যাত্ম রামায়ণ" অনুসারে যত পুরুষ তত রাম স্বীকার কর, তাহা হইলে জগতের সকল জাতীয় পুরুষকেই শিব ও রাম বলিতে হয়। ঐ সকল গ্রন্থের মতে সকল জাতীয় প্রকৃতিকে সীতা-শক্তি বলিতে হয়। ৩০২।

কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহাদের প্রকৃত গুরুভক্তি নাই, অথচ গোঁড়ামি ক'রে গুরুকে খুব বাড়ান। ৩০৩।

"মুসলমান" জাতি হইবার বহুকাল পূর্ব্বেও আর্য্য মুনি ঋষিদের দাড়ী ছিল। কোন আর্য্য সন্তানের দাড়ী দেখিলে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, কারণ দাড়ী রাখার জন্য সে ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করায় শ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রাচীন মুনি ঋষিদেরও অবজ্ঞা করা হয়। ৩০৪।

ভ্রমণ করিতে করিতে তীর্থ করিলে অনেক তপস্যাও করিতে হয়। কারণ ভ্রমণে অনেক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তীর্থ করার উদ্দেশ্য তীর্থ এবং তপস্যা উভয়ই। ৩০৫।

সমুদ্রে জলমগ্ন হইলে যেমন আকুবাকু করিতে হয়, তদ্রূপ দুঃখসাগরে ডুবিলেও করিতে হয়। ৩০৬।

যার কথায় অধিক যুক্তি, তার অধিক সংশয়। ৩০৭।

যার মনে অধিক সংশয়, সে অধিক তার্কিক। ৩০৮।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কত তর্ক হয়। উভয়েই নিজ প্রিয় শাস্ত্রানুসারে নিজ মতসমর্থন করেন ও অপরের মত খণ্ডন করেন। অথচ উভয়েই মুখে বলেন, সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রই মান্য করেন। যদি তা করিতেন, তাহা হইলে উভয়েরই কোন আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে মনে তর্ক উপস্থিত হইত না; ঐ প্রকার শাস্ত্রীয় তর্ক, শাস্ত্র অমান্য করা মাত্র। কেবল তর্ক কর্ত্তাকে অমান্য করা নয়। ৩০৯।

তর্কে অহঙ্কার, অভিমান, রাগ, অশান্তি ও অসুখের জন্ম। তর্কে জিতিলে অনেকেরই অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা হয়। হারিলে অভিমান, রাগ, অসুখ ও অশান্তি হয়। ৩১০।

নিজের কথার অপরে প্রতিবাদ করে, প্রায় কেহই পছন্দ করেন না। প্রতিবাদের প্রতিবাদ না করিতে পারিলে, বরঞ্চ মনোকষ্ট হয়। ৩১১।

নিজে বুঝিবার উদ্যম খুব কম লোকেরই হয়। অন্যকে বুঝাইবার উদ্যম অনেকেরই আছে। ৩১২।

অধিক সম্ভ্রম যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের অধিক খাতির না করিলে অপমান বোধ করেন। তাহাতে তাঁহাদের রাগও হয়। ৪১৩।

কোন কার্য্য ও ঘটনাই নির্হেতু নহে। ৩১৪।

প্রশংসা যে চায়, তার নিন্দা হয়। প্রশংসা যে চায় না, তারই প্রশংসা হয়। ৩১৫।

এমন কার্য্য করা ভাল, যাতে নিজের এবং অপরের অনিষ্ট না হয়। ৩১৬।

সকল লোকের সমান শারীরিক বল নয় যেমন, তদ্রূপ সকল

লোকের সমান মানসিক শক্তি নহে। আমার অপেক্ষা তোমার অধিক শারীরিক বল আছে, আমি তোমার নিকট পরাস্ত হইব। তুমি আমাপেক্ষা শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ। আমাপেক্ষা যাঁহার জ্ঞানশক্তি অধিক, তিনিও আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩১৭।

আমি আত্মা কি অনাত্মা আমিই জানি না, তার তুমি কি জানিবে? ৩১৮।

বেলেমাছ বালি খায়, পাঁকাল মাছ পাঁক খায়, কাঠঠোক্‌রা কাঠ খায়, শূকর বিষ্ঠা খায়, ছাগল প্রভৃতি তৃণপত্র খায়। তবে ত্যাজ্য কি বলিবে? বিষ্ঠা মানবের অখাদ্য, কিন্তু শূকরের খাদ্য। ৩১৯।

আমাকে কেহ উত্তম বলিলে উত্তম হব না। আমাকে কেহ অধম বলিলে অধম হইব না। আমি যাহা তাহাই থাকিব। যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক। ৩২০।

আমরা ম্লেচ্ছ ও যবন রাজাকে মান্য করি। তবে ম্লেচ্ছ ও যবন সাধুকে মান্য করিব না কেন? ৩২১।

তুমি বারম্বার জাত হইবে না, তুমি একবার জাত হইয়াছ, তোমার এক জাতি, জাতি অর্থে জন্ম। ৩২২।

যে দেহাশ্রয়ে এখন রহিয়াছ, সে দেহ ভিন্ন অন্যান্য দেহাশ্রিত যে যে সময়ে ছিলে, সেই সেই সময়ে তোমার জন্মও হয় নাই, সেই সেই সময়ে তোমার পিতা মাতাও ছিলেন না। এ দেহাশ্রয়েও তোমার পিতা মাতা নাই। কিন্তু এই দেহের পিতা মাতা আছেন। তাঁহাদের দ্বারা তোমার এই দেহের জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা এই দেহকেই পুত্র বলিয়া জানেন। এই দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহাশ্রয়ে তুমি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তোমাকে চিনিবেন না। এই জড় দেহ তাঁহা-

দের পুত্র। এই জড় দেহ এখনও শব, তুমি এই জড়দেহ ত্যাগ করিলে, তখনও উহা শবই থাকিবে। তুমি এ দেহে না থাকিলে ইহা ইহার পিতা মাতার মৃত্যুতে তাহাদের পিণ্ড দিতেও পারে না। তাহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেও পারে না। এই দেহ জড়। ইহার নিজের পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাও নাই, ইহা নিজ পিতা মাতাকে যত্ন করিতেওপারে না। ইহার কোন বোধই নাই। ইহা কিছুই করিতে পারে না, কারণ ইহা শক্তি নয়। ৩২৩।

তোমার রূপ। তুমি রূপ নও। তোমার আকার। তুমি আকার নও। তুমি রূপবান্। তুমি সাকার। ৩২৪।

তুমি শব হবে না। তুমি দেহত্যাগ করিলে তোমার দেহ শব হবে। এখনও তোমার দেহ অশব নয়; তুমি দেহে ব্যাপ্ত আছ বলিয়াই দেহ অশব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ৩২৫।

বালক দুই প্রকার। সচৈতন্য বালক, আর অচৈতন্য বালক। সাধারণ বালক অচৈতন্য। আর অসাধারণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকের মতন বালক সচৈতন্য।। ৩২৬।

আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া কেহ প্রণাম করিলে বলেন, তোমার চরণে তুমি প্রণাম করিলে। আপনার চরণ ঐ প্রণত ব্যক্তির চরণ যদি আপনার বোধ থাকিত, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি আহার করিলে, আপনার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত। ৩২৭।

অধিক মিষ্ট সামগ্রী খেয়ে চিনির কিম্বা মিছরীরপানা ভাল লাগে না। মহাপুরুষের উপদেশ সকল শুনে এবং তাঁহার ভাব মহাভাবও সমাধি দেখে কাহারো উপদেশ শুনিতে ও ভাব প্রভৃতি দেখিতে ভাল লাগে না। ৩২৮।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কারাধ্যক্ষ মুক্ত করিতে

পারেন না। সাধু ও ভগবানের আদেশ ব্যতীত সংসাররূপ কারাগারে বদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারেন না। কারাধ্যক্ষ রাজাজ্ঞা ব্যতীত কোন বন্দিকে মুক্ত করিলে তিনি দণ্ডপান। ৩২৯।

দেব দেবীর পূজার সময় সুকোমল পুষ্পের আবশ্যক। ডাব্ কাটিবার সময় কঠিন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের আবশ্যক। কোমল পুষ্প উভয় কার্য্যেই ব্যবহৃত হয় না। এক ব্যক্তিই উক্ত উভয় কার্য্যই করিতে পারেন। নম্রতা, বিনয়েরও প্রয়োজন ও ব্যবহার আছে; রাগ প্রভৃতিরও প্রয়োজন ও ব্যবহার আছে। ৩৩০।

এক জনের বিশ্বাস যাহা, তাহা তাহার বোধে অভ্রান্ত। কিন্তু অন্য অনেকের বোধে অভ্রান্ত নয়। এক জনের বিশ্বাস যাহা, তাহা যে একেবারে অভ্রান্ত তাহা বলিতে পার না। ভ্রান্ত তাহাও বলিতে পার না। তাহা তোমার বা অন্যের ভ্রান্ত বোধ হইলেই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না তাহা ভ্রান্ত। ৩৩১।

তুমি খাইতেছ, অথচ আহারের ফলত্যাগী কি প্রকারে হবে? কর্ম্ম করিতেছ, তাহার ফল ত্যাগ কি প্রকারে কর্ব্বে? বিষপান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলিবে। তবে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল কি প্রকারে ত্যাগ করিবে? অগ্নিতে হস্ত দিয়া, অগ্নিতে হস্ত দেওয়ার ফল কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবে? ৩৩২।

অধিকাংশ “উপনিষৎ” ও “বেদান্তের” মতে ব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর। কিন্তু কোন “উপনিষৎ” ও “বেদান্তের” মতে ব্রহ্মকে জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর বলা হয় নাই। ব্রহ্ম শুদ্ধ-বুদ্ধি ও শুদ্ধ-জ্ঞানের অগোচর নন। ৩৩৩।

দিব্যজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকে যতদূর জানা যায়, তাহা সমস্ত বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ৩৩৪।

তোমার সন্তানের প্রতি বাৎসল্যভাব আছে। সে বাৎসল্য ভাবের কি তুমি সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পার? যে শক্তি প্রভাবে কোন মহাপুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, সে শক্তি কি, তাহাও তিনি সম্পূর্ণ বলিতে পারেন না, সে ব্রহ্মজ্ঞান কি তাহাও তিনি সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারেন না, যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, সে ব্রহ্ম কি তাহাও সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে সেই মহাপুরুষের যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, তাহাও তিনি সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারেন না। বাক্যে কেবল তাহার আভাস মাত্র প্রকাশ করিতে পারেন। ৩৩৫।

দৈহিক এবং মানসিক নানা ক্রিয়া যত দিন থাকে, ততদিন নিষেধ বিধি ও থাকে। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকল্প, নির্লিপ্ত এবং নিরুপাধি হইলে বিধি-নিষেধ কিছুই থাকে না। পানাহার, উপবেশন বিচরণ, শয়ন, মলমূত্র পরিত্যাগ এবং কথন প্রভৃতিও কার্য্য। ঐ সকল কার্য্য যিনি করেন, তাঁহার পক্ষে নিষেধ বিধিও আছে। যতকাল জীবের গুণ, ক্রিয়া সঙ্কল্প বিকল্প, লিপ্তি এবং উপাধি থাকে, ততকাল জীবকে শিব বলা যায় না। মনের সঙ্কল্প বিকল্প থাকিতে জীবকে নির্ব্বিকল্প শিব বলা অবিধি। ৩৩৬।

কাহার দুঃখে দুঃখবোধ, কাহার প্রতি দয়ার উদয়ও প্রেমের স্ফূর্ত্তি আমার নিজের ইচ্ছায় হয় না, কিম্বা কাহাকে ভালবাসিবার লোক আছে বলিয়া, কাঁহার প্রতি দয়া করিবার লোক আছে বলিয়া, কাহার দুঃখে সমদুঃখী হইবার লোক আছে বলিয়া ঐ সকল হ'তে আমাদের মন বিরত হয় না। কাহাকে ভালবাসিবার লোক থাকিলেও তাহার প্রতি ভালবাসা হইতে পারে। কাঁহাকে

দয়া করিবার লোক থাকিলেও তার দুঃখে দয়া হ'তে পারে। কাহার দুঃখে দুঃখবোধ করিবার লোক থাকিলেও তাহার দুঃখে দুঃখবোধ হ'তে পারে। তবে একজনের দুঃখে সকলেরই দুঃখ বোধ হয় না ও তাহার প্রতি দয়া হয় না। এক ব্যক্তিও সকলের প্রেমাস্পদ নয়। ৩৩৭।

আগে মদন ভস্ম ক'রে শিব প্রকৃতি সঙ্গ ক'রেছিলেন। ‘মদনভস্ম যত দিন না হয়, ততদিন প্রকৃতি সঙ্গ কোর না। সাধারণের ভিতরে মদন রয়েছে, সাধারণে কোন্ সাহসে প্রকৃতি সঙ্গ করিতে সাহস পান ? এই প্রকৃতির ভিতর থেকে পরমাপ্রকৃতি দেখা যায়, যদি মদন ভিতরে না থাকে। শিবের ভিতরে মদন সেঁদতে পারে নাই, তাঁকে বাহিরে থেকে কাবু কর্ব্বার চেষ্টায় ছিল। মদনের সাধ্য কি যে, যিনি মদনমোহনের মোহিনী হ'য়েছিলেন, তাঁকে মোহিত করে। সয়তান কি পুত্র ভাবাপন্ন ঈশ্বরের মোহ জন্মাতে পারে ? ৩৩৮।

ঐ শুষ্ককাষ্ঠখানি অনেক দিন ভূগর্ভে রাখিলে উহা মৃত্তিকা হইবে। সেই মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষের অথবা বীজের মূল পরমাণুর অস্তিত্ব নির্ণয় করা যাইবে না। ঐ কাষ্ঠখানি পোড়াইয়া ছাই করিয়া রসায়নবিদ্যা দ্বারা সেই ছাই পরীক্ষা করিলেও বৃক্ষের অথবা বীজের মূল পরমাণুর অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। "ফ্লিন্ট" প্রভৃতির মতে যে মূলপরমাণু কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, তাহা কি প্রকারেই বা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হইবে ? মূল পরমাণু। ৩৩৯।

সকল জড় পদার্থের মূলপরমাণু যদি এক নয় বল, যদি প্রত্যেক জড় পদার্থেরই মূলপরমাণু অজ অমর বল, তাহা হইলে

তুমি ঐ জড় দেহ ভিন্ন অপর কিছু নও বলিতে পার না, তাহা হইলে ঐ জড়দেহ নষ্ট হইলে আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না ও বলিতে পার না। ৩৪০।

এই জড় দেহ নাশের পরে যাহা থাকে, তাহাকে এই জড় দেহের অজ, অমর, নিত্যপরমাণু বলিতে হয়। সেই পরমাণু "ফিক্টের" মতে অপরিবর্ত্তনীয় যাহা, তাহার কোন গুণও নাই, তাহার কোন কার্য্যও নাই। "বেদান্ত" মতে সেই অপরিবর্ত্তনীয় অজ, অমর, নিত্য অদৃশ্য পরমাণুকে আত্মা বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হইতে পারে না। ৩৪১।

রসায়ন-বিজ্ঞান এবং পদার্থ-বিজ্ঞান অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণ করা যায় যে, কোন পদার্থই নিত্য নহে, প্রত্যেক পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং প্রত্যেক পদার্থই বিনাশশীল। যে পদার্থবিজ্ঞানে কেবল অনিত্য পদার্থনিচয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে সেই পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা কিম্বা কোন্ পদার্থ দ্বারা কোন অজ, অমর, নিত্যঅপদার্থ নির্ণয় করিবে? তুমি কি প্রকারে অনিত্য পদার্থনিচয় দ্বারা অথবা যে সকল গ্রন্থে অনিত্য পদার্থনিচয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল দ্বারা অজ, অমর, নিত্য মূলপরমাণুর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করিবে? যেমন অন্ধকার দ্বারা কথনই আলোকের কার্য্য হইতে পারে না, তদ্রূপ অনিত্যের দ্বারা নিত্য নির্ব্বাচন হইতে পারে না। ৩৪২।

জড় বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞান; তাহা নিজের বিষয় ও কিছু জানে না এবং অন্যান্য জড়ের বিষয়ও কিছু জানে না। জড় বস্তু অজ, অমর, অজড়, অবস্তু সম্বন্ধেও কিছু জানে না, জানিবার শক্তিও নাই। নিজের অস্তিত্ববোধকশক্তি ব্যতীত এই জড় দেহ, আছেও

বোধ হয় না, এবং অন্য কিছু আছে তাহাও বোধ হয় না। নিজের অস্তিত্ববোধকশক্তি অজড় ও অপদার্থ। ৩৪৩।

প্রত্যেক পদার্থ জড়। প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্গত গুণ অজড়। পদার্থের অজড় গুণ অপদার্থ। তাহা অদৃশ্য। জড় পদার্থ দৃশ্য। জল পদার্থ। জলের শীতলতা গুণ অপদার্থ। সেই শীতলতাগুণকেই শীতলতাশক্তি বলা হয়। অগ্নির দাহিকা গুণকেই দাহিকাশক্তি বলা হয়। প্রত্যেক পদার্থে যত প্রকার গুণ আছে, সেগুলির মধ্যে প্রত্যেকটাই এক একটী শক্তি। প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্গত প্রত্যেক শক্তিই অজড় অপদার্থ এবং অদৃশ্য। ৩৪৪।

বোধ কর তুমি সাঁতার জান না, নৌকা বুড়ি হ'য়ে জলমগ্ন হইতেছ দেখিয়া অপর কোন ব্যক্তি নিজে সাঁতার জানেন না, অথচ তোমায় তুলিবার জন্য ঝাঁপ দিলে তাঁর চেয়ে আর নির্ব্বোধ নাই। পাপে মগ্ন ব্যক্তিকে অপর পাপী গুরু হ'য়ে উদ্ধার করিতে পারেন না। ৩৪৫।

কলাই করা বাসনের কলাই যেন সুখ, বাসন যেন দুঃখ। কলাইরূপ সুখ অল্পস্থায়ী। বাসনরূপ দুঃখ দীর্ঘ স্থায়ী। ৩৪৬।

কয়লা যে এত মলিন, আগুণে ধরাইলে তাহারও ময়লা যায়। মনরূপ কয়লায় জ্ঞানানল লাগিলে তার ময়লা থাকে না। ৩৪৭।

সাধুরাও খান, অবতারেরাও খেতেন। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য আহার ত্যাগ করিবে কেন ? ৩৪৮।

দেহ আমরা নই, অথচ, দেহ-সম্বলিত মনুষ্য নামে পরিগণিত। হিল্লোল-কল্লোল-চঞ্চলতা-বিশিষ্টা দ্রবময়ী জড়া নদী ব্যতীত তদভ্যন্তরে চেতনা নদী ও মেদিনীর অভ্যন্তরে জড়া মেদিনীও আছেন। চেতনা তিনিই রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ

কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হইয়া ব্রহ্মার নিকট নিজ মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যেমন সাধারণ লোকেরা আপনাদের আপনারা দেখিতে পায় না, তদ্রূপ সাধারণ লোকে মহাসূক্ষ্মা চেতনা নদী এবং মেদিনীকেও দেখিতে পায় না। ৩৪৯।

এক ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, অপর এক ব্যক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিলে, তিনি যেমন জানিতে পারেন না, তিনি যেমন সে ব্যক্তির শরীর দেখিতে পান না, তদ্রূপ অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, নিত্য শরিরী সগুণব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইলেও, তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে পান না। ৩৫০।

অন্ধকারে পদার্থনিচয়কে আবৃত করিয়া থাকে; কিন্তু পদার্থনিচয়কে দেখাইতে পারে না। আলোক পদার্থদিগকে দেখায়। তমোগুণ যেন অন্ধকার। সত্বগুণ আলোক। ৩৫১।

কাল অর্থে সময়। সেই সময়অর্থক কালের মধ্যে থাকিয়া, সেই কালময়ী হইয়া যে শক্তি সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, তিনিই কালী। সেই কালীশক্তি সৃজন, পালন ও নাশ তিনিই করেন। সেই শক্তির সকল ক্ষমতাই আছে। তাঁহার অপার মহিমা। ৩৫২।

কাষ্ঠে ক্ষুই ধরিতে ধরিতে ক্ষুই ভেঙ্গে দিয়ে তাতে আল্‌কাৎরা লাগাইলে কাষ্ঠ নষ্ট হয় না। ক্ষুই ধরিতে ধরিতে প্রতিকার না করিলে, ক্রমে কাষ্ঠ মাটী হয়। কুসঙ্গীরা ক্ষুই পোকা। উহারা কাষ্ঠরূপ মানুষকে মাটী করে। মাটী করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রকার ক্ষুইএর বাসা ভেঙ্গে দিয়ে, ভক্তিরূপ আল্‌কাৎরা মাখালে আর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ৩৫৩।

গোলকধাঁধার মধ্য স্থলে একটি মন্দির থাকে। যে পথ চেনে না, সে মন্দিরের মধ্যে যাইতে পারে না; যে চেনে, সে অতি সহজেই যেতে পারে। সংসারও গোলকধাঁধা। তন্মধ্যে হরি মন্দিরে হরি আছেন। যে পথ চেনে, সে সংসারেও হরিকে পায়। যে চেনে না, সে পায় না। ৩৫৪।

তোমার ক্ষুধা হইলে, অপরে বরঞ্চ তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির সামগ্রী দিতে পারে; কিন্তু ক্ষুধা বোবে দিতে পারে না। ভগবানের ব্যাকুলতা তোমারই হইবে। অপরে তাহা করিয়া দি [illegible] বে না। ৩৫৫।

আমরা মৌখিকে ভগবান্‌কে পাইবার প্রার্থনা ভগবানের নিকট করি। আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা সাংসারিক নানা সামগ্রী, সুতরাং সেই সকলই প্রাপ্ত হই। ভগবান্‌কে পাইবার আন্তরিক প্রার্থনা করিলে, অবশ্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়।৩৫৬।

ছোট জিনিস হলেই তার অল্প মূল্য হয় না, এমন ছোট ছোট হীরক আছে, যার মূল্য অনেক টাকা। এমন ছোট মুক্তা আছে, যার মূল্য অনেক। ছোট গিনির দাম দশ টাকা; সময়ে সময়ে ততোধিকও হয়। ক্ষুদ্র পঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট সকল মানুষের মূল্য অল্প নয়। দেহ বিশিষ্ট ভগবান্ অমূল্য। ৩৫৭